শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
৮ম খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মজীদের বেশ কয়েকটি সরল অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষা জানা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। তবে যারা দ্বীনি মদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করছেন অথবা ইংরেজী শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের দা'য়ী হিসেবে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌছে দিচ্ছেন তাদের জন্য সরাসরি আরবী শব্দ বুঝে পবিত্র কোরআনের ভাবার্থ অনুধাবন করার মত তর্জমার অভাব রয়েছে। এ দিকে লক্ষ্য রেখে আজ হতে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার কাজ শুরু করি। প্রায় ১৪ বছরের মেহনতের পর মহান আল্লাহ্ তৌফিক দিয়েছেন এ কাজ সম্পূর্ন করার।

এ কাজে সব থেকে বেশী সহায়তা পেয়েছি আমার কর্মজীবনের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মোহাদ্দেস ও মোফাসসেরগণের যারা আল-আজহার, দামেস্ক, খার্তুম, পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে যথাযোগ্য প্রতিফল দিন। যে সব তাফসীর ও তর্জমার সহযোগীতা নিয়েছি তার মধ্যে রয়েছেন মিশরের প্রখ্যাত মুফাসসের মুফতী হাসানাইন মখলুফের কালিমাতুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সাফাওয়াতুত তাফসীর, মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে আশরাফী, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ ওসমানীর তাফসীর ও তর্জমায়ে কুরআন। মুলতঃ পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমা করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি হযরত মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন সাহেবের উর্দূ শাব্দিক তর্জমা পড়ে। আমার এ তর্জমার মূল অবলম্বন তাঁর এই বিখ্যাত শাব্দিক তর্জমা। এছাড়া মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ড: আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহসীন খানের Interpretation of the meanings of the Noble Quran (এতে তাবারী, ইবনে কাসীর ও আল কুরতুবীর সার সংক্ষেপ রয়েছে) ও অধ্যাপক ইউসুফ আলীর The Quran, Translation and Commentry এ তর্জমার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করেছে। তবে শাব্দিক তর্জমা দ্বারা অনেক সময় পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর মূল বক্তব্য অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই শব্দার্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) এর তর্জমায়ে কুরআন হতে সূরার নামকরণ, শানে নুজুল, বিষয়বস্তু, ভাবার্থ ও টিকা সংযোগ করেছি যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়।

শব্দার্থ থেকে ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন – (১) কোন কোন শব্দের এক জায়গায় এক অর্থ, অন্য জায়গায় অন্য অর্থ করা হয়েছে। স্থান ও প্রসঙ্গ ভেদে অর্থের এ বিভিন্নতা হতে পারে। অনেক সময় ঐ শব্দের আগে বা পরে কিছু সহকারী শব্দ আসার কারণেও এ পরিবর্তন আসতে পারে। (২) কোন কোন আরবী শব্দের নীচে আদৌ কোন বাংলা অর্থ নেই। অনেক সময় এ ধরনের শব্দ, বাক্য গঠনের পূর্বে ব্যবহার করা হয়, এর কোন পৃথক অর্থ থাকে না। পুরা বাক্যের উপরই এর অর্থ প্রকাশ পায়। (৩) যে সব ক্ষেত্রে দুইটি আরবী শব্দ মিলে একটা বাংলা শব্দ হয়েছে, সেখানে আরবী শব্দ দুটোর নীচে মাঝখানে বাংলা প্রতিশব্দটি সেট করা হয়েছে। (৪) কোন কোন শব্দের নীচে বা আগে-পরে বাংলা শব্দ দেওয়ার পর বন্ধনীর মধ্যে আরও কিছু শব্দ যোগ করা হয়েছে, যাতে অর্থটি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। (৫) পবিত্র কোরআনে আখিরাতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে -- এগুলো এমন, যেন ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে। এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে আখিরাতে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু কিছু বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ক্রিয়ার অতীত কাল ব্যবহার হলেও তর্জমায় ভবিষ্যত কাল (অর্থাৎ এমন ঘটবেই) ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা হলো, পবিত্র কোরআনের অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের সাথে মর্মার্থ অবশ্যই পড়তে হবে। এছাড়া সূরার নামকরণ, শানে নুজুল, ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিষয় বস্তু পড়ার পর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো অর্থসহ অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে দু'-তিন পারা বুঝে পড়তে পারলে অন্যান্য অংশের অর্থ অনুধাবন করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এর পরও গভীরভাবে কোরআন মজীদ অনুশীলনের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। তবে পবিত্র কোরআন অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বাস্তব ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত পেশ ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। এভাবেই পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ তার অনুশীলনকারীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

সর্বশেষে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ কাজের তৌফিক দান করেছেন। এতে যা কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়েছে তার জন্য তাঁরই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ প্রচেষ্টাকে তিনি যেন আমার নাযাতের অসিলা বানান–এ দোয়াই করছি।

মতিউর রহমান খান
জেদ্দা

রবিউল আউওয়াল ১৪১৭হিঃ
আগষ্ট ১৯৯৬ ইং
শ্রাবণ ১৪০৩ বাং

সূচী পত্র

সূরা আল–জাসিয়া

নামকরণ ঃ এ সূরার ২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وترى كل امة جاثية এতে যে 'জাসিয়া' শব্দটির উল্লেখ হয়েছে তাই এর নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ সেই সূরা যাতে 'জাসিয়া' শব্দের উল্লেখ হয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়-কাল ঃ এ সূরাটি কবে কোন্ সময় নাযিল হয়েছে, তা কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস হতে জানা যায় না। কিন্তু এতে আলোচিত বিষয়াদী ও কথাবার্তা হতে স্পষ্ট মনে হয় যে, এ সূরাটি সূরা 'দুখান'-এর কাছাকাছি সময় নাযিল হয়েছে। এ উভয় সূরার বিষয়বস্তুতে এমন মিল রয়েছে যে, এ দুটোকে 'এক জোড়া' মনে হয়।

আলোচ্য বিষয় ও বিষয়বস্তু ঃ এ সূরার মূল বক্তব্য হ'ল তওহীদ ও পরকাল সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের উত্থাপিত সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তির জবাব দান। কুরআনের দা'ওয়াতের মুকাবিলায় তারা যে আচরণ গ্রহণ করেছে তার পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করাও এর অন্তর্ভূক্ত।

শুরুতেই পেশ করা হয়েছে তওহীদের দলীল। এ পর্যায়ে মানুষের নিজের সত্তা হতে শুরু করে পৃথিবী ও আকাশমন্ডল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অসংখ্য নিদর্শনাবলীর প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে যে, তোমরা যেদিকেই দৃষ্টিপাত কর না কেন, প্রত্যেকটি জিনিসই সেই তওহীদেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে যা তোমরা অস্বীকার ও অমান্য করছো। এ নানা জাতের জন্তু-জানোয়ার-পশু, এ রাত-দিন, এ বৃষ্টি এবং তার ফলে উৎপন্ন গাছ-পালা-গুল্মলতা, এ বাতাস, মানুষের নিজের জন্ম—এসব জিনিসকে যদি কেউ দু'চোখ খুলে দেখে এবং কোনরূপ বিদ্বেষ-বিরাগভাব ছাড়াই স্বীয় বিবেক-বুদ্ধিকে সোজাসুজি প্রয়োগ ক'রে এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করে, তাহলে এ এই নিশ্চিত জ্ঞান দেয়ার জন্যে যথেষ্ট যে, এ বিশ্বলোক খোদাহীন নয়, বহু খোদার খোদায়ীও এখানে চলছে না। বরং এক খোদাই একে বানিয়েছেন এবং তিনি একাকীই এর পরিচালক, প্রভূ ও শাসক। অবশ্য যে লোক না মানবার কসম করে বসেছে কিংবা যে লোক সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে নিমজ্জিত থাকারই ফয়সালা করে নিয়েছে, তার কথা স্বতন্ত্র। এ লোক দুনিয়ার কোথাও হতে ঈমান ও ইয়াকীনের দৌলত লাভ করতে পারবে না।

পরে দ্বিতীয় রুকুর শুরুতে আবার বলা হয়েছে, মানুষ এ দুনিয়ায় যত জিনিসই নিজ কাজে ব্যবহার করে, আর যে অসংখ্য অপরিমেয় দ্রব্য-সামগ্রী ও উপায়-উপাদান এ বিশ্বলোকে মানুষের খেদমত করে যাচ্ছে, তাতো আপনা-আপনি কোথাও হতে এসে যায় নি। দেব-দেবতারাও তা বানায়নি, সংগ্রহ-সঞ্চয় ও পরিবেশন করেনি। সব কিছুই সেই এক খোদা তাঁর নিজের নিকট হতে এ মানুষকে দান করেছেন এবং মানুষের জন্যে তিনি-ই সবকিছুকে নিয়ন্ত্রিত ও অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন। কেউ যদি সঠিক ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখে, তাহলে তার বিবেক-বুদ্ধিই চিৎকার করে বলে উঠবেঃ সে এক খোদাই মানুষের প্রতি অনুগ্রহকারী, মানুষের নিকট শোকর পাওয়ার তাঁর একার-ই অধিকার আছে। অতঃপর মক্কার কাফেররা কুরআনের দা'ওআতের মুকাবিলায় যে হঠকারিতা,অহংকার,ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং কুফরীর উপর বাড়াবাড়ীর নীতি অবলম্বন করেছিল। সে জন্যে তাদেরকে তিরষ্কার করা হয়েছে। তাদেরকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে বলা হয়েছে– এ কুরআন সেই নিয়ামতই নিয়ে এসেছে, যা পূর্বে বনী-ইসরাঈলকে দেয়া হয়েছিল। যার দরুন তারা সারা দুনিয়ার জাতিসমূহের উপর অধিক মর্যাদা লাভের অধিকারী হয়েছিল। তারা যখন এ নিয়ামতের অপমান করলো এবং দ্বীনের ব্যাপারে পারস্পরিক মতভেদ করে এ নিয়ামতকে হারাল, তখন এ নিয়ামত তাদেরকে দেয়া হল। এ এক সুস্পষ্ট হেদায়াতনামা,

মানুষকে এ দ্বীনের উদার রাজপথ দেখায়। যে সব লোক নিজেদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে তাকে প্রত্যাখান করবে, তারা নিজেদেরই ধ্বংসের ব্যবস্থা করবে। আর খোদার সাহায্য ও রহমত পাবার অধিকারী হবে কেবল তারাই, যারা তা গ্রহণ ও অনুসরণ করে তাকওয়ায় নীতিতে অবিচল হয়ে থাকবে। এ প্রসংগে রসূলে করীম (সঃ)-এর অনুসরণকারী লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, খোদার ব্যাপারে নির্ভীক ও বেপরোয়া এ লোকগুলো তোমাদের সঙ্গে যে খারাপ ব্যবহার করছে, সে জন্যে তোমরা ক্ষমা ও ধৈর্যের নীতি অবলম্বন কর। তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর তা হলে খোদা নিজে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন এবং তোমাদেরকে এ ধৈর্যের পুরস্কার দান করবেন।

এর পর পরকাল বিশ্বাস সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের জাহেলী চিন্তা-বিশ্বাস সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। তারা বলতো এ দুনিয়ার জীবনই তো একমাত্র জীবন। এর পর আর কোন জীবন নেই। আমরা কালের স্রোতে ও আবর্তনে ঠিক তেমনিভাবেই মরি, যেমন একটা ঘড়ি চলতে চলতে থেমে যায়। মৃত্যুর পর 'রূহ' বলতে কিছু থাকে না, তাকে কবজ করার কথাও ভিত্তিহীন। অতএব আবার কখনো তাকে মানবদেহে ফিরিয়ে আনার কথাও অচল। তেমন কিছু হবে বা হতে পারে বলে যদি তোমরা দাবী কর, তাহলে আমাদের মরে যাওয়া বাপ-দাদাকে পুনরুজ্জীবিত করে দেখাও দেখি! এ কথার জবাবে আল্লাহতা'আলা পর পর কতকগুলো দলীল উপস্থাপিত করেছেনঃ

একটা দলীল হল এই যে, তোমরা এই যা বলছো, এ কোন ইল্মভিত্তিক কথা নয়, শুধু ধারণা-অনুমান ও আন্দাজের ভিত্তিতে তোমরা এতবড় একটা সিদ্ধান্ত করে বসেছ। মৃত্যুর পর কোন জীবন নেই, রূহ কবজ হয় না-শেষ হয়ে যায় এ কথা কি সত্যিই কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমরা বলছ?

দ্বিতীয় হল এই যে, তোমাদের এরূপ দাবীর ভিত্তি বড়জোর এই যে, তোমরা মরে যাওয়া কোন লোককে দুনিয়ায় জীবিত হয়ে ফিরে আসতে দেখনি। কিন্তু মরে যাওয়া লোক কখনো পুনরুজ্জীবিত হবে না বলে দাবী করার পক্ষে এতটুকু কথাই কি যথেষ্ট ? কোন জিনিস যদি ইতিপূর্বে না-ই হয়ে থাকে তাহলে তা কখনো হবে না এ কথা জানার জন্যে তোমাদের এতটুকু অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণই কি যথেষ্ট?

তৃতীয় হল এই যে, নেকলোক, বদ লোক, খোদানুগত ও খোদার না-ফরমান যালেম ও মযলুম- শেষ পর্যন্ত সবই একাকার ও নির্বিশেষ হয়ে যাবে, কোন ভালোর ভালো ফল এবং কোন মন্দের মন্দফল হবেনা, মযলুমের ফরিয়াদ শোনা হবে না, যালেম তার কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করবে না, বরং সকলে একই পরিণতি লাভ করবে- এ মেনে নিতে মানুষের মন কিছুতেই রাজী হতে পারে না। খোদার সৃষ্টিলোক সম্পর্কে এরূপ ধারণা যে লোক নিজের মনে বদ্ধমূল করে নিয়েছে, সে তো অত্যন্ত ভুল ধারণা পোষণ করছে। যালেম আর বদকার লোকেরা এরূপ ধারণা পোষণ করে বটে; করে এ জন্যে যে, তারা নিজেদের কাজকর্মের খারাপ ফল দেখতে চায় না। কিন্তু খোদার এ রাজ্য তো কোন 'মগের মুল্লুক' নয়। এ এক সত্যনিষ্ঠ বিশ্ব-ব্যবস্থা। এতে ভালো-মন্দকে শেষ পর্যন্ত একাকার করে দেয়ার যুল্ম কিছুতেই অনুষ্ঠিত হতে পারে না।

চতুর্থ হল এই যে, পরকাল অবিশ্বাস মানুষের নৈতিকতার জন্যে খুবই মারাত্মক। কেবলমাত্র নফসের বান্দারাই পরকাল অবিশ্বাস করতে পারে- করে থাকে; করে নফসের দাসত্ব করার অবাধ সুযোগ ও লাইসেন্স পাওয়ার মতলবে। কিন্তু এরূপ অবিশ্বাসের আকীদা যখন তারা গ্রহণ করে তখন এ তাদেরকে গোমরাহ হতেও গোমরাহতর করে দেয়। শেষ পর্যন্ত তাদের নৈতিক চেতনা ও অনুভূতিটা পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়। হেদায়াতের সব দুয়ার তার জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। এসব দলীল পেশ করার পর আল্লাহতা'আলা অত্যন্ত জোরালো ভাবে বলেছেন, তোমরা যেভাবে আপনা-আপনি জিন্দাহ হয়ে যাও নি, আমরা তোমাদেরকে জিন্দাহ করেছি বলেই তোমরা জীবিত; এমনি ভাবে তোমরা আপনা-আপনি মরে যাও না, আমরা মারি, তাই তোমরা মর। অতএব একটা সময় অবশ্যই আসবে যখন তোমরা সব মানুষ একত্রিত হবে। এ কথাকে আজ যদি তোমরা মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে মেনে নিতে

প্রস্তুত না হও, তবে না মানতে পার, সময় যখন আসবে, তখন তোমরা নিজেদেরকে খোদার সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পাবে। সেখানে তোমাদের আমলনামা সঠিক ও নির্ভুল ভাবে তোমাদের এক-একটি কাজের সাক্ষ্য পেশ করে দিবে। তখন তোমরা জানতে পারবে যে, পরকাল অস্বীকৃতি ও তার সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার জন্যে তোমাদেরকে কত কঠিন মূল্য দিতে হচ্ছে।
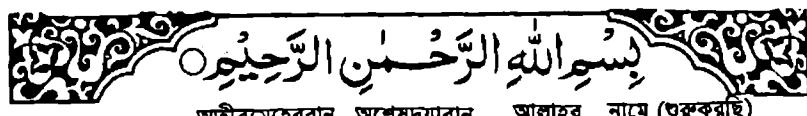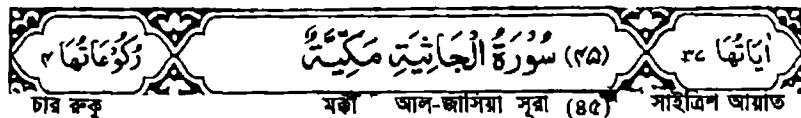
অতীবমেহেরবান অশেষদয়াবান আল্লাহর নামে (শুরুকরছি)

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝٢

হা! মীম | অবতীর্ণ করা | এই কিতাব | পক্ষ হতে | আল্লাহর | (যিনি) পরাক্রমশালী | প্রজ্ঞাময়

اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٣

নিশ্চয় | মধ্যে রয়েছে | আকাশমণ্ডলীর | ও | পৃথিবীর | অবশ্যই | নির্দশনাবলী | মু'মিনদের জন্যে

وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝٤

এবং মধ্যেও | তোমাদের সৃষ্টির | এবং | যাকিছু | (যমীনে) ছড়িয়ে দিয়েছেন | জীবজন্তু | নির্দশনাবলী (রয়েছে) | লোকদের জন্যে | (যারা) দৃঢ়-বিশ্বাস করে

রুকূঃ১

১. হা-মীম।
২. এই কিতাব আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ যিনি মহা পরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞানী।
৩. আসল কথা হল এই যে, আকাশ মন্ডল ও যমীনে অসংখ্য নির্দশন রয়েছে ঈমানদার লোকদের জন্যে।
৪. আর তোমাদের নিজেদের সৃষ্টিতে এবং সেই সব জন্তু জানোয়ারে যা আল্লাহ (যমীনে) ছড়িয়ে দিয়েছেন, বড় নির্দশন রয়েছে সেই লোকদের জন্যে যারা দৃঢ় বিশ্বাসী।

وَ	اخْتِلَافِ	الَّيْلِ	وَ	النَّهَارِ	وَ	مَا
এবং	পরিবর্তনে	রাতের	ও	দিনের	এবং	যাকিছু

اَنْزَلَ	اللّٰهُ	مِنَ	السَّمَآءِ	مِنْ رِّزْقٍ	فَاَحْيَا
নাযিল করেন	আল্লাহ	থেকে	আকাশ	আহার্য (অর্থাৎ পানি)	জীবন্ত করেন অতঃপর

بِهِ	الْاَرْضَ	بَعْدَ	مَوْتِهَا	وَ	تَصْرِيْفِ	الرِّيٰحِ
তা দিয়ে	যমীনকে	পরে	তার মৃত্যুর	এবং	আবর্তনে	বায়ুর

اٰيٰتٌ	لِّقَوْمٍ	يَّعْقِلُوْنَ ۝٥	تِلْكَ	اٰيٰتُ	اللّٰهِ	نَتْلُوْهَا
নির্দশনাবলী (রয়েছে)	লোকদের জন্যে (যারা)	বুদ্ধিবিবেক কাজে লাগায়	এসব	নির্দশনাবলী	আল্লাহর	তার বর্ণনা করছি আমরা

عَلَيْكَ	بِالْحَقِّ ۚ	فَبِاَيِّ	حَدِيْثٍۭ	بَعْدَ	اللّٰهِ	وَ
তোমার কাছে	যথাযথভাবে	সুতরাং কোন্	কথার (উপর)	পরে	আল্লাহর	ও

اٰيٰتِهٖ	يُؤْمِنُوْنَ ۝٦	وَيْلٌ	لِّكُلِّ	اَفَّاكٍ	اَثِيْمٍ ۝٧
তার আয়াত গুলোর	তারা ঈমান আনবে?	দুর্ভোগ	প্রত্যেক জন্যে	ঘোরমিথ্যাবাদীর	পাপীর

يَّسْمَعُ	اٰيٰتِ	اللّٰهِ	تُتْلٰى	عَلَيْهِ	ثُمَّ	يُصِرُّ	مُسْتَكْبِرًا
(যে) শুনে	আয়াত সমূহ	আল্লাহর	পাঠকরা হয় (যা)	তার কাছে	এরপর	অটল থাকে	উদ্ধত্যভাবে

كَاَنْ	لَّمْ	يَسْمَعْهَا ۚ	فَبَشِّرْهُ	بِعَذَابٍ	اَلِيْمٍ ۝٨
যেন	নাই	তা শুনেই	তাই তাকে সুসংবাদ দাও	শাস্তির	যন্ত্রনাদায়ক

৫. রাত দিনের পার্থক্যে, আবর্তনে আর সেই আহারে যা আল্লাহ আসমান হতে নাযিল করেন, পরে তার সাহায্যে মৃত যমীন জীবিত করেন; আর বাতাসের আবর্তে বিপুল নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্যে যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

৬. এ সব হল আল্লাহর নিদর্শন, যে গুলোকে আমরা তোমার সামনে যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। এখন আল্লাহ এবং তাঁর আয়াত সমূহের পরে আর কোন্ কথাটি আছে যার প্রতি এই লোকেরা ঈমান আনবে?

৭. ধ্বংস এমন প্রত্যেক মিথ্যাবাদী অসদাচারীর জন্যে,

৮. যার সামনে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয় এবং সে তা শুনে পরে পূর্ণ অহঙ্কার-দাম্ভিকতার সাথে নিজের কুফরীর উপর এমনভাবে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়, যেন সে তা শুনেনি। এরূপ ব্যক্তির জন্যে যন্ত্রণা দায়ক আযাবের সুখবর শুনিয়ে দাও।

وَ اِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا اتَّخَذَهَا هُزُوًا

এবং | যখন | সে অবগত হয় | মধ্যহতে | আমাদের আয়াত সমূহের | কোন কিছু | সে গ্রহণ করে | তা | বিদ্রূপ রূপে

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ⑨ مِنْ وَّرَآئِهِمْ

ঐসবলোক | তাদের জন্যে রয়েছে | শাস্তি | অপমানকর | তাদের পিছনে (রয়েছে)

جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّلَا

জাহান্নাম | এবং | না | কাজে আসবে | তাদের জন্যে | যাকিছু | তারা অর্জন করেছে | (তার) কোনকিছুই | এবং | না

مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ

যাকিছু | তারা গ্রহণ করেছে | ছাড়া | আল্লাহকে | অভিভাবক রূপে | এবং | তাদের জন্যে রয়েছে | শাস্তি

عَظِيْمٌ ⑩ هٰذَا هُدًى وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ

ভয়ানক | এই (কোরআন) | হেদায়াত (পূর্ণ) | এবং | যারা | অস্বীকার করেছে | নিদর্শনাবলীকে

رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ⑪ اَللّٰهُ

তাদের রবের | তাদের জন্যে রয়েছে | শাস্তি | ধরনের | (বড় কঠিন) শাস্তি | যন্ত্রনাদায়ক | (তিনিই) আল্লাহ

ع

الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ

যিনি | অধীন করে দিয়েছেন | তোমাদের জন্যে | সমুদ্রকে | যেন | চলাচল করতে থাকে | নৌযান সমূহ

فِيْهِ بِاَمْرِهٖ

তার মধ্যে | তার নির্দেশে

৯. আমাদের আয়াত সমূহের মধ্যে কোন কথা যখন সে জানতে পারে, তখন সে তা ঠাট্টা-বিদ্রূপ বানিয়ে নেয়। এ ধরণের সব লোকের জন্যে অপমানের আযাব রয়েছে।

১০. তাদের পিছনে রয়েছে জাহান্নাম, তারা দুনিয়ায় যা কিছুই অর্জন করেছে তা থেকে কোন জিনিষই তাদের কাজে আসবে না, না তাদের সেই পৃষ্ঠপোষকরা তাদের জন্য কিছু করতে পারবে যাদেরকে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের 'ওলী' বানিয়ে নিয়েছে। তাদের জন্যে বড় আযাব নির্দিষ্ট রয়েছে।

১১. এই কোরআন পরিপূর্ণ হেদায়াতের কিতাব। আর সেই লোকদের জন্যে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে, যারা নিজেদের খোদার আয়াতগুলোকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে।

রুকূঃ২

১২. তিনি তো আল্লাহই যিনি তোমাদের জন্যে সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত-অনুগত বানিয়েছেন, যেন তাঁর নির্দেশে তাতে নৌকা জাহাজ চলাচল করতে থাকে,

এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহের সন্ধান করবে ও শোকর আদায় করবে।

১৩. তিনি যমীন ও আকাশ মন্ডলের সব জিনিষকেই তোমাদের জন্যে অধীন নিয়ন্ত্রিত করেছেন, সব কিছুই তাঁর নিজের নিকট হতে[১] এতে বড়ই নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্যে যারা চিন্তা-ভাবনা গবেষণা করতে অভ্যস্ত। ১৪. হে নবী। ঈমানদার লোকদের বল, যে সব লোক আল্লাহর নিকট হতে খারাপ দিন আসার কোন আশংকা বোধ করে না, তাদের আচরণ-তৎপরতাকে ক্ষমা কর, যেন আল্লাহ নিজে একদল লোককে তাদের কাজের প্রতিফল দিতে পারেন।

১। এর দুটি অর্থ। ১. আল্লাহর এ দান দুনিয়ার রাজা বাদশার দানের মত নয়, যাতে প্রজাদের কাছ থেকে সংগৃহীত সম্পদ প্রজাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে দান করা হয়; বরং এই বিশ্বের সকল নিয়ামত আল্লাহর নিজের সৃষ্টি এবং তিনি নিজের পক্ষথেকে মানুষকে তা দান করেছেন। ২. এ নিয়ামত সমূহের সৃষ্টিকাজে আল্লাহর কোন শরীক নেই, এবং মানুষের জন্যে এ সব নিয়ামতের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া কোন সত্তার কোন দখল নেই। একা আল্লাহতা'আলাই এ সবের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই নিজের পক্ষথেকে মানুষকে তা দান করেছেন।

مَنْ	عَمِلَ	صَالِحًا
যে	কাজ করবে	নেক

فَلِنَفْسِهٖ ۚ	وَ	مَنْ	اَسَآءَ	فَعَلَيْهَا ۫	ثُمَّ	اِلٰى	رَبِّكُمْ
তা তার নিজের জন্যে	এবং	যে	মন্দ করবে	তা তার উপর পড়বে	এরপর	দিকে	তোমার রবের

تُرْجَعُوْنَ ⑮	وَلَقَدْ	اٰتَيْنَا	بَنِيْٓ	اِسْرَآءِيْلَ
তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে	এবং নিশ্চয়	আমরা দিয়েছিলাম	বনী	ইসরাঈলকে

الْكِتٰبَ	وَ	الْحُكْمَ	وَ	النُّبُوَّةَ	وَ	رَزَقْنٰهُمْ	مِّنَ
কিতাব	ও	কর্তৃত্ব	ও	নবুয়ত	এবং	তাদেরআমরা জীবিকা দিয়েছিলাম	হতে

الطَّيِّبٰتِ	وَ	فَضَّلْنٰهُمْ	عَلَى	الْعٰلَمِيْنَ ⑯	وَ	اٰتَيْنٰهُمْ
উত্তমজিনিষ	এবং	আমরা তাদেরকে মর্যাদা দিয়েছিলাম	উপর	সারাদুনিয়ার (মানুষের)	এবং	তাদেরকে আমরা দিয়েছি

بَيِّنٰتٍ	مِّنَ	الْاَمْرِ ۚ	فَمَا	اخْتَلَفُوْٓا	اِلَّا	مِنْۢ بَعْدِ
সুস্পষ্ট প্রমাণ	সম্পর্কে	(দ্বীনের) নির্দেশ	অতপরঃ না	(মতবিরোধকরেছিল) বাড়াবাড়ীকরে	কিন্তু	এরপরে

مَا	جَآءَهُمُ	الْعِلْمُ ۙ	بَغْيًا	بَيْنَهُمْ ؕ	اِنَّ	رَبَّكَ
যা	তাদের কাছে এসেছিল	(নির্ভুল) জ্ঞান	বাড়াবাড়ী করে	তাদের মাঝে	নিশ্চয়	তোমার রব

يَقْضِيْ	بَيْنَهُمْ	يَوْمَ	الْقِيٰمَةِ	فِيْمَا	كَانُوْا	فِيْهِ
ফয়সালা করেদিবেন	তাদের মাঝে	দিনে	কিয়ামতের	সে বিষয়ে	তারা ছিল	যার মধ্যে

১৫. যে কেউ নেক আমল করবে সে নিজের জন্যেই করবে আর যে অন্যায় করবে সে নিজেই তার পরিণতি ভোগ করবে। শেষ পর্যন্ত সকলকেই যেতে হবে নিজেদের খোদার নিকটে।

১৬. এর পূর্বে বণী-ইসরাঈলকে আমরা কিতাব, হুকুম ও নবুয়্যত দান করেছিলাম। তাদেরকে আমরা উত্তম জীবিকা দিয়ে ধন্য করেছিলাম, সারা দুনিয়ার মানুষের উপর তাদেরকে অধিক মর্যাদা দিয়েছিলাম।

১৭. আর দ্বীনের ব্যাপারে তাদেরকে সুস্পষ্ট হেদায়াত দান করেছিলাম। পরে তাদের মধ্যে যে মত বিরোধের সৃষ্টি হল (তা অজ্ঞতার কারণে নয় বরং) নির্ভুল জ্ঞান লাভের পর হল। হল এ কারণে যে, তারা পরস্পরের উপর বাড়াবাড়ি করতে চেয়েছিল। আল্লাহ কেয়ামতের দিন সেই সব ব্যাপারেই ফয়সালা দান করবেন, যে সব বিষয়ে তারা পরস্পর

মত বিরোধ করতেছিল।

১৮. তারপর এখন, হে নবী, আমরা তোমাকে দ্বীনের ব্যাপারে এক সুস্পষ্ট উজ্জ্বল রাজপথের (শরীয়ত) উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব তুমি তার উপরই চলতে থাক এবং সেই লোকদের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করো না, যাদের কোন বিষয়ে ইলম নেই।

১৯. আল্লাহর মুকাবিলায় তারা তোমাদের কোন কাজেই আসতে পারে না[২]। যালেম লোকেরা পরস্পরের সঙ্গী-সাথী। আর মুত্তাকী লোকদের সাথী হলেন আল্লাহ!

২০. এটা পরম জ্ঞানের আলো– সবারই জন্যে, আর হেদায়াত ও রহমত সেই লোকদের জন্যে যারা বিশ্বাস করেছে।

২। অর্থাৎ যদি তুমি তাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন সাধন কর তবে আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারা তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

২১. যে সব লোক অন্যায়-পাপ কাজ করেছে তারা কি এই মনে করে নিয়েছে যে, আমরা তাদেরকে এবং ঈমান গ্রহণকারী ও নেক আমলকারীদেরকে একই রকম করে দেব, তাদের জীবন ও মৃত্যু একই রকম হয়ে যাবে? তারা এই যে ফয়সালা করছে তা অত্যন্ত খারাপ।

রুকূঃ৩

২২. আল্লাহতো আকাশ মন্ডল ও যমীন যথাযথ সৃষ্টি করেছেন, এ জন্যে যে প্রত্যেকটি প্রাণীকে যেন তার উপার্জনের প্রতিফল দেয়া যায়। তবে একথা ঠিক যে, লোকদের উপর কোনরূপ যুলুম করা হবে না।

২৩. তা হলে তুমি কি কখনো সেই ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করে দেখেছ, যে লোক নিজ নফসের খাহেশকে নিজের খোদা বানিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহ ইলম্ থাকা সত্ত্বেও[৩] তাকে গোমরাহীতে ফেলে রেখেছেন?

৩। আসল শব্দগুলো হচ্ছে اضله الله على علم এই শব্দ গুলির এক অর্থ এ হতে পারে যেঃ সে ব্যক্তি আলেম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষথেকে পথ-ভ্রষ্টতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, কেননা সে প্রকৃতির দাস বনে গিয়েছিল। দ্বিতীয় প্রকার অর্থ হতে পারেঃ আল্লাহ নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে- যে ব্যক্তি নিজে প্রবৃত্তির কামনাকে নিজের খোদা বানিয়ে নিয়েছে-তাকে পথ-ভ্রষ্টতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন।

তার দিল ও কানের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন? আল্লাহ ছাড়া তাদেরকে হেদায়াত দেয়ার আর কে-বা আছে? তোমরা কি সবক গ্রহণ করবে না?

২৪. এই লোকেরা বলে ঃ "জীবন তো শুধু আমাদের এই দুনিয়ারই জীবন। জীবন ও মৃত্যু সবতো এখানেই। আর কালের আবর্তণ ছাড়া আমাদেরকে আর কেউ ধ্বংস করেনা"। আসল কথা এই যে, এ ব্যাপারে তাদের নিকট কোন ই ইলম্ নেই। নিছক ধারণা-অনুমানের উপর ভিত্তি করেই তারা এ সব কথা বলছে।

২৫. আর আমাদের সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ যখন তাদেরকে শুনান হয়, তখন তাদের নিকট এ কথা ছাড়া আর কিছুই পাল্টা জবাব দেবার থাকে না যে, উঠিয়ে আনো আমাদের বাপ-দাদাকে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

২৬. হে নবী, এই লোকদেরকে বলঃ আল্লাহই

يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ

তোমাদেরকেজীবন দেন / এরপর / তোমাদেরকেমৃত্যুদেন / এরপর / তোমাদেরকে একত্রিত করবেন / দিনে

الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

কিয়ামতের / নাই / কোন সন্দেহ / তার মধ্যে / কিন্তু / অধিকাংশ / লোক

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ ع وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط

না / তারাজানে / এবং / আল্লাহরই / সার্বভৌমত্ব / আকাশমণ্ডলীর / ও / পৃথিবীর

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧﴾

এবং / যেদিন / সংঘটিত হবে / কিয়ামত / সেদিন / ক্ষতিগ্রস্থ হবে / বাতিলপন্থীরা

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً قف كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ

এবং / দেখবে তুমি / প্রত্যেক / দলকে / নতজানু অবস্থায় / প্রত্যেক / দলকে / ডাকা হবে

إِلَىٰ كِتٰبِهَا ط الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

প্রতি / তার আমলনামার / (বলাহবে) আজ / তোমাদের প্রতিফল দেওয়া হবে / যা / তোমরা কাজকরতেছিলে

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ط إِنَّا

এই / আমাদের(তৈরীকরা) আমলনামা / কথা বলছে / তোমাদের বিরুদ্ধে / যথাযথভাবে / আমরা নিশ্চয়

كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেম / যা কিছু / তোমরা কাজকরতেছিলে

তোমাদেরকে জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু দেন। পরে তিনিই তোমাদেরকে সেই কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন যে দিনের আগমনে কোনই সন্দেহ নেই, কিন্তু অনেক লোকই এ কথা জানেনা।

রুকূঃ৪

২৭. পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলের বাদশাহী এক আল্লাহরই। আর যে দিন কেয়ামতের মুহূর্ত এসে উপস্থিত হবে সেদিন বাতিল পন্থীরা ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

২৮. সে সময় তুমি প্রত্যেকটি দলকে হাঁটুর উপর পড়ে থাকতে দেখতে পাবে। প্রত্যেক দলকে ডেকে বলা হবে, 'এস নিজ নিজ আমল নামা দেখে নাও'। তাদেরকে বলা হবে ঃ 'আজ তোমাদেরকে সে সব আমলের বদলা দেয়া হবে যা তোমরা করতেছিলে'। ২৯. এটা আমাদের তৈরী করানো "আমল নামা"। এটা তোমাদের ব্যাপারে ঠিকভাবে নির্ভুল সাক্ষ্য দিচ্ছে। তোমরা যা কিছুই করতেছিলে, আমরা তা লিখায়ে রাখতেছিলাম।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ

আর | যারা | ঈমানআনবে | ও | কাজকরবে | নেকীর | তখন | তাদের প্রবেশ করাবেন

رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٣٠﴾

তাদেররব | মধ্যে | তার রহমতের | এটাই | সেই | সাফল্য | সুস্পষ্ট

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ

আর | যারা | অস্বীকার করেছিল | (তাদের বলা হবে) হয়নাই তবে কি | আমার নির্দশন গুলো | পঠিত

عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٣١﴾

তোমাদের নিকট | কিন্তু | তোমরা অহংকার করেছিলে | এবং | তোমরা ছিলে | লোক | অপরাধী

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ

এবং | যখন | বলা হত | নিশ্চয় | ওয়াদা | আল্লাহর | সত্য | এবং | কিয়ামত (এমন যে)

لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ

নাই | কোন সন্দেহ | তার মধ্যে | তোমরাবলতে | না | আমরাজানি | কি (জিনিষ) | কিয়ামত

إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٢﴾

না | আমরা ধারণা করি | এ ব্যতীত | (সাধারণ) ধারণা মাত্র | এবং | নই | আমরা | দৃঢ়বিশ্বাসী

৩০. অতঃপর যারা ঈমান এনেছিল ও নেক আমল করতেছিল তাদেরকে তাদের রব নিজ রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। আর এটাই সুস্পষ্ট সাফল্য।

৩১. আর যারা কুফরী করেছিল, (তাদেরকে বলা হবে) 'আমার আয়াত সমূহ কি তোমাদের শুনানো হত না? কিন্তু তোমরা অংহকার করেছ, আর অপরাধী লোক হয়েছিলে'।

৩২. আর যখন বলা হতঃ 'আল্লাহর ওয়াদা 'সত্য' আর কেয়ামত আসার কোনই সন্দেহ নেই' তখন তোমরা বলতেছিলে, 'কেয়ামত কি তা আমরা জানি না। আমরা তো শুধু একটা ধারণা মাত্র রাখি বিশ্বাস আমাদের নেই'।

৩৩. তখন তাদের সামনে তাদের আমলের দোষ-ত্রুটিগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। আর তারা সেই জিনিষ দিয়ে পরিবেষ্টিত হবে যা সম্বন্ধে তারা ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করতেছিল।

৩৪. আর তাদেরকে বলা হবে যে, আজ আমরাও ঠিক সে ভাবেই তোমাদেরকে ভুলে যাব যেমন করে তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎ হওয়াকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের ঠিকানা এখন জাহান্নাম; তোমাদের সাহায্যকারীও কেউ নেই।

৩৫. তোমাদের এই পরিণাম এ জন্যে হল যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতগুলোকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের জিনিষ বানিয়ে নিয়েছিলে। আর দুনিয়ার জীবন তোমাদেরকে বড় ধোকায় ফেলে রেখেছিল। কাজেই আজ না তাদেরকে দোজখ হতে বের করা হবে, না তাদেরকে বলা হবে যে, ক্ষমা চেয়ে নিজ খোদাকে রাজী করিয়ে নাও [৪]।

৪। এই শেষ বাক্যাংশ এই ধরনে বলা হয়েছেঃ যেমন কোন মনিব নিজের কিছু খাদেমদেরকে ধমক দেওয়ার পর অন্যকে উদ্দেশ্য করে বলে–"আচ্ছা, এখন এই অপদার্থদের জন্যে শাস্তি হচ্ছে এই"।

৩৬. অতএব প্রশংসা আল্লাহর জন্যেই যিনি যমীন ও আসমান সমূহের মালিক ও সমগ্র জগৎবাসীদের পরওয়ারদিগার।

৩৭. যমীন ও আসমান সমূহের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রাধান্য তাঁরই জন্যে, তিনিই মহা পরাক্রমশালী এবং সুবিজ্ঞানী।

সূরা আল-আহকাফ

নামকরণঃ এই সূরার ২১ নম্বর আয়াতের বাক্য اذا نذر قومه بالاحقاف হতে এর নাম গৃহিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ এ সূরার ২৯-৩২ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতে একটা ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ হয়েছে। তার ভিত্তিতেই এ সূরাটির নাযিল হওয়ার সময়-কালের কথা জানতে পারা যায়। এতে জ্বিনদের আগমন ও কুরআন শুনে চলে যাওয়ার যে ঘটনাটির উল্লেখ হয়েছে, হাদীস ও ঐতিহাসিক বর্ণনার দৃষ্টিতে তা সংঘটিত হয়েছিল তখন যখন নবী করীম (সঃ) তায়েফ হতে মক্কা শরীফের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে 'নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনানুযায়ী হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে নবী করীম (সঃ) তায়েফ যাত্রা করেছিলেন। এ দৃষ্টিতে এ কথা নির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, এ সূরাটি নবুয়্যতের ১০ম বছরের শেষ কিংবা ১১শ বছরের শুরুতে অবতীর্ণ হয়েছিল।

ঐতিহাসিক পটভূমিঃ নবুয়্যতের ১০ম বছরটি নবী করীম (সঃ)-এর জীবনে অত্যন্ত কষ্টের বছর ছিল। কুরাইশের সব কটি গোত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে বনু হাশেম ও মুসলমানদের সঙ্গে ক্রমাগত তিন বছর যাবৎ বয়কট নীতি গ্রহণ করেছিল। এই সময় নবী করীম (সঃ) তাঁর বংশ-পরিবার ও সংগী-সাথী সহ আবু তালেব মহল্লায় অবরুদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন*। কুরাইশের লোকেরা চারদিক হতে এই মহল্লাটিকে পরিবেষ্টিত ও অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। ফলে এ বেষ্টনী অতিক্রম করে কোন খাদ্য রসদ ভিতরে পৌঁছতে পারত না। কেবলমাত্র হজ্জের সময় এ অবরুদ্ধ লোকেরা বাইরে এসে কিছু খরীদ্দারী করতে পারত। কিন্তু আবু লাহাব যখন তাদের মধ্যে কাকেও বাজার কিংবা কোন ব্যবসায়ী কাফেলার দিকে যেতে দেখতে পেত, তখনই ব্যবসায়ীদেরকে ডেকে বলে দিত, এ লোক যা কিছু ক্রয় করতে চাইবে তার দাম এত বেশী দাবী করবে, যেন তা ক্রয় করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে যায়। পরে সে জিনিস তোমাদের নিকট হতে আমি কিনে নেব। এতে তোমাদের কোন ক্ষতি হতে দেব না। ক্রমাগত তিন বছর কাল পর্যন্ত অব্যহতভাবে চলা এ 'বয়কট আচরণ' মুসলমান ও বনু হাশেমের মেরুদন্ড একেবারে চূর্ণ করে দিয়েছিল। এ সময় তাদেরকে এমন মারাত্মক অবস্থারও সম্মুখীন হতে হয়েছিল যে, ঘাস ও গাছের পাতা খাওয়াও তাদের ভাগ্যে জুটেনি। আল্লাহর অনুগ্রহে যে বছর এ বয়কট শেষ হয়, সে বছরই নবী করীম (সঃ)-এর চাচা আবু তালেব ইন্তেকাল করেন। যেহেতু দশ বছরকাল ধরে এ আবু তালেবই ছিলেন নবী করীম (সঃ)-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিরক্ষার ঢাল, এ কারণে তার এ আকস্মিক মৃত্যু খুবই মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিয়েছিল। এ দুর্ঘটনার পর এক মাসকালও অতিবাহিত হয়ে যায় নি, এরই মধ্যে নবী করীম(সঃ)-এর জীবন-সঙ্গিনী হযরত খাদীজা (রাঃ)-রও ইন্তেকাল হয়ে গেল। নবুয়্যতের সূচনাকাল হতেই এ সময় পর্যন্ত হযরত খাদীজা (রাঃ) নবী করীম (সঃ)-এর জন্য সান্ত্বনা ও সাশ্রয়ের অতিবড় অবলম্বন হয়েছিলেন। এই পর-পর সংঘটিত দুঃখ ও কষ্টের ঘটনাবলীর দরুন নবী করীম (সঃ) এ বছরটিকে 'দুঃখের বৎসর' নামে অভিহিত করেছেন। হযরত খাদীজা

---

*'শিয়াবে আবু তালেব' মক্কার একটা মহল্লার নাম। বনু হাশেম গোত্র এখানে বসবাস করতো। 'শিয়াব' অর্থ ঘাঁটি, এ মহল্লাটি যেহেতু আবু কুরাইশ পর্বতের একটা ঘাঁটিতে অবস্থিত ছিল এবং আবু তালেব ছিলেন বনু হাশেম গোত্রের সরদার, এ কারণে তাকে 'শিয়াবে আবু তালেব' বলা হত। স্থানীয় বর্ণনানুযায়ী নবী করীম (সঃ)-এর জন্মস্থান নামে মক্কার যে স্থানটি পরিচিত এ ঘাঁটিটি তারই নিকটে অবস্থিত। বর্তমানে তাকে 'শিয়াবে আলী' 'শিয়াবে বনু হাসেম' বলা হয়।

(রাঃ) ও আবু তালেবের ইন্তেকালের পর মক্কার কাফের সমাজ নবী করীম (সঃ)-এর বিরুদ্ধতা ও শত্রুতায় অত্যধিক সাহসী হয়ে পড়ে তাদের শত্রতামূলক কার্যক্রম পূর্ব হতেও অনেক বেশী তীব্র ও ব্যাপক হয়ে পড়ে। এমনকি নবী করীম (সঃ)-এর পক্ষে ঘর হতে বের হওয়াও এ সময় অতিশয় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ কালে সংঘটিত একটা ঘটনা ঐতিহাসিক ইব্‌নে হিশাম উল্লেখ করেছেন- কুরাইশ বংশের এক ব্যক্তি প্রকাশ্য বাজারে নবী করীম (সঃ)-এর মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে। শেষ পর্যন্ত নবী করীম (সঃ) তায়েফ যাত্রার সংকল্প গ্রহণ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বনু সকীফ গোত্রকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো। তারা যদি ইসলাম গ্রহণ না-ও করে, তবুও অন্ততঃ তাদের নিকট নির্বিঘ্নে থেকে দ্বীন প্রচারের কাজ করবার সুযোগ করে দিতে তারা রাজি হবে বলে তিনি আশা করছিলেন। এ সময় এই তায়েফ যাত্রার উপযোগী কোন যানবাহনও তিনি পাননি। মক্কা হতে তায়েফ পর্যন্ত দীর্ঘপথ তিনি পায়ে হেঁটে অতিক্রম করলেন। কোন কোন বর্ণনানুযায়ী তিনি একাকীই এ সফরে গিয়েছিলেন। আর কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, কেবলমাত্র হযরত যায়দ ইব্‌নে হারেসা (রাঃ) তাঁর সংগে গিয়েছিলেন। তায়েফ পৌছিয়ে নবী করীম (সঃ) কিছুদিন অবস্থান করলেন। এ সময় তিনি সকীফ গোত্রের সরদার ও মান্যগণ্য ব্যক্তিদের এক-একজনের নিকট উপস্থিত হয়ে কথাবার্তা বলেছেন এবং ইসলামের দাওআত পেশ করেছেন। কিন্তু তাদের কেউই তাঁর কথার প্রতি একবিন্দু কর্ণপাত করেনি। শুধু তাই নয় তারা নবী করীম (সঃ)-কে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিল ও তায়েফ ত্যাগ করে চলে যাবার নির্দেশ দিল। কেননা তাঁর প্রচারকার্যের ফলে তাদের সমাজের যুবকদের গোমরাহ্ (?) হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি তায়েফ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তিনি যখন তায়েফ হতে চলে যেতে লাগলেন, তখন সকীফ সরদাররা তাদের গুন্ডাশ্রেণীর লোকদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দিল। তারা পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত তাঁর প্রতি অপমান-সূচক বিকট শব্দ করছিল, গালাগালি করছিল এবং পাথরও নিক্ষেপ করছিল। এর ফলে তাঁর দেহ আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। দেহ হতে প্রবাহিত রক্তে তাঁর পায়ের জুতাও ডুবে গেল। এরূপ অবস্থায় তিনি তায়েফের বাইরে একটা বাগানের প্রাচীরের ছায়ায় বসে পড়লেন এবং আল্লাহর নিকট কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করলেনঃ

"হে আমার খোদা! আমি তোমারই নিকট আমার অসহায়ত্ব, নিরুপায়তা এবং আমার প্রতি লোকদের অসম্মান ও অপমানের অভিযোগ পেশ করছি। হে দয়াময়, করুণা নিধান! তুমি তো সকল দুর্বল লোকদের খোদা। আমার খোদাও একমাত্র তুমিই। তুমি আমাকে কার হাতে সোপর্দ করছো? এমন লোকদের নিকট আমাকে ন্যস্ত করছো যারা আমার সঙ্গে নির্মম-কঠোর ও রূঢ় আচরণ করবে? কিংবা কোন শত্রুর হাতে আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ, যে আমাকে পরাস্ত করে রাখবে? হে খোদা! তুমি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে থাক তা হলে আমি কোন বিপদকেই ভয় করি না! তোমার নিকট হতে আমি যদি নিরাপত্তা লাভ করি, তা হলে আমি অধিক প্রশস্ততা লাভ করতে পারব। আমি তোমার নিকট সেই নূর-এর আশ্রয় চাচ্ছি যা অন্ধকারে আলো দেবে এবং ইহকাল ও পরকালের সব ব্যাপার সঠিক করে দেবে। আমার উপর তোমার গযব হওয়া হতে আমাকে তুমি রক্ষা কর। আমি যেন তোমার রোষ-অসন্তোষের পাত্র না হয়ে পড়ি। তোমার সন্তোষেই আমি সন্তুষ্ট, তুমি যেন আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক। তোমাকে ছাড়া কোথাও শক্তি বা বল বলতে কিছুই নেই"(ইব্‌নে হিশাম, ২য় খন্ড, ৬২পৃঃ)।

নবী করীম (সঃ) তায়েফ হতে খুবই মর্মাহিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থায় মক্কায় ফিরে আসলেন। প্রত্যাবর্তন কালে তিনি যখন 'কারনুল-মানাযিল' নামক স্থানে উপস্থিত হলেন তখন দেখা গেল, আকাশে যেন এক খন্ড মেঘ জমেছে। তিনি দৃষ্টি তুলে তাকাতেই দেখতে পেলেন জিবরাঈল (আঃ) সম্মুখে উপস্থিত। তিনি ডেকে বললেনঃ 'আপনার লোকেরা আপনার দ্বীনের দা'ওআতের জবাবে যা কিছু বলেছে আল্লাহতা'আলা তা শুনতে পেয়েছেন। পর্বতসমূহের ব্যবস্থাকারী ফেরেশতাকে তিনি আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আপনি তাকে যে নির্দেশ চান দিতে পারেন'। অতঃপর পর্বতসমূহের ফেরেশতা তাঁকে সালাম করে বললোঃ 'আপনি হুকুম করলে দু'দিকের

পাহাড়গুলো এ লোকদের উপর ফেলে এদেরকে নিষ্পেষিত করে দিব'। নবী করীম (সঃ) বললেনঃ 'না, আমি তো বরং এ আশা পোষণ করি যে, আল্লাহতা'আলা এ লোকদের বংশে এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যারা এক লা-শরীক আল্লাহর বন্দেগী কবুল করবে'। (বোখারী, মুসলিম,নাসায়ী)।

এর পর নীব করীম (সঃ) 'নাখলা' নামক স্থানে গমন করে তথায় কিছুদিন অবস্থান করলেন। এখন মক্কায় কি করে ফিরে যাবেন তাই ছিল এ সময় তাঁর একমাত্র চিন্তা ও ভাবনা। কেননা তায়েফে যা কিছু ঘটেছে তার সংবাদ তো ইতিপূর্বেই মক্কায় ছড়িয়ে পড়েছে। এর পর মক্কার কাফেররা আরও অনেক বেশী দুঃসাহসী হয়ে পড়বে। এ সময়ের মধ্যে কোন এক রাত্রিবেলা নবী করীম (সঃ) নামাযে কুরআন মজীদ পাঠ করছিলেন। এ সময় জ্বিনদের একটা দল এ দিক হতে চলে যাচ্ছিল। তারা কুরআন শুনতে পেল, ঈমান আনলো এবং ফিরে গিয়ে নিজেদের জাতির মধ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করে দিল। আল্লাহতা'আলা তাঁর নবীকে এ সুসংবাদ জানিয়ে দিলেন। বললেন, মানুষ আপনার দা'ওআত গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেও অসংখ্য জ্বিন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে এবং তারা তা নিজেদের মধ্যে প্রচার করছে।

আলোচ্য বিষয় ও বিষয়বস্তুঃ এরূপ অবস্থা ও প্রেক্ষিতে আলোচ্য সূরাটি নাযিল হয়। এক দিকে এ সূরার নাযিল হওয়াকালীন অবস্থা এবং অপর দিকে এই গোটা সূরাটি সামনে রেখে গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করলে এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ থাকবে না যে, এ কুরআন বস্তুতঃই হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিজের কালাম নয়। এর অবতরণ মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ আল্লাহর নিকট হতে হয়েছে। কেন না পূর্ব বর্ণিত অবস্থার সম্মুখীন মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যে সব মানবীয় হৃদয়াবেগ ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে এ সূরার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত কোথাও তার এক বিন্দুও পরিলক্ষিত হয় না। এ যদি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কালাম হ'ত তা হলে এ সময় রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং যে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন তার কিছু-না-কিছু প্রতিফলন এ সূরাটিতে অবশ্যই লক্ষ্য করা যেত। কেননা এ সময় বিপদের পর বিপদ ও দুঃখের ওপর দুঃখের কঠিন আঘাত এসে রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়-মনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। তায়েফের হৃদয় বিদারক ও দুঃসহ ঘটনাটি কয়েকদিন পূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল। উপরে উদ্ধৃত প্রার্থনা-বাণীটি স্বয়ং নবী করীম (সঃ)-এর মুখনিঃসৃত ফরিয়াদ। তার প্রতিটি শব্দে তীব্র তীক্ষ্ণ অভিযোগ প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু ঠিক সেই সময় ও সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিল হওয়া এ সূরাটি স্বয়ং নবী করীম (সঃ)-এর মুখে উচ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও তাতে এ ভাবধারার বিন্দুমাত্র প্রভাবও দেখা যাবে না।

কাফেররা তখন যে সব বিভ্রান্তি ও গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল তার ফলাফল ও পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করাই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। তারা তীব্র অহংকার ও বড়ত্ব বোধের পৌনপুনিকতা সহকারে সে বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর উপর শক্ত আসন গড়ে বসেছিল। তারা এ বিভ্রান্তি ও গোমরাহী হতে মুক্ত হতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। যিনি তাদেরকে এ গোমরাহী হতে মুক্ত করতে প্রানপণ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তারা বরং তাঁকেই তীব্র তিরস্কার, নির্যাতন ও শক্রতার শিকার বানিয়ে নিয়েছিল। এ দুনিয়াকে তারা একটা উদ্দেশ্যহীন খেলনা মনে করে নিয়েছিল। তারা নিজেদেরকে এ দুনিয়ায় দায়িত্বহীন মনে করতো, কারও নিকট জবাবদিহি করতে হবে, এমন কোন চিন্তাই তাদের ছিল না। তাদের মতে আল্লাহর তওহীদ- তথা একত্ব ও একত্বের প্রতি ঈমান আনার দা'ওআত ছিল অযৌক্তিক। তাদের মেনে নেয়া প্রভুগণকে তারা মনে করতো মহান আল্লাহর সাথে বাস্তবিকই অংশীদার। কুরআন মজীদ মহান আল্লাহর কালাম এ কথা মেনে নিতে তারা প্রস্তুত ছিল না। 'রিসালাত' সম্পর্কে তাদের মনে একটা আশ্চর্য ধরনের জাহেলী ধারণা বর্তমান ছিল। নবী করীম (সঃ)-এর রসূল হওয়ার দাবীকে যাচাই করার জন্যে তারা নানা ধরনের মানদন্ড উপস্থাপিত করছিল। ইসলাম সত্য দ্বীন নয় বলে তারা মনে করতো। তাদের বড় বড় পীর, গোত্রপতি ও তাদের জাতির এক শ্রেনীর বুদ্ধিজীবীরা তা মানে না; বরং তাদের

স্থলে মুষ্টিমেয় যুবক, অতি অল্প সংখ্যক দরিদ্র বা দাস শ্রেণীর লোকেরাই কেবল তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, এটাই ছিল তাদের মতের সমর্থনে বড় প্রমাণ। কিয়ামত, মৃত্যুর পর জীবন, প্রতিফল ইত্যাদি বিষয় গুলিকে তারা মনগড়া গল্প-কাহিনী মনে করতো। এ সব ঘটনা কোনদিনও সংঘটিত হবে তা তারা আদৌ বিশ্বাস করতো না।
আলোচ্য সূরাটিতে এসব গোমরাহীর এক একটির প্রতিবাদ করা হয়েছে অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তির ভিত্তিতে। সে সংগে কাফের সমাজকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে প্রকৃত মহাসত্য অনুধাবন করতে চেষ্টা করার পরিবর্তে তোমরা যদি হিংসা-বিদ্বেষ ও হঠকারিতা সহকারে কুরআনের দা'ওআত ও মুহাম্মদ (সঃ)-এর রিসালাতকে অগ্রাহ্য ও অমান্য কর তা হলে তোমরা নিজেরাই নিজেদের পরিণতি অত্যন্ত খারাপ করে বসবে এবং সেই মারাত্মক পরিণতি হতে তোমরা কোনক্রমেই নিষ্কৃতি পেতে পারবে না।
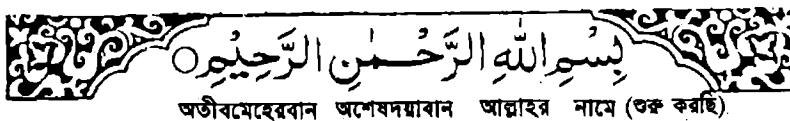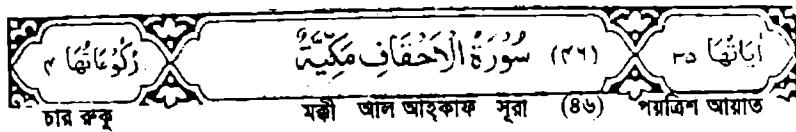
حٰمٓ ① تَنْزِيلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ②

হা-মী-ম | অবতীর্ণ করা | এই কিতাব | পক্ষহতে | আল্লাহর | (যিনি) পরাক্রমশালী | মহাবিজ্ঞ

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا

না | আমরা সৃষ্টি করেছি | আসমানসমূহকে | আর (না) | পৃথিবীকে | এবং | যা কিছু (আছে) | উভয়ের মাঝে | ব্যতীত

بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا

যথাযথভাবে | এবং | একটাসময়ের (জন্যে) | নির্দিষ্ট | কিন্তু | যারা | অস্বীকার করেছে | সে সম্পর্কে যার

أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ③

সতর্ক করা হয়েছে | (তাহতে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে

রুকূঃ১

১. হা-মীম।
২. এই কিতাবের অবতরণ হয়েছে মহা পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞ আল্লাহর নিকট হতে।
৩. আমরা পৃথিবী ও আকাশ মন্ডল এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা সবই সত্যতাসহ ও একটি বিশেষ সময়ের নির্ধারণ সহকারে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু এই কাফের লোকেরা সেই মহাসত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

আরবি	অর্থ
قُلْ	(হেনবী) বল
أَرَءَيْتُمْ	তোমরা কি (ভেবে)দেখেছ
مَّا	যাদেরকে
تَدْعُونَ	তোমরা ডাক
مِّن دُونِ	ছাড়া
اللَّهِ	আল্লাহকে (তারা কারা?)
أَرُونِي	আমাকে দেখাও
مَاذَا	কি
خَلَقُوا	তারা সৃষ্টি করেছে
مِنَ	মধ্যহতে
الْأَرْضِ	পৃথিবীর
أَمْ	অথবা কি
لَهُمْ	তাদেরজন্যে আছে
شِرْكٌ	কোন অংশী দারিত্ব
فِي	মধ্যে
السَّمٰوٰتِ ۖ	আকাশসমূহের
ائْتُونِي	আমার কাছে আন
بِكِتٰبٍ	কোন গ্রন্থ (এর সমর্থনে)
مِّن	
قَبْلِ	পূর্বের
هٰذَآ	এর
أَوْ	অথবা
أَثٰرَةٍ	অবশিষ্ট
مِّنْ عِلْمٍ	কোনজ্ঞান
إِن	যদি
كُنتُمْ	তোমরা হও
صٰدِقِينَ ۝ ৪	সত্যবাদী
وَ	এবং
مَنْ	কে
أَضَلُّ	অধিকবিভ্রান্ত (হতেপারে)
مِمَّن	তারচেয়ে যে
يَدْعُوا	ডাকে
مِن دُونِ	ছাড়া
اللَّهِ	আল্লাহ
مَن	(এমনসত্তাকে) যা
لَّا	না
يَسْتَجِيبُ	জওয়াব দিতে পারবে
لَهُۥٓ	তাকে
إِلَىٰ	পর্যন্ত
يَوْمِ	দিন
الْقِيٰمَةِ	কিয়ামতের
وَ	এবং
هُمْ	তারা
عَن	সম্বন্ধে
دُعَآئِهِمْ	তাদেরডাক
غٰفِلُونَ ۝ ৫	অনবহিত
وَ	এবং
إِذَا	যখন
حُشِرَ	একত্রিত করাহবে
النَّاسُ	সব মানুষকে
كَانُوا	তারা হবে
لَهُمْ	তাদের জন্যে
أَعْدَآءً	শত্রু

৪. হে নবী! তাদেরকে বল, তোমরা কি কখনও চোখ মেলে দেখেছ যে, তোমরা এক খোদাকে বাদ দিয়ে যে সব দেব-দেবীকে ডাক, আসলে তারা কারা? আমাকে খানিকটা দেখাওনা পৃথিবীতে তারা কি সৃষ্টি করেছে; কিংবা আকাশ মন্ডলের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনায় তাদের কি অংশ রয়েছে? এর পূর্বে আসা কোন কিতাব কিংবা জ্ঞানের কোন অবশিষ্ট (এ সব বিশ্বাসের সমর্থনে) তোমাদের নিকট থাকলে তা নিয়ে এস, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

৫. সে লোকের তুলনায় অধিক বিভ্রান্ত আর কে যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তাকে ডাকে যারা কেয়ামত পর্যন্তও তাকে জওয়াব দিতে পারে না [১] ? তারা বরং এ লোকদের ডাকাডাকি সম্পর্কেও অনবহিত।

৬. আর যখন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন তারা যাদেরকে ডেকেছিল তাদের শত্রু হবে

১। জওয়াব দেওয়ার অর্থ-কারুর আবেদনে ফয়সালা দান করা। অর্থাৎ এই উপাস্যদের সে ক্ষমতাই নেই যার ভিত্তিতে তারা এদের প্রার্থনা ও আবেদন-নিবেদনের উপর কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে পারে।

وَ كَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝٦ وَ اِذَا تُتْلٰى

এবং — তারা হবে — তাদের ইবাদত সম্বন্ধে — অস্বীকারকারী — এবং — যখন — আবৃত্তি করা হয়

عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ

তাদের নিকট — আমাদের আয়াতগুলোকে — সুস্পষ্ট — (তখন) বলে — যারা — অস্বীকার করেছে — মহাসত্যকে

لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧ اَمْ يَقُوْلُوْنَ

'তাদের কাছে এসেছে যখন' — এটা — যাদু — সুস্পষ্ট — অথবা — তারা বলে

افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ

তা সে রচনা করেছে — বল — যদি — তা আমি রচনা করে থাকি — না তবে — তোমরা সক্ষম — আমাকে (রক্ষা করতে) — হতে

اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ كَفٰى بِهٖ

আল্লাহ — কিছুমাত্র — তিনি — খুব জানেন — ঐ বিষয়ে — তোমরা আলোচনা করে বেড়াচ্ছ — যে সম্বন্ধে — (তিনিই) যথেষ্ট — এর উপর

شَهِيْدًۢا بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ ؕ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝٨

স্বাক্ষী (হিসাবে) — আমার মাঝে — ও — তোমাদের মাঝে — এবং — তিনিই — ক্ষমাশীল — মেহেরবান

এবং তাদের ইবাদতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে তারা অস্বীকার করবে[২]।

৭. আমাদের স্পষ্ট-অকাট্য আয়াত সমূহ যখন এই লোকদেরকে শুনানো হয় এবং প্রকৃত মহাসত্য তাদের সামনে যখন পরিস্কার হয়ে পড়ে, তখন এই কাফেররা এ সম্পর্কে বলে যে এটাতো সুস্পষ্ট যাদু।

৮. তারা কি বলতে চায় যে, রসূল এটা নিজেই রচনা করে নিয়েছে? তাদেরকে বলঃ 'আমি যদি তা নিজে রচনা করে থাকি তাহলে খোদার পাকড়াও হতে তোমরা আমাকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে না। তোমরা যে সব কথা বানিয়ে বানিয়ে বলে বেড়াচ্ছ, আল্লাহ তা খুব ভাল করেই জানেন। আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষ্য দানের জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আর তিনি বড়ই ক্ষমাশীল এবং দয়াবান'[৩]।

২। অর্থাৎ তারা পরিষ্কার রূপে বলে দেবে-"আমরা কখনও তাদের এ কথা বলিনি যে- তোমরা সাহায্যের জন্য আমাদের প্রতি আহবান ও প্রার্থনা করতে থাক, আমরা তোমাদের প্রয়োজন পূর্ণকারী"। আর আমরা একথা জানিও না যে- এরা আমাদের কাছে প্রার্থনা জানাতো। তারা নিজেরাই অনুমান করে নিয়েছিল যে- আমরা তাদের অভাব পুরণকারী আর তারপর তারা নিজেরাই আমাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাতে আরম্ভ করেছিল"।

৩। এখানে এ বাক্যাংশের দুই প্রকার অর্থ প্রকাশ পায়- প্রথম অর্থঃ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহতা'আলার দয়া ও তাঁর ক্ষমাগুণের জন্যই এসব লোক যারা খোদার কালামের প্রতি মিথ্যারোপ করতে এতটুকুও সংকোচ বোধ করে না, পৃথিবীতে শ্বাস গ্রহণের অবকাশ পাচ্ছে; নচেৎ যদি কোন নির্দয় ও কঠোর খোদা এই বিশ্বের মালিক হতেন, তবে এরূপ দুঃসাহসীদের ভাগ্যে একটি শ্বাস গ্রহণের পর দ্বিতীয় শ্বাসটি গ্রহণের অবকাশই মিলতো না। এই বাক্যাংশের দ্বিতীয় প্রকার অর্থ হচ্ছেঃ যালেমগণ! এখনও এই হঠকারিতা থেকে বিরত হও, তাহলে আল্লাহতা'আলার করুনার দুয়ার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত আছে এবং এ পর্যন্ত তোমরা যা কিছু করেছো তা মাফ হতে পারে।

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَ مَآ اَدْرِىْ مَا

কি জানি আমি না এবং রসূলদের মধ্যহতে অভিনব আমি (কোন রসূল) নই বল

يُفْعَلُ بِىْ وَ لَا بِكُمْ ؕ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى

ওহী করাহয় যা এব্যতীত আমি অনুসরণ করি না তোমাদের সাথে না আর আমার সাথে (আচারণ) করাহবে

اِلَىَّ وَ مَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٩ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ

যদি তুমি (ভেবে) দেখেছকি বল সুস্পষ্ট একজন সতর্ককারী এব্যতীত আমি (আরকিছু) নই এবং আমার প্রতি

كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهٖ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ

একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তা তোমরাঅস্বীকারকরছ (তবে কি পরিণতি হবে) আর আল্লাহর নিকট হতে হয় (এটা)

مِّنْ بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَ

অথচ সে ঈমান আনল এরপরে এ ধরণের (কালামের) উপর ইসরাঈলের বনী মধ্যহতে

اسْتَكْبَرْتُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝١٠ ع

(যারা) যালিম (এমন) লোকদেরকে হেদায়াতদেন না আল্লাহ নিশ্চয় তোমরা অহংকার করলে

৯. এই লোকদের বলঃ 'আমি কোন অভিনব রসূলতো নই[৪]। আমি জানিনা কাল তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে, আর আমার প্রতিই বা কি করা হবে। আমি তো শুধু সেই অহী অনুসরণ করে চলেছি যা আমার নিকট প্রেরণ করা হয়। আর আমি সুস্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নই'।

১০. হে নবী তাদের বল ঃ 'তোমরা কখনও চিন্তা করে দেখেছ কি যে, এই কালাম যদি আল্লাহর নিকট হতেই এসে থাকে, আর তোমরা তাকে অমান্য-অগ্রাহ্য করে বস (তা হলে তোমাদের পরিণতি কি হবে)?' এ ধরণেরই এক কালামের সত্যতা সম্পর্কে বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে। সে ঈমান আনল, আর তোমরা তোমাদের অহংকারের মধ্যে ডুবে থাকলে[৫]! এ ধরণের যালেম লোকদেরকে আল্লাহ কখনও হেদায়াত করেন না।

৪। অর্থাৎ প্রথমে যেমন সকল রসূল মানুষই হতেন এবং খোদায়ী গুন ও ক্ষমতায় যেমন তাঁদের কোন অংশ ছিলনা আমিও একজন সেই প্রকারের রসূল।

৫। এখানে সাক্ষীর অর্থ কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি নয়; বরং বনীইসরাঈলের একজন সাধারণ ব্যক্তি। আল্লাহর এরশাদের অর্থ হচ্ছে- কূরআন মজীদ তোমাদের সামনে যে শিক্ষা পেশ করছে তা এমন কোন অপরিচিত অদ্ভুত জিনিস নয় যা এই প্রথম বার দুনিয়াতে তোমাদের সামনে পেশ করা হয়েছে- যে জন্যে তোমরা এ ওযর করতে পার যে- "আমরা এরূপ অদ্ভুত কথা কেমন করে মেনে নিতে পারি যা মানব জাতির সামনে পূর্বে কখনো পেশ করা হয়নি"। ইতিপূর্বে তওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতাবও অনুরূপ শিক্ষা নিয়ে এসেছে এবং একজন সাধারণ লোকও তা মেনে নিয়েছে।

রুকূঃ২

১১. যে সব লোক মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তারা ঈমান গ্রহণকারীদের সম্পর্কে বলে যে, এই কিতাব মেনে নেয়া যদি কোন ভাল কাজ হত তা হলে এই লোকেরা এ ব্যাপারে আমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী হতে পারত না[৬]। এরা যেহেতু তা থেকে হেদায়াত পায় নি, সে কারণে এরা অবশ্য বলবে যে এটাতো সেই পুরানো মিথ্যা।

১২. অথচ ইতিপূর্বে মূসার কিতাব পথ প্রদর্শক ও রহমত হয়ে এসেছিল। আর এই কিতাব তার সত্যতা নিরূপনকারী আরবী ভাষায় এসেছে, যেন যালেম লোকদের সতর্ক করে দিতে পারে এবং নেক্ আচরণ অবলম্বনকারীদের দিতে পারে সুসংবাদ।

১৩. নিঃসন্দেহে যারা বলেছে 'আল্লাহ-ই আমাদের রব'; পরে তার উপরে দৃঢ় হয়ে দাঁড়ায়েছে তাদের জন্যে কোন ভয় নেই, না তারা চিন্তা-ভারাক্রান্ত হবে। ১৪. এই ধরণের সব লোকই জান্নাতে যাবে।

৬। তাদের বলার উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ গুটি কয়েক নির্বোধ লোক এই কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে। নচেৎ এ যদি কোন উত্তম কাজ হতো ,তবে আমাদের মত বুদ্ধিমান লোকেরা এ ব্যাপারে কেমন করে পশ্চাতে পড়ে থাকতে পারতাম।

خٰلِدِيْنَ	فِيْهَا ۚ	جَزَآءًۢ	بِمَا	كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑭	وَ
তারা চিরস্থায়ী হবে	তার মধ্যে	পুরস্কার	বিনিময়ে যা	তারা কাজকরতেছিল	এবং

وَصَّيْنَا	الْاِنْسَانَ	بِوَالِدَيْهِ	اِحْسَانًا ۭ	حَمَلَتْهُ
আমরা নির্দেশ দিয়েছি	মানুষকে	তার পিতামাতার সাথে	নেক আচরণের	তাকে গর্ভেধারণ করেছে

اُمُّهٗ	كُرْهًا	وَّ	وَضَعَتْهُ	كُرْهًا ۭ	وَ	حَمْلُهٗ	وَ	فِصٰلُهٗ
তার মা	কষ্টকরে	ও	তাকে প্রসব করেছে	কষ্টে	এবং	তার গর্ভধারণ	ও	তার স্তন্যছাড়াতে (লেগেছে)

ثَلٰثُوْنَ	شَهْرًا ۭ	حَتّٰٓى	اِذَا	بَلَغَ	اَشُدَّهٗ	وَ	بَلَغَ	اَرْبَعِيْنَ
ত্রিশ	মাস	এমনকি	যখন	সেপৌছে	তারপূর্ণশক্তিতে	ও	পৌছে (বয়স)	চল্লিশ

سَنَةً ۙ	قَالَ	رَبِّ	اَوْزِعْنِيْٓ	اَنْ	اَشْكُرَ	نِعْمَتَكَ	الَّتِيْٓ
বছরে	সেবলে	হে আমার রব	আমাকে তৌফিক দাও	যেন	শোকরকরি আমি	তোমারনিয়ামতের	যা

اَنْعَمْتَ	عَلَيَّ	وَ	عَلٰى	وَالِدَيَّ	وَ	اَنْ	اَعْمَلَ	صَالِحًا
তুমি নিয়ামত দান করেছ	আমার উপর	ও	উপর	আমারপিতা-মাতার	এবং	যেন	কাজকরি আমি	নেক

تَرْضٰىهُ	وَ	اَصْلِحْ	لِيْ	فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ	اِنِّيْ	تُبْتُ
যাতে খুশীহও তুমি	এবং	নেকবানাও	আমার জন্যে	আমার সন্তানদেরকে	আমি নিশ্চয়	তওবাকরছি

اِلَيْكَ	وَ	اِنِّيْ	مِنَ	الْمُسْلِمِيْنَ ⑮
তোমার কাছে	এবং	আমি নিশ্চয়	অন্তর্ভুক্ত	আত্মসমর্পনকারীদের

যেখানে তারা চিরকাল থাকবে, তাদের সে সব আমলের বিনিময়ে যা তারা করতেছিল।

১৫. আমরা মানুষকে পথ নির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যেন নিজেদের পিতা-মাতার সাথে নেক্ আচরণ করে। তার মা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে রেখেছে এবং কষ্ট স্বীকার করেই তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণে ও দুধ পান ত্যাগ করানোয় ত্রিশ মাস অতিবাহিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে যখন নিজ পূর্ণ শক্তি অর্জন করল এবং চল্লিশ বছরের হয়ে গেল, তখন সে বললঃ 'হে আমার খোদা! তুমি আমাকে তওফিক দাও, আমি যেন তোমার সেই সব নিয়ামতের শোকর আদায় করি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দিয়েছ এবং যেন এমন নেক্ আমল করি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। আর আমার সন্তানকেও নেক বানিয়ে আমাকে শান্তি-সুখ দাও। আমি তোমার সামনে তওবা করছি এবং আমি অনুগত-অবনত (মুসলিম) বান্দাদের মধ্যে শামিল আছি'।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ

ঐসব লোক | (তারাই) যাদের | গ্রহণকরি আমরা | তাদের থেকে | সর্বোত্তম | যা | কাজ করেছে | এবং তারা | মার্জনাকরি আমরা

عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي

তাদের মন্দকাজ গুলোকে | হতে | অধিবাসীদের | জান্নাতের | প্রতিশ্রুতি | সত্য | যা

كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا

তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল | এবং | যে | বলে | তার পিতামাতাকে | উহ (আফসোস) | তোমাদের দুজনের জন্যে

أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي

কি | আমাকে ভয় দেখাচ্ছ | যে | পুনরুত্থিত হব আমি | অথচ | নিশ্চয় | অতীত হয়েছে | বহু বংশ | আমার পূর্বে

وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ

এবং | তারাদুজন | ফরিয়াদকরে | আল্লাহরকাছে (এবং বলে) | তোমার জন্যে দুর্ভোগ | ঈমানআন | নিশ্চয় | ওয়াদা | আল্লাহর

حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾

সত্য | অতঃপর | সেবলে | নয় | এটা | এ ব্যতীত | উপকথা সমূহ | পুরাতনকালের লোকদের

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ

ঐসব লোক | তারাই | সত্যহয়েছে | যাদেরউপর | (আল্লাহর) বাণী | (তারাহবে) শামিল | (শাস্তিপ্রাপ্ত) সম্প্রদায়গুলোর | (যারা) অতীত হয়েছে

مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾

তাদেরপূর্বে | মধ্যহতে | জ্বিন | ও | মানুষের | তারা নিশ্চয় | তারাছিল | ক্ষতিগ্রস্থ

১৬. এ ধরণের লোকদের নিকট হতে আমরা তাদের সর্বোত্তম আমল সমূহ গ্রহণ করি, আর তাদের অন্যায় ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেই। তারা জান্নাতি লোকদের মধ্যে শামিল হবে, সেই সত্য ওয়াদা অনুযায়ী যা তাদের প্রতি করা হয়েছিল।

১৭. আর যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতাকে বললঃ 'উঃ, তোমরা দুজন জ্বালায়ে মারলে। তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাও যে, আমি মরার পর আবার কবর হতে বের হব? অথচ আমার পূর্বে বহু বংশ অতীত হয়ে গেছে (তাদের মধ্য হতে তো কেউ উঠে আসল না)'। মাতা এবং পিতা আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলেঃ 'ওরে হতভাগা! ঈমান আন, আল্লাহর ওয়াদা তো সত্য'। কিন্তু সে বলেঃ 'এ সব তো পুরানোকালের বার বার বলা গল্প-কাহিনী'।

১৮. এরা সেই লোক যাদের উপর আযাব হবার ফয়সালা হয়ে গেছে। এদের পূর্বে জ্বিন ও মানুষের যে গোষ্ঠি (এই চরিত্রের) অতীত হয়েছে তারাও এদের মধ্যে শামীল হবে। নিঃসন্দেহে এ লোকেরা বিরাট ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১৯. উভয় গোষ্ঠির মধ্য হতে প্রত্যেকের মান-মর্যাদা তাদের আমল অনুযায়ী নিরূপিত হবে, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল তাদেরকে দান করেন। তাদের উপর কখনই যুল্‌ম করা হবে না।

২০. পরে এই কাফেরদেরকে যখন আগুনের মুখে এনে দাঁড় করে দেয়া হবে তখন তাদেরকে বলা হবেঃ 'তোমরা তোমাদের অংশের নিয়ামত সমূহ নিজেদের বৈষয়িক জীবনেই নিঃশেষ করেছ, তার স্বাদ তোমরা গ্রহণ করেছ। এখন তোমরা পৃথিবীতে কোন অধিকার ছাড়াই যে অহংকার করতেছিলে, আর যে সব নাফরমানী তোমরা করেছ, তার প্রতিফল হিসেবে আজ তোমাদেরকে লাঞ্চনার আযাব দেয়া হবে'।

রুকুঃ৩

২১. এই 'লোকদেরকে' 'আদ-এর ভাই (হুদ)-এর কাহিনী খানিকটা শুনাও।

إِذْ	أَنذَرَ	قَوْمَهُ	بِالْأَحْقَافِ	وَ	قَدْ	خَلَتِ
যখন	সে সতর্ক করেছিল	তারজাতিকে	আহকাফ (উপত্যকায়)	এবং	নিশ্চয়	অতীত হয়েছে

النُّذُرُ	مِنْ	بَيْنِ يَدَيْهِ	وَ	مِنْ خَلْفِهِ	أَلَّا	تَعْبُدُوا
সতর্ককারীরা		তার আগেও	এবং	তার পরেও (এই বলে)	যে না	তোমরাএবাদতকরো (অন্যকারো)

إِلَّا	اللَّهَ	إِنِّي	أَخَافُ	عَلَيْكُمْ	عَذَابَ	يَوْمٍ	عَظِيمٍ ﴿٢١﴾
ব্যতীত	আল্লাহ	আমি নিশ্চয়	ভয়করি	তোমাদের উপর	শাস্তির	(এমন এক) দিনের	(যা) বড় কঠিন

قَالُوا	أَجِئْتَنَا	لِتَأْفِكَنَا	عَنْ	آلِهَتِنَا	فَأْتِنَا	بِمَا	تَعِدُنَا
তারা বলেছিল	আমাদের কাছেতুমি এসেছকি	যেন আমাদেরকে ফিরাবেতুমি	হতে	আমাদেরউপাস্য গুলো	আমাদের কাছে আন তাহলে	ঐবিষয় যার	আমাদেরকে ভয়দেখাচ্ছ

إِنْ	كُنتَ	مِنَ	الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾	قَالَ	إِنَّمَا	الْعِلْمُ	عِندَ
যদি	তুমিহও	অন্তর্ভুক্ত	সত্যবাদীদের	সে বলল	প্রকৃতপক্ষে	এজ্ঞান (আছে)	(শুধুমাত্র) নিকট

اللَّهِ وَ	أُبَلِّغُكُم	مَّا	أُرْسِلْتُ	بِهِ	وَلَٰكِنِّي	أَرَاكُمْ	قَوْمًا
আল্লাহরই এবং	তোমাদের পৌছাইআমি	সেই (পয়গাম)	আমি প্রেরিত হয়েছি	যাদিয়ে	আমি কিন্তু	তোমাদেরকে দেখছি	(এমন) লোক

تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾	فَلَمَّا	رَأَوْهُ	عَارِضًا	مُّسْتَقْبِلَ	أَوْدِيَتِهِمْ ٧
(যারা) মূর্খতা করছ	যখন অতঃপর	তা তারা দেখল	মেঘমালারূপে	অগ্রসরমান	তাদের উপত্যকা গুলোর(দিকে)

যখন সে আহকাফ-এ নিজ জাতির লোকদেরকে সাবধান ও সতর্ক করেছিল– এ রকম সাবধান সতর্ককারী লোক এর পূর্বেও এসেছিল এবং এর পরও এসেছে – যে, 'আল্লাহ ছাড়া আর কারও বন্দেগী করবে না। আমি তোমাদের ব্যাপারে এক ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা বোধ করছি'।

২২. লোকেরা বলেছিলঃ 'তুমি কি আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে আমাদের মা'বুদের প্রতি বিদ্রোহী ও অনমনীয় বানিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ? ঠিক আছে, তুমি তোমার সেই আযাবটাই নিয়ে এস যার কথা বলে তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ, তুমি যদি বাস্তবিক সত্যবাদী হয়ে থাক'।

২৩. সে বলল, 'এ বিষয়ের জ্ঞানতো আল্লাহরই রয়েছে[৭]! আমি তো তোমাদের নিকট শুধু সেই পয়গামই পৌছে দিচ্ছি, যা সহ আমাকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তোমরা মুর্খতামূলক আচরণ করছ'।

২৪. পরে তারা যখন সে আযাবকে নিজেদের উপত্যাকার দিকে আসতে দেখল

৭। অর্থাৎ তোমাদের উপর কখন আযাব পাঠানো হবে এবং কতদিন পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেয়া হবে এই কথার জ্ঞান।

قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ؕ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ؕ
তারা বলল | এটা | মেঘমালা | আমাদেরকে বৃষ্টিদেবে | না বরং | সেই (জিনিষ) | যা | তোমরা তাড়াহুড়া করতেছিলে | তার

رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِاَمْرِ
(এটা) ঝড়োবাতাস | তারমধ্যে আছে | শাস্তি | বড়যন্ত্রনাদায়ক | ধ্বংস করেদেবে | প্রত্যেক | জিনিষকে | নির্দেশে

رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰۤى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى
তার রবের | তারা হয়েগেল তখন (এমন যে) | না | দেখাযাচ্ছিল (আরকিছু) | এব্যতীত | তাদেরবসতিগুলো | এভাবে | কর্মফলদেই আমরা

الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۝ وَ لَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَاۤ اِنْ
লোকদেরকে | (যারা) অপরাধী | এবং | নিশ্চয় | তাদেরকে আমরা ক্ষমতা দিয়েছিলাম | এমন বিষয়ে যার | না

مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّ اَبْصَارًا وَّ
তোমাদেরকেআমরা ক্ষমতা দিয়েছি | সেসব বিষয়ে | এবং | তাদেরকে আমরা দিয়েছিলাম | কান | ও | চোখ | ও

اَفْـِٕدَةً ۫ۖ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ لَاۤ اَبْصَارُهُمْ
হৃদয় | অতঃপর না | কাজে আসল | তাদের জন্যে | তাদের কান | এবং না | চোখ | তাদের

وَ لَاۤ اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
আর না | তাদরে অন্তর | কোন | কিছুই | যখন | তারা অস্বীকার করতেছিল | আল্লাহর আয়াতগুলোকে

তখন বলতে লাগলঃ এটা মেঘপুঞ্জ, এটা আমাদেরকে পরিসিক্ত করে দেবে- 'না[৮] বরং এটা সেই জিনিস যার জন্যে তোমরা খুব তাড়াহুড়াকরছিলে। এটা বাতাসের ঝঞ্ঝাতুফান। এর মধ্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব চলে আসছে। ২৫. তা তার খোদার নির্দেশে প্রত্যেকটি জিনিসই ধ্বংস করে দিবে'। শেষ পর্যন্ত তাদের অবস্থা এই দাঁড়াল যে, তাদের থাকার স্থানটুকু ছাড়া সেখানে আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। বস্তুতঃ এভাবেই আমরা অপরাধীদেরকে কর্মফল দিয়ে থাকি।

২৬. তাদেরকে আমরা সে সবই দিয়েছিলাম যা তোমাদেরকে দিই নাই। তাদেরকে আমরা কান, চোখ ও হৃদয়-মন সব কিছুই দিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের সে কান কোন কাজে আসেনি, চোখও নয়, হৃদয়ও নয়। কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অমান্য করতেছিল।

৮। এখানে এ বিষয়ে পরিষ্কার করে বলা হয়নি যে কে তাদেরকে এই উত্তর দিয়েছিল। কথার ধরণ থেকে স্বতঃই বোঝা যায়- অবস্থাগত রূপ বাস্তবে তাদেরকে এই জওয়াব দিয়েছিল। তারা মনে করেছিল এ হচ্ছে মেঘ যা তাদের উপত্যাকাকে সিক্ত করতে এসেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা ছিল এক হাওয়ার তুফান যা তাদেরকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করতে অগ্রসর হয়ে আসছিল।

وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٢٦ وَ لَقَدْ

নিশ্চয় এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত যেসম্পর্কে তারা ছিল তাই তাদেরকে ঘিরেনিল এবং

اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَ صَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ

আমার নিদর্শন সমূহকে / আমরাবিভিন্নভাবে বর্ণনাকরেছি / এবং / জনপদ সমূহের / মধ্যহতে / তোমাদের চারপার্শ্বে (আজ দেখছ) / যা / আমরা ধ্বংস করেছি

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝٢٧ فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا

তারা গ্রহণ করেছিল / (সেসব সত্তা) যাদেরকে / তাদেরকে / সাহায্য করল / না কেনঅতঃপর / ফিরে আসে / তারাযাতে

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ؕ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ

তাদেরথেকে / তারা হারিয়ে গেল / বরং / উপাস্যরূপে / নৈকট্যের মাধ্যম / আল্লাহকে / ছাড়া

وَ ذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝٢٨

তারা রচনা করতেছিল / যা / এবং / তাদের মিথ্যার / এটাই (পরিণতি) / এবং

আর সে জিনিসেরই পরিবেষ্টনির মধ্যে তারা পড়ে গেল, যার ঠাট্টা ও বিদ্রূপ তারা করতেছিল।

রুকুঃ৪

২৭. তোমাদের চারপার্শ্বের বিশাল অঞ্চলে বহুসংখ্যক জনবসতিই আমরা ধ্বংস করেছি। আমরা আমাদের নিজের আয়াত সমূহ পাঠিয়ে বারে বারে ও নানা উপায়ে তাদেরকে বুঝিয়েছি, যেন তারা বিরত হয় ও ফিরে আসে।

২৮. তখন সে সব সত্তা তাদের সাহায্য কেন করেনি আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছিল[৯]? বরং তারাতো তাদের নিকট হতে হারিয়ে গেল। আসলে তা ছিল তাদের মিথ্যে ও সেই কৃত্রিম মনগড়া আকিদা-বিশ্বাসের পরিণতি যা তারা রচনা করে নিয়েছিল।

৯। অর্থাৎ এই সত্ত্বাগুলির প্রতি তারা প্রথমে এই ধারনার বশবর্তী হয়ে ভক্তি-বিশ্বাস পোষণ করতে শুরু করেছিল যে-'এরা খোদার অনুগৃহীত দাস; এদের মাধ্যমে আমরা খোদার নৈকট্য লাভ করবো।' কিন্তু কালক্রমে তারা এই সত্ত্বাগুলোকে নিজেদের উপাস্য বানিয়ে নিয়ে সাহায্যের জন্যে আহবান করতে ও তাদের কাছে প্রার্থনা জানাতে শুরু করলো এবং তাদের সম্পর্কে এই ধারনা করে বসলো যে এরাই ক্ষমতা পরিচালনার অধিকারী, এরা আমাদের অভিযোগ শ্রবণ করতে ও বিপদ-আপদ দূর করতে সক্ষম। এই গোমরাহীর চক্র থেকে তাদের মুক্ত করতে আল্লাহতা'আলা নিজের রসূলদের মাধ্যমে নিজের আয়াতসমূহ পাঠিয়ে নানা প্রকারে তাদের বুঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা নিজেদের মিথ্যা খোদার বন্দেগীতে অটল হয়ে জিদ করতে থাকে যে- 'আমরা আল্লাহর পরিবর্তে এদেরই আশ্রয় ধারণ করে থাকব।' এখন বল, নিজেদের গোমরাহীর কারণে যখন এই মোশরেকদের উপর আল্লাহর আযাব নেমে এসেছে, তখন তাদের সেই অভিযোগ শ্রবণকারী বিপদতারণ উপাস্যরা কোথায় সরে গিয়েছে? এই দুঃসময়ে তারা তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না কেন?

২৯. (সেই ঘটনাও উল্লেখ্য) যখন আমরা জ্বিনদের একটি গোষ্ঠিকে তোমারদিকে ঘুরিয়ে এনেছিলাম, যেন তারা কুরআন শুনতে পায়[১০]। তারা যখন সেই স্থানে উপস্থিত হল (যেখানে তুমি কুরআন পাঠ করছিলে) তখন তারা পরস্পর বলল, 'চুপ হয়ে থাক'। পরে তা যখন পড়া হয়ে গেল, তখন তারা সাবধানকারী হয়ে নিজেদের জাতির নিকট ফিরে গেল।

৩০. তারা ফিরে গিয়ে বললঃ 'হে আমাদের জাতির লোকেরা। আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে; তা নিজের পূর্বে আসা কিতাব সমূহের সত্যতা বিধানকারী। তা পরিচালিত করে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল পথের দিকে[১১]।

১০। তায়েফের সফর থেকে মক্কা ফেরার পথে যে ঘটনা ঘটেছিল এখানে তার উল্লেখ করা হয়েছে। হুযুর (সঃ) নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন, এমন সময় জ্বিনদের একটি দল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তারা হুযুরের কুরআন পাঠ শোনার জন্যে সেখানে থামে। এ সম্পর্কে সকল বর্ণনাতেই এই কথা পাওয়া যায় যে- এই ঘটনায় জ্বিনেরা হুযুরের সামনে দেখা দেয়নি এবং হুযুরও তাদের আগমনের কথা জানতে বা বুঝতে পারেননি। অবশ্য পরে আল্লাহতা'আলা অহী মাধ্যমে হুযুরকে তাদের আসার ও কুরআন শোনার সংবাদ দিয়েছিলেন।

১১। এর দ্বারা জানা গেল- এ জ্বিন-দল প্রথম থেকেই হযরত মূসা (আঃ) ও আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান এনেছিল। কুরআন শোনার পর তারা অনুভব করলো যে-এ সেই একই শিক্ষা যা পূর্ববর্তী নবীগণ দিয়ে এসেছেন। সুতরাং তারা এই কিতাব ও তাঁর আনয়নকারী রসূলের (সঃ) প্রতি ঈমান এনেছিল।

يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَ اٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ

তোমাদের জন্যে | মাফকরবেন (আল্লাহ) | তার উপর | ঈমান আন | এবং | আল্লাহর (দিকে) | আহবানকারীর (ডাকে) | তোমরা সাড়া দাও | আমাদের জাতি | হে

مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾ وَ مَنْ

যে | আর | বড় কষ্টকর | শাস্তি | হতে | তোমাদের রক্ষা করবেন | এবং | তোমাদের গোনাহ গুলোকে

لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَ

আর | পৃথিবীর | মধ্যে | (আল্লাহকে)অক্ষম করতে পারবে | না | তবে | আল্লাহর (দিকে) | আহবানকারীর (ডাকে) | সাড়াদেয় | না

لَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ

বিভ্রান্তির | (পড়ে আছে) মধ্যে | ঐসবলোক | কোন পৃষ্ঠপোষক | তিনি | ব্যতীত | তারজন্যে | নাই

مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾ اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

আসমানসমূহকে | সৃষ্টি করেছেন | যিনি | আল্লাহ | যে | তারাঅনুধাবন করে | না | কি | সুস্পষ্ট

وَ الْاَرْضَ وَ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ

যে | (এর) উপর | (তিনিইতো) সক্ষম | তাদের সৃষ্টিতে | ক্লান্তহন | নাই | এবং | পৃথিবীকে | ও

يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ؕ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٣﴾

সক্ষম | কিছুর | সব | উপর | তিনি নিশ্চয় | কেন নয়? | মৃতদেরকে | তিনি জীবিত করবেন

৩১. হে আমাদের জাতির লোকেরা! আল্লাহর দিকে আহবানকারীর দাওয়াত গ্রহণ করে নাও এবং তার প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ-খাতা ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে উৎপীড়ক আযাব হতে রক্ষা করবেন'।

৩২. আর যে লোক আল্লাহর আহ্বানকারীর কথা মেনে নেয় না, সে না পৃথিবীতে নিজে এমন কোন শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী যা আল্লাহকে হারায়ে দিতে সক্ষম, আর না তার এমন কোন বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক আছে, যে আল্লাহ হতে তাকে রক্ষা করবে। এই শ্রেণীর লোকেরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পড়ে গেছে।

৩৩. আর এই লোকদের কি বোধোদয় হয় না যে, যে আল্লাহ এই পৃথিবী ও আকাশমন্ডল সৃষ্টি করলেন এবং এসব সৃষ্টি কাজে যিনি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েন না, তিনি তো অবশ্যই মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করে উঠাতে খুবই সক্ষম। কেন নয়? নিঃসন্দেহে তিনি সব কিছুর উপর শক্তিমান।

وَ	يَوْمَ	يُعْرَضُ	الَّذِيْنَ	كَفَرُوْا	عَلَى	النَّارِ ط	اَلَيْسَ
এবং	যেদিন	উপস্থিত করা হবে	(তাদেরকে) যারা	অস্বীকার করেছে	উপর	আগুনের	(বলাহবে) নয়কি

هٰذَا	بِالْحَقِّ ط	قَالُوْا	بَلٰى	وَ	رَبِّنَا ط	قَالَ	فَذُوْقُوا
এটা	সত্য	তারাবলবে	হাঁ নিশ্চয়	শপথ	আমাদের রবের (এটা সত্য)	(আল্লাহ) বলবেন	এখন তোমরা স্বাদনাও

الْعَذَابَ	بِمَا	كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾	فَاصْبِرْ	كَمَا
শাস্তির	একারণে যা	তোমরা অস্বীকার করতেছিলে	অতএব (হেনবী) সবর কর	যেমন

صَبَرَ	اُولُوا الْعَزْمِ	مِنَ	الرُّسُلِ	وَ	لَا	تَسْتَعْجِلْ
সবরকরেছে	দৃঢ়সংকল্পসম্পন্ন		রসূলগণ	এবং	না	তাড়াহুড়া করো

لَّهُمْ ط	كَاَنَّهُمْ	يَوْمَ	يَرَوْنَ	مَا	يُوْعَدُوْنَ	لَمْ
তাদের জন্যে	তারাযেন (ভাববে)	যেদিন	তারা দেখবে	যা (আজ)	তাদেরকে ভয় দেখান হচ্ছে	নাই

يَلْبَثُوْٓا	اِلَّا	سَاعَةً	مِّنْ	نَّهَارٍ ط	بَلٰغٌ ج	فَهَلْ	يُهْلَكُ
তারা অবস্থান করে	এ ব্যতীত	একদন্ড		দিনের	পৌছান হল (কথা)	কি অতঃপর	ধ্বংসকরা হবে (অন্যকাউকে)

اِلَّا	الْقَوْمُ	الْفٰسِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ ع
এ ব্যতীত	(যারা) লোক	নাফরমান

৩৪. যে দিন এই কাফের লোকেরা আগুনের সামনে উপস্থাপিত হবে তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবেঃ 'ইহা কি সত্য নয়' তারা বলবেঃ 'হাঁ আমাদের খোদার শপথ (ইহা বাস্তবিকই সত্য)' আল্লাহ্ বলবেনঃ 'তা হলে এখন আযাবের স্বাদ আস্বাদন কর তোমাদের সেই অস্বীকৃতি-অমান্যতার প্রতিফল রূপে যা তোমরা করতে ছিলে'।

৩৫. অতএব হে নবী! ধৈর্য্য ধারণ কর যেভাবে উচ্চ সংকল্প সম্পন্ন রসূলগণ ধৈর্য্য ধারণ করেছেন। আর এই লোকদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া কর না। যে দিন এই লোকেরা সে জিনিস দেখতে পাবে, যে বিষয়ে এদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে, তখন তাদের মনে হবে, তারা দুনিয়াতে দিনের একটি ক্ষণের অধিক অবস্থান করেনি। কথাতো পৌছে দেয়া হল! এখন নাফরমান লোকদের ছাড়া আর কেউ ধ্বংস হবে কি?

সূরা মুহাম্মদ

নামকরণঃ দু'নম্বর আয়াতের وامنوا بما نزل على محمد বাক্যাংশ হতে এর নাম গৃহিত। এতে যে 'মুহাম্মদ' শব্দটি রয়েছে তাকেই এ সূরার নাম হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এ সেই সূরা যাতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পবিত্র নামটি উদ্ধৃত হয়েছে। এ ছাড়া এ সূরাটির আর একটা প্রখ্যাত নামও রয়েছে। তা হ'ল 'কেতাল' قتال এই শব্দটা বিশ নম্বর আয়াতের وذكر فيها القتال........বাক্যাংশ হতে গৃহিত।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ এ সূরায় যে সব বক্তব্য রাখা হয়েছে তা সাক্ষ্য দেয় যে, এ সূরাটি হিজরতের পর মদীনা তাইয়্যেবায় নাযিল হয়েছে। নাযিল হয়েছে তখন যখন যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু কার্যত যুদ্ধ তখনও শুরু হয়ে যায় নি। ৮ নম্বর টীকায় এ পর্যায়ের সমস্ত দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমিঃ যে সময় এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল তখন অবস্থা এই ছিল যে, বিশেষ ভাবে মক্কা শরীফে, আর সাধারণভাবে আরবের বিশাল অঞ্চলে প্রায় সর্বত্র মুসলমানদের উপর অমানুষিক যুল্ম-নির্যাতন ও নিপীড়ন চালানো হচ্ছিল। তাদের জীবন-পরিসর অত্যন্ত সংকীর্ণ করে দেয়া হয়েছিল। মুসলিম জনতা চারদিক হতে মদীনার শান্তিপূর্ণ ভূমিতে একত্রিত হচ্ছিল। কিন্তু কুরাইশ-কাফেররা এখানেও তাদেরকে নিশ্চিন্তে-নির্বিঘ্নে বসবাস করবার সুযোগটুকু দিতেও প্রস্তুত ছিল না। মদীনার ছোট্ট ও স্বল্পায়তন জনপদটি চতুর্দিক হতে কাফেরদের পরিবেষ্টনে আটক হয়ে পড়েছিল। তারা তাকে নির্মূল-নিশ্চিহ্ন করে দিতে উদ্যত হয়েছিল। মুসলমানদের জন্যে এ অবস্থায় দু'টিমাত্র উপায়ই অবশিষ্ট ছিল। হয় তারা দ্বীন ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার ও আন্দোলন চালানোই শুধু নয়, ইসলাম পালন ও অনুসরণ ত্যাগ করে জাহেলিয়াতের প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করবে, অথবা তারা মারবার ও মৃত্যুবরণ করার জন্যে মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং সর্বাত্মক শক্তি নিয়োজিত করে আরবভূমিতে ইসলাম থাকবে কি জাহেলিয়াত থাকবে এর চূড়ান্ত ফয়সালা করে ফেলবে। এ সময় আল্লাহতা'আলা মুসলমানদেরকে সে চূড়ান্ত পর্যায়ের ও উচ্চতম মানের কাজের পথ দেখালেন যা মুসলমানদের জন্যে একমাত্র পথ। তিনি প্রথমে সূরা হজ্জে (৩৯ নম্বর আয়াত) তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন। পরে সূরা আল-বাকারায় (১৯০ নম্বর আয়াত) এর নির্দেশ স্পষ্ট ভাষায় দিলেন। কিন্তু এ সময় ও এ অবস্থায় যুদ্ধ করার অর্থ ও তাৎপর্য যে কি তা তখন সকলে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন। মদীনায় ছিল মুষ্টিমেয় মুসলমানদের একটা বাহিনী। তারা এক হাজার যোদ্ধা-পুরুষ সংগ্রহ করতেও সমর্থ ছিল না। এ অবস্থায় তাদেরকে বলা হচ্ছিল যে, সমগ্র আরবের জাহেলিয়াতের সাথে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ করার জন্যে তরবারি নিয়ে বের হয়ে পড়। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধ করার জন্যে যে সব সাজ-সরঞ্জাম অপরিহার্য ছিল, তা মদীনার ন্যায় এক দরিদ্র জনপদের পক্ষে না খেয়ে থেকেও সংগ্রহ সম্ভবপর ছিল না। কেননা এ সময় শত শত মুহাজির এমন ছিল যাদেরকে পুনর্বাসিত করা তখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। আরবের লোকেরা চারদিক হতে অর্থনৈতিক 'বয়কট' করে তাদের কোমর ভেঙ্গে দেবার উপক্রম করেছিল।

আলোচ্য বিষয় ও বিষয়বস্তুঃ এরূপ অবস্থায়ই আলোচ্য সূরাটি নাযিল হয়েছিল। ঈমানদার লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা, তাদেরকে এ পর্যায়ে জরুরী হেদায়াত দেয়াই এ সূরাটির আলোচ্য বিষয়। এ কারণেই এ সূরাটির আর এক নাম قتال 'যুদ্ধ' রাখা হয়েছে। এ সূরাটিতে পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছেঃ

শুরুতে বলা হয়েছে যে, এখন দু'টো দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র ভাবে বর্তমান। একটা দলের অবস্থা এই যে,

তা মহাসত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর দেখানো পথসমূহে দূরতিক্রম প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর দ্বিতীয় দলটির অবস্থা এই যে, তা সে মহাসত্যকে মেনে নিয়েছে, যা আল্লাহতা'আলার নিকট হতে তাঁর প্রিয় বান্দাহ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছে। এক্ষণে আল্লাহতা'আলার চূড়ান্ত ও অকাট্য ফয়সালা এই হয়েছে যে প্রথম দলটার সমস্ত চেষ্টা-সাধনা ও কার্যক্রমকে তিনি নিষ্ফল করে দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় দলটার অবস্থা সুষ্ঠু ও স্থিত করে দিয়েছেন।

এর পর মুসলিম জনগণকে যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রাথমিক উপদেশাবলী দিয়েছেন। তাদেরকে আল্লাহর সাহায্য-সহায়তা ও হেদায়াত বা পথের দিশা দানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পথে কুরবানী ও ত্যাগ-তিতিক্ষা উপস্থাপনের সর্বোত্তম শুভ ফলের আশা দেয়া হয়েছে। তাদেরকে এরূপ নিশ্চিন্ততা দেয়া হয়েছে যে, সত্যের পথে তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা কখনই নিষ্ফল হয়ে যাবে না। বরং ইহকাল হতে পরকাল পর্যন্ত তারা তার উত্তম হতেও উত্তমতর ফল লাভ করতে পারবে।

পরে কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা ও পথ প্রদর্শন হতে বঞ্চিত। ঈমানদার লোকদের বিরুদ্ধতায় তাদের কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টাই কার্যকর হবে না। উপরন্তু তারা দুনিয়ায়ও এবং পরকালেও অত্যন্ত মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হবে। তারা আল্লাহর নবীকে মক্কা হতে বহিষ্কৃত করে মনে করে নিয়েছে যে, তারা অতিবড় সাফল্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছে অথচ প্রকৃতপক্ষে এ কাজ করে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে।

এ সব কথা বলার পর মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে। যুদ্ধের নির্দেশ আসার পূর্বে এরা খুব 'মুসলমান' এমন ভাব জাহির করে বেড়াত। কিন্তু এ নির্দেশটি আসার পর তারা দিশাহারা হয়ে গেল। তারা নিজেদের নিরাপত্তার চিন্তায় অধীর হয়ে কাফেরদের সাথে নানা রূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। যুদ্ধের ঝুঁকি হতে নিজেদেরকে কি করে রক্ষা করা যায়, তাই ছিল তাদের চিন্তার একমাত্র বিষয়। এ পর্যায়ে তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে মুনাফিকী অবলম্বনকারীদের কোন কাজই আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়। এখানে একটা মৌল প্রশ্নের ভিত্তিতেই ঈমানের দাবীদার সমস্ত লোকের পরীক্ষা করা হচ্ছে। সে প্রশ্নটা হল– তুমি সত্যের পক্ষে রয়েছ, না বাতিলের পক্ষে? ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তুমি সহানুভূতি ও একাত্মতা পোষণ কর, না কুফরী ও কাফেরদের সাথে? নিজের সত্তা ও স্বীয় স্বার্থই তোমার নিকট বড় ও অধিক প্রিয়, না যে সত্যের প্রতি ঈমান আনার দাবী করছো সে সত্য তোমার নিকট অধিক বড় ও প্রিয়? এ পরীক্ষায় যে ব্যক্তি মেকী ও কৃত্রিম প্রমাণিত হবে সে আদৌ মু'মিন নয়। তার নামায-রোযা ও যাকাত ইত্যাদি খোদার নিকট কোন সুফল পাওয়ার অধিকারী হওয়া তো অনেক দূরের কথা।

এরপর মুসলমান জনতাকে বুঝানো হয়েছে যে, তারা যেন তাদের সংখ্যাল্পতা, সাজ-সরঞ্জামহীনতা এবং কাফেরদের সংখ্যাধিক্য ও তাদের সাজ-সরঞ্জামের বিপুলতা দেখে কোনরূপ সাহসহীন হয়ে না পড়ে, তাদের নিকট সন্ধি-সমঝোতার প্রস্তাব পেশ করে কোনরূপ দুর্বলতা প্রকাশ করে না বসে। কেননা তা করা হলে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সাহস অনেক বৃদ্ধি পাবে। তারা যেন কেবলমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভরতা গ্রহণ করে মাথা তুলে দাঁড়ায় ও কুফরীর এ সুউচ্চ পর্বতের উপর সর্বশক্তি প্রয়োগে আঘাত হানে। বস্তুতঃই আল্লাহ মুলমানদের পক্ষে রয়েছেন। তারাই বিজয়ী হবে, আর এ পর্বত তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে এসে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

সর্বশেষে মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার দা'ওআত দিয়েছেন। যদিও তখন মুসলমান জনগণের আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ; কিন্তু সম্মুখবর্তী সমস্যা ছিল– আরব দেশে ইসলাম ও মুসলমানদের বেঁচে থাকা ও রক্ষা পাওয়ার কিংবা চিরতরে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার। এ সমস্যার তীব্রতা ও সঙ্গীনতার দাবী ছিল এই যে, মুসলমানরা নিজেদের এবং নিজেদের দ্বীনের অস্তিত্ব রক্ষা এবং কুফর-এর আধিপত্য হতে বেঁচে আল্লাহর

দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে নিজেদের জান-প্রাণও লুটিয়ে দেবে। যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণার্থে নিজেদের আর্থিক শক্তি-সামর্থ্য ও উপায়-উপকরণ সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত করে দেবে। এ কারণে মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, এ সময় যে ব্যক্তিই কার্পণ্য করবে, সে আসলে আল্লাহর একবিন্দু ক্ষতি করতে পারবে না, নিজেদেরকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে। আল্লাহ মানুষের মুখাপেক্ষী নন। তাঁর দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে কোন মানব সমাজ যদি কুণ্ঠিত হয় তাহলে আল্লাতা'আলা তাদেরকে হটিয়ে দিয়ে অপর একটা দলকে তাদের স্থানে দাঁড় করিয়ে দেবেন।

চার রুকু মাদানী মুহাম্মদ সূরা আটত্রিশ আয়াত

অতীবমেহেরবান অশেষদয়াবান আল্লাহর নামে(শুরুকরছি)
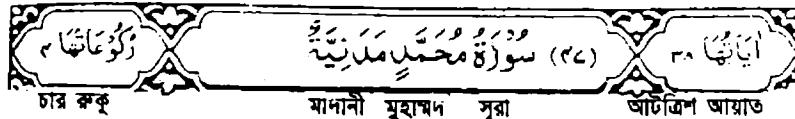
اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ①

যারা কুফরীকরেছে ও বাধাদিয়েছে (লোকদেরকে) হতে পথ আল্লাহর নিষ্ফলকরে দিয়েছেন তিনি তাদের কর্ম সমূহকে

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى

আর যারা ঈমান এনেছে ও কাজকরেছে নেকীর এবং ঈমান এনেছে (তার উপর) যা অবতীর্ণকরা হয়েছে উপর

مُحَمَّدٍ وَّ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ

মুহাম্মদের এবং তা সত্য পক্ষহতে তাদের রবের (আল্লাহ) দূরকরবেন তাদের হতে তাদের ত্রুটিসমূহ

وَ اَصْلَحَ بَالَهُمْ ② ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ

ও সুসংহত করবেন তাদের অবস্থা এটা একারণে যে যারা কুফরীকরেছে তারা অনুসরণ করেছে বাতিলকে

রুকূঃ১

১. যে সব লোক কুফরী করেছে এবং (লোকদেরকে) আল্লাহর পথ হতে বিরত রেখেছে, আল্লাহ তাদের সমস্ত আমলকে নিষ্ফল ও ধ্বংস করে দিয়েছেন।

২. আর যারা ঈমান আনল ও যারা নেক আমল করল, আর সেই জিনিস মেনে নিল যা মুহাম্মদের প্রতি নাযিল হয়েছে– বস্তুতঃ তা পুরোপুরি মহাসত্য তাদের খোদার নিকট হতে– আল্লাহ তাদের দোষত্রুটি সমূহ তাদের হতে দূর করে দিয়েছেন এবং তাদের অবস্থা সুষ্ঠু ও সঠিক করে দিয়েছেন।

৩. এটা এ কারণে যে, কুফরীকারীরা বাতিলের অনুসরণ করেছে

وَ	اَنَّ	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	اتَّبَعُوا	الْحَقَّ	مِنْ	رَّبِّهِمْ ط
আর		যারা	ঈমানএনেছে	তারা অনুসরণ করেছে	সত্যকে	(আগত) পক্ষহতে	তাদেররবের

كَذٰلِكَ	يَضْرِبُ	اللّٰهُ	لِلنَّاسِ	اَمْثَالَهُمْ ۝٣	فَاِذَا
এভাবে	বর্ণনা করেন	আল্লাহ	লোকদের জন্যে	তাদের দৃষ্টান্তসমূহ	যখন অতঃপর

لَقِيْتُمُ	الَّذِيْنَ	كَفَرُوْا	فَضَرْبَ	الرِّقَابِ ط	حَتّٰٓى	اِذَآ
তোমরা মুকাবিলা কর	তাদের সাথে (যারা)	কুফরীকরেছে	আঘাতকরা তখন (প্রথমকাজ)	(তাদের) গর্দানে	এমনকি	যখন

اَثْخَنْتُمُوْ	هُمْ	فَشُدُّوا	الْوَثَاقَ ۙ	فَاِمَّا	مَنًّۢا	بَعْدُ	وَاِمَّا
তোমরা চূর্ণ বিচূর্ণ করেদাও	তাদেরকে	তোমরা এরপর শক্ত করবে	(বন্দীদের) বাধন	হয়ত অতঃপর	অনুকম্পা করবে	পরে	কিম্বা

فِدَآءً	حَتّٰى	تَضَعَ	الْحَرْبُ	اَوْزَارَهَا ۚ	ذٰلِكَ ۛ ط
মুক্তিপণ নেবে	যতক্ষণনা	সংবরণ করবে	যুদ্ধ	তার অস্ত্রসমূহকে	এটা (বিধান)

এবং ঈমান গ্রহণ কারীরা সেই মহা সত্যের অনুসরণ করেছে যা তাদের খোদার নিকট হতে এসেছে। এভাবেই আল্লাহ লোকদেরকে তাদের আসল ও যথার্থ অবস্থা বলে দিয়ে থাকেন।

৪. অতএব এই কাফেরদের সাথে যখন তোমাদের সম্মুখ-সংঘর্ষ সংঘটিত হবে তখন প্রথম কাজ হল গলাসমূহ কেটে ফেলা। এমন কি তোমরা যখন তাদেরকে খুব ভালভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে, তখন বন্দী লোকদেরকে শক্ত করে বেধে ফেলবে। অতঃপর (তোমাদের ইখতিয়ার রয়েছে) অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে; কিম্বা রক্ত বিনিময় গ্রহণের চুক্তি করে নিবে, যতক্ষণ না যুদ্ধ-অস্ত্র সংবরণ করে[১]। এটাই হল তোমাদের করার মত কাজ।

১। আয়াতের শব্দসমূহ এবং পূর্বাপর প্রসংগ থেকে একথা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়- যুদ্ধের হুকুম আসার পর এবং যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। "এই কাফেরদের সহিত যখন তোমাদের সম্মুখ-সংঘর্ষ সংগঠিত হইবে"-এই শব্দ গুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, এখনও মুকাবিলা হয়নি; এবং মোকাবিলা হওয়ার পূর্বে এই হেদায়াত দেয়া হচ্ছে যে যখন মুকাবিলা ঘটবে তখন মুসলমানদের কর্তব্য হবে সব থেকে প্রথমে শত্রুর সামরিক শক্তিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করার প্রতি নিজেদের মনোযোগ ও শক্তি নিয়োগ করা। এরপর যাদের গ্রেফতার করা হবে, তাদের ব্যাপারে মুসলমানদের এই স্বাধীনতা থাকলো- ফিদিয়া নিয়ে অথবা নিজেদের কয়েদীদের বিনিময়ে তাদের তারা মুক্তি দান করতে পারে অথবা বন্দী রেখে তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে পারে, কিংবা সমীচিন বিবেচনা করলে সদ্ব্যবহারের নিদর্শন স্বরূপ তাদেরকে বিনাপণে এমনিই মুক্তি দানও করতে পারে।

وَ	لَوْ	يَشَآءُ	اللّٰهُ	لَانْتَصَرَ	مِنْهُمْ	وَلٰكِنْ	لِّيَبْلُوَاْ	بَعْضَكُمْ
এবং	যদি	ইচ্ছে করতেন	আল্লাহ (তবে)	অবশ্যই বদলা নিতেন	তাদের হতে	কিন্তু	(এ পন্থা নিয়েছেন) পরীক্ষা করার জন্যে	তোমাদের পরস্পরকে

بِبَعْضٍ	وَ	الَّذِيْنَ	قُتِلُوْا	فِيْ	سَبِيْلِ	اللّٰهِ	فَلَنْ
পরস্পরকে দিয়ে	এবং	যারা	নিহত হয়		পথে	আল্লাহর	সেক্ষেত্রে কক্ষণনা

يُّضِلَّ	اَعْمَالَهُمْ (৪)	سَيَهْدِيْهِمْ	وَ	يُصْلِحُ	بَالَهُمْ (৫)	وَ
তিনি নিস্ফল করবেন	তাদের কর্মসমূহকে	তাদেরকে পরিচালিত করবেন সংপথে	ও	সুসংহত করবেন	তাদের অবস্থা	এবং

يُدْخِلُهُمُ	الْجَنَّةَ	عَرَّفَهَا	لَهُمْ (৬)	يٰٓاَيُّهَا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْٓا
তাদের প্রবেশ করাবেন	জান্নাতে	তা চিনিয়ে দিয়েছেন	তাদেরকে	ওহে	যারা	ঈমানএনেছ

اِنْ	تَنْصُرُوا	اللّٰهَ	يَنْصُرْكُمْ	وَ	يُثَبِّتْ	اَقْدَامَكُمْ (৭)
যদি	তোমরাসাহায্য কর	আল্লাহকে	তোমাদের সাহায্য করবেন তিনি	ও	সুদৃঢ়করবেন	তোমাদের পদক্ষেপগুলোকে

আল্লাহচাইলে তিনি নিজেই সব কিছু বুঝাপড়া করে নিতেনকিন্তু তিনি (এ কর্মপন্থা এ জন্যে অবলম্বন করেছেন) যেন তোমাদেরকে একজনের দিয়ে অন্যজনের পরীক্ষা ও যাচাই করতে পারেন[২]। আর যে সব লোক আল্লাহর পথে নিহত হবে আল্লাহ তাদের আমলসমূহকে কখনই নষ্ট ও ধ্বংস করবেন না।

৫. তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন [৩], তাদের অবস্থা সুসংহত করে দেবেন,

৬. এবং তাদেরকে সেই জান্নাতে দাখিল করাবেন যে বিষয়ে তিনি তাদেরকে অবহিত করায়েছেন।

৭. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমারা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন [৪] এবং তোমাদের স্থিতি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন।

২। অর্থাৎ মাত্র মিথ্যার মস্তকচূর্ণ করাই যদি আল্লাহতা'আলার ইচ্ছা হ'তো তবে তার জন্যে তিনি তোমাদের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। একটি ভূমিকম্প দ্বারা বা একটি তুফান দ্বারা তিনি তো চক্ষের নিমিষেই এ কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। কিন্তু তাঁর তো উদ্দেশ্য হচ্ছে- মানুষের মধ্যে যারা হকপরস্ত সত্যবাদী ও সত্য-পন্থী মিথ্যা-পন্থীদের সঙ্গে তাদের সংঘাত হোক, তাদের বিরুদ্ধে তারা ন্যায়-যুদ্ধ করুক- যাতে যার মধ্যে যে গুণ নিহিত আছে এই পরীক্ষায় পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কার হয়ে পূর্ণরূপে তা প্রকাশ পেতে পারে এবং যাতে প্রত্যেককে তার কর্ম ও যোগ্যতা হিসেবে সে যে মর্যাদার উপযুক্ত তা দান করা যেতে পারে।

৩। অর্থাৎ জান্নাতের পথ দেখাবে।

৪। আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ আল্লাহর কলেমা উচ্চকরা এবং সত্যকে জয়যুক্ত করার কাজে অংশগ্রহণ করা।

وَ	الَّذِيْنَ	كَفَرُوْا	فَتَعْسًا	لَّهُمْ	وَ	اَضَلَّ	اَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾
এবং	যারা	অস্বীকার করেছে	দুর্গতি সেক্ষেত্রে	তাদের জন্যে	এবং	নিস্ফল করে দিয়েছেন তিনি	তাদের কর্মসমূহকে

ذٰلِكَ	بِاَنَّهُمْ	كَرِهُوْا	مَا	اَنْزَلَ	اللّٰهُ	فَاَحْبَطَ	اَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾
এটা	তারা একারণে যে	অপছন্দ করেছে	যা	নাযিল করেছেন	আল্লাহ	অতএব তিনি নষ্টকরে দিয়েছেন	তাদেরকর্ম সমূহকে

اَفَلَمْ	يَسِيْرُوْا	فِي	الْاَرْضِ	فَيَنْظُرُوْا	كَيْفَ	كَانَ	عَاقِبَةُ
নাইতবেকি	তারা ভ্রমণকরে	মধ্যে	পৃথিবীর	তারা দেখে (নাই) তখন	কেমন	ছিল	পরিণাম

الَّذِيْنَ	مِنْ	قَبْلِهِمْ ط	دَمَّرَ	اللّٰهُ	عَلَيْهِمْ ز	وَ	لِلْكٰفِرِيْنَ
(তাদের) যারা		তাদের পূর্বে (ছিল)	ধ্বংস করে দিয়েছেন	আল্লাহ	তাদের কে	এবং	কাফেরদের জন্যে (নির্দিষ্ট হয়েআছে)

اَمْثَالُهَا ﴿١٠﴾	ذٰلِكَ	بِاَنَّ	اللّٰهَ	مَوْلَى	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	وَ	اَنَّ
তার সমপরিণতি	এটা	এজন্যে যে	আল্লাহ	অভিভাবক	(তাদের) যারা	ঈমানএনেছে	এবং	(এও) যে

الْكٰفِرِيْنَ	لَا	مَوْلٰى	لَهُمْ ﴿١١﴾
কাফেরদের	নাই	কোন অভিভাবক	তাদের জন্যে

৮. আর যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্যে ধ্বংস নিশ্চিত এবং আল্লাহ তাদের কার্যাবলী বিভ্রান্ত করে দিয়েছেন।

৯. কেননা তারা সে জিনিস অপছন্দ করেছে যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন।
এ কারণে আল্লাহ তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল ও ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

১০. তারা কি পৃথিবীতে চলে ফিরে বেড়ায়নি? তাহলে তারা সেই লোকদের অবস্থা দেখতে পারত যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে। আল্লাহ তাদের সব কিছুই উল্টিয়ে দিয়েছেন, আর এই কাফেরদের জন্যে এরূপ পরিণতিই সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে[৫]।

১১. এটা এ কারণে যে, ঈমানদার লোকদের সাহায্যকারী ও সমর্থক হচ্ছেন আল্লাহতা'আলা; আর কাফেরদের সাহায্যকারী ও সমর্থক কেউ নেই।

৫। এর দুটি অর্থঃ প্রথম- সেই কাফেররা যেরূপে ধ্বংস হয়েছিল মুহম্মদ (সঃ)-এর দাওয়াতকে যারা অমান্য করছে এই কাফেরদের ভাগ্যেও অনুরূপ ধ্বংস অবধারিত। দ্বিতীয়- কেবল দুনিয়ার আযাব ভোগই শেষ নয়, পরকালেও তাদের জন্যে বিপর্যয় রয়েছে।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ

নিশ্চয় | আল্লাহ | প্রবেশকরাবেন | (তাদেরকে) যারা

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا

ঈমান এনেছে | ও | কাজকরেছে | নেক | জান্নাতে | প্রবাহিতহয় | তার পাদদেশে

الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا

ঝর্ণাধারাসমূহ | এবং | যারা | কুফরীকরেছে | তারা ভোগবিলাস করছে | ও | তারা খাচ্ছে | যেমন

تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾ وَكَأَيِّن مِّن

খায় | চতুষ্পদজন্তু | এবং | জাহান্নামই | নিবাস | তাদেরজন্যে | এবং | কতইনা

قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ

জনপদ (বিলীনহয়েছে) | (ছিল) যা | অধিকতর দৃঢ় | শক্তিতে | চেয়েও | তোমার জনপদের | যা (হতে) | তোমাকে বহিস্কার করেছে

أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ

তাদেরকে আমরা ধ্বংস করেদিয়েছি | না অতঃপর (ছিল) | কোন সাহায্যকারী | তাদের জন্যে | তবে কি যে | হয় | (হেদায়াতের) উপর | সুস্পষ্ট

مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ﴿١٤﴾

পক্ষহতে | তাররবের | (তার) মত যাকে | মনোহর করা হয়েছে | তার জন্যে | খারাপ | তার কাজকে | এবং | অনুসরণ করেছে | তাদের কামনা বাসনার

রুকূঃ২

১২. ঈমান গ্রহণকারী ও নেক আমলকারীদেরকে আল্লাহতা'আলা সে সব জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা সতত প্রবহমান। পক্ষান্তরে কাফেররা শুধু দুনিয়ার কয়েক দিনের জীবনের স্বাদ-আনন্দ লুটে নিচ্ছে, জন্তু জানোয়ারের মতই পানাহার করছে, আর তাদের শেষ পরিণতি জাহান্নাম।

১৩. হে নবী! কত জনপদ এমন বিলীন হয়ে গেছে যেগুলো তোমার সেই জনপদ হতে অনেক বেশি শক্তিসম্পন্ন ছিল, যা তোমাকে বাহির করেছে[৬]। আমরা তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করেছি যে, তাদের বাঁচাবার কেউ ছিল না।

১৪. এমনটা কি কখনও হতে পারে যে, যে লোক তার খোদার নিকট হতে প্রাপ্ত সুস্পষ্ট পরিচ্ছন্ন হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে সেই লোকদের মত হয়ে যাবে, যাদের জন্যে তাদের খারাপ কাজ সমূহ মনোহর বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তারা নিজেদের কামনা-বাসনার অনুসারী হয়ে গেছে?

৬। অর্থাৎ মক্কা-যেখান থেকে কুরাইশরা হুযুরকে (সঃ) হিজরত করতে বাধ্য করেছিল।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَا اَنْهٰرٌ مِّنْ

একটি দৃষ্টান্ত | জান্নাতের | যা | ওয়াদাকরা হয়েছে | মুত্তাকীদের (জন্যে) | তারমধ্যে আছে | ঝর্ণাধারাসমূহ

مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ

পানির | নয় | পরিবর্তনীয় (তার রং গন্ধ) | এবং | ঝর্ণা সমূহ | দুধের | না | পরিবর্তন হয় | তার স্বাদ

وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ۬ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ

এবং | ঝর্ণাসমূহ | সুরার | সুস্বাদু | পানকারীদের জন্যে | এবং | ঝর্ণাসমূহ

عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَ لَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ

মধুর | পরিশোধিত পরিচ্ছন্ন | এবং | তাদেরজন্যে (রয়েছে) | তারমধ্যে | সব (ধরণের) | ফলমূল

وَ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَ

এবং | ক্ষমা | পক্ষহতে | তাদের রবের | (এসবেরঅধিকারীকি) তারমত | যে | স্থায়ীহবে | মধ্যে | জাহান্নামের | ও

سُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ⑮ وَ مِنْهُمْ

পানকরান হবে | পানি | উত্তপ্ত | ফলে কেটেদেবে | তাদের অন্ত্রসমূহকে | এবং | তাদের মধ্যে

مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ حَتّٰٓى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ

কেউকেউ (এমন আছে) | যে শুনে | তোমারদিকে | এমনকি | যখন | বেরহয়ে যায় | হতে | তোমার নিকট

১৫. মুত্তাকী লোকদের জন্যে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছিল, তার পরিচয় তো এই যে, তাতে ঝর্ণা ধারা প্রবহমান হয়ে থাকবে- স্বচ্ছ সুমিষ্ট পানির। ঝর্ণা ধারা প্রবহমান থাকবে এমন দুধের যা কখনও বিস্বাদ হবে না। ঝর্ণা ধারা প্রবহমান থাকবে এমন পানীয়ের যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু-সুপেয় হবে। ঝর্ণা ধারা প্রবহমান হবে স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন মধুর[৭]। সেখানে তাদের জন্যে সকল প্রকারের ফল থাকবে এবং তাদের খোদার নিকট হতে থাকবে ক্ষমা। (যে ব্যক্তির ভাগে এই জান্নাত আসবে সে কি) সেই লোকদের মত হতে পারে যারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে এবং তাদেরকে এমন উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে যা তাদের অন্ত্র পর্যন্ত কেটে দিবে?

১৬. এদের কিছুলোক এমন যারা কান লাগিয়ে কথা শুনে, পরে যখন তোমার নিকট হতে বের হয়ে যায়,

৭। হাদীস থেকে এর ব্যাখ্যা জানা যায় যে– সে দুগ্ধ প্রাণীর স্তন থেকে নির্গত হবে না, সে পাণীয় পচনশীল ফলকে নিষ্পেষিত করে নিষ্কাষিত হবে না, সে মধু মক্ষিকার উদর থেকে নির্গত নয়। বরং এ সকল জিনিস স্বাভাবিক উৎসরূপেই বর্তমান থাকবে।

قَالُوا	لِلَّذِينَ	أُوتُوا	الْعِلْمَ	مَاذَا	قَالَ	آنِفًا	أُولَٰئِكَ
তারা বলে	যাদের (আহলে-কিতাবদেরকে)	দেওয়া হয়েছে	জ্ঞান	কি	বলল	এইমাত্র	ঐসবলোক

الَّذِينَ	طَبَعَ	اللَّهُ	عَلَىٰ	قُلُوبِهِمْ	وَ	اتَّبَعُوا	أَهْوَاءَهُمْ ⑯
(তারাই) যাদের	মোহর মেরে দিয়েছেন	আল্লাহ	উপর	তাদের অন্তর গুলোর	এবং	তারাঅনুসরণ করে	তাদের খেয়ালখুশীর

وَ	الَّذِينَ	اهْتَدَوْا	زَادَهُمْ	هُدًى	وَّ	آتَاهُمْ	تَقْوَاهُمْ ⑰
এবং	যারা	সৎপথ পেয়েছে	তাদেরকে (আল্লাহ) বাড়িয়েদেন	হেদায়াত	এবং	তাদের দান করেন	তাদের তাকওয়া

فَهَلْ	يَنْظُرُونَ	إِلَّا	السَّاعَةَ	أَنْ	تَأْتِيَهُمْ	بَغْتَةً
তবে (কি)	তারাঅপেক্ষা করছে	এছাড়া	কিয়ামতের	যে	তাদেরকাছে আসবে	আকস্মিকভাবে

فَقَدْ	جَاءَ	أَشْرَاطُهَا	فَأَنَّىٰ	لَهُمْ	إِذَا	جَاءَتْهُمْ	ذِكْرَاهُمْ ⑱
নিশ্চয়	এসেছে	তার লক্ষণসমূহ	অতএব কেমনে	তাদের জন্যে	যখন আসবে	তাদের কাছে (কিয়ামত)	তাদের উপদেশ (গ্রহণ সম্ভব হবে?)

তখন তারা যাদেরকে জ্ঞানের নিয়ামত দেয়া হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেঃ এই মাত্র উনি কি বলেছেন[৮]? এরা সেই লোক যাদের দিলের উপর আল্লাহতা'আলা মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং এরা নিজেরা নিজেদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করেছে।

১৭. আর যারা হেদায়াত লাভ করেছে- আল্লাহ তাদেরকে আরও বেশী হেদায়াত দেন এবং তাদেরকে তাদের অংশের তাকওয়া দান করেন।

১৮. এখন এই লোকেরা শুধু কি কেয়ামতেরই প্রতিক্ষায় রয়েছে যে, তা আকস্মিকভাবে তাদের উপর এসে পড়বে? তার নিদর্শনাদি তো এসে পড়েছে। যখন তা নিজে এসে পড়বে তখন এ লোকদের পক্ষে নসিহত কবুল করার আর কোন্ সুযোগটি অবশিষ্ট থাকবে?

৮। এখানে সেইসব কাফের, মোনাফেক ও আহলি-কিতাবদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা মজলিশে এসে বসতেন ও তাঁর আদেশ-উপদেশ বা পবিত্র কুরআনের আয়াত শুনতেন; কিন্তু তাদের অন্তর এ সমস্ত বিষয়বস্তু থেকে দূরে থাকার কারণে হুযুর (সঃ) তাঁর পবিত্র যবানে যা কিছু বলতেন তা সবকিছু শোনা সত্বেও তারা কিছুই শুনতো না, এবং হুযুরের মজলিশ থেকে বাইরে এসে তারা মুসলমানদের কাছে জিজ্ঞাসা করতো- 'এই মাত্র তিনি কি বলছিলেন'?

فَاعْلَمْ	اَنَّهٗ	لَآ اِلٰهَ	اِلَّا	اللّٰهُ	وَ	اسْتَغْفِرْ
অতএব জেনেরাখ	যে	কোন ইলাহ নাই (যে ইবাদত পেতেপারে)	ছাড়া	আল্লাহ	এবং	ক্ষমা প্রার্থণাকর

لِذَنْۢبِكَ	وَ	لِلْمُؤْمِنِيْنَ	وَ	الْمُؤْمِنٰتِ ؕ	وَ	اللّٰهُ	يَعْلَمُ
তোমার গোনাহর জন্যে	এবং	মু'মিনদের জন্যে	এবং	মু'মিনাদের	এবং	আল্লাহ	জানেন

مُتَقَلَّبَكُمْ	وَ	مَثْوٰىكُمْ ﴿۱۹﴾	وَ	يَقُوْلُ	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	لَوْ	لَا
তোমাদের গতিবিধি	ও	তোমাদের অবস্থান	এবং	বলে	যারা	ঈমান এনেছে	কেন	না

نُزِّلَتْ	سُوْرَةٌ ۚ	فَاِذَآ	اُنْزِلَتْ	سُوْرَةٌ	مُّحْكَمَةٌ	وَّ
নাযিল করা হয়	একটি সূরা (যুদ্ধাদেশদিয়ে)	যখন অতঃপর	নাযিলকরাহল	একটি সূরা	দ্ব্যর্থহীন	এবং

ذُكِرَ	فِيْهَا	الْقِتَالُ ۙ	رَاَيْتَ	الَّذِيْنَ	فِيْ	قُلُوْبِهِمْ
উল্লেখ করাছিল	তারমধ্যে	যুদ্ধের (নির্দেশ)	তুমিদেখবলে	(তাদেরকে) যাদের	আছে	তাদের অন্তর সমূহে

مَّرَضٌ	يَّنْظُرُوْنَ	اِلَيْكَ	نَظَرَ	الْمَغْشِيِّ	عَلَيْهِ	مِنَ	الْمَوْتِ ؕ
রোগ	তারা তাকাচ্ছে	তোমারদিকে	(এমন) নজরে	ছেয়েগেছে	যার উপর		মৃত্যু

১৯. অতএব হে নবী! ভালভাবে জেনে নাও– আল্লাহ ছাড়া ইবাদত পাবার কেউ নেই। আর ক্ষমা প্রার্থনা কর নিজের অপরাধের জন্যেও এবং মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রী লোকদের জন্যে[৯]। আল্লাহ তোমাদের তৎপরতাও জানেন এবং তোমাদের ঠিকানার সাথেও তিনি সুপরিচিত।

রুকূঃ৩

২০. যারা ঈমান এনেছে [১০] তারা বলতেছিল যে, কোন সূরা নাযিল করা হয় না কেন (যাতে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হবে); কিন্তু যখন একটি সুদৃঢ় সূরা নাযিল করা হল যাতে যুদ্ধের উল্লেখ ছিল তখন তুমি দেখতে পেলে যে, যাদের দিলে রোগ ছিল তারা তোমার প্রতি এমনভাবে তাকাচ্ছে, যেন কারও উপর মৃত্যু আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে।

৯। ইসলাম মানুষকে যে চরিত্র-নীতি শিক্ষা দিয়েছে তার মধ্যে এও একটি যে– বান্দা নিজ প্রভুর বন্দেগী ও ইবাদতের কর্তব্য পালনে ও তাঁর দ্বীনের জন্যে প্রাণপণ সাধনা-সংগ্রামে নিজের সাধ্যমত যতই চেষ্টা-যত্ন করতে থাকুক না কেন কখনও তার এই ধারণার বশবর্তী হওয়া উচিৎ নয় যে– 'যা কিছু আমার করার ছিল তা আমি সম্পাদন করেছি'। বরং সর্বদা তার এই মনে করা উচিৎ যে– 'আমার উপর আমার প্রভুর যা হক ছিল তা আমি যথাযথরূপে পালন করতে পারেনি'। এবং সব সময় নিজের দোষত্রুটি স্বীকার করে আল্লাহর কাছে বান্দার এই প্রার্থনা করতে থাকা উচিৎ যে– "হে প্রভু তোমার কাছে যা কিছু আমি অপরাধ ও দোষত্রুটি করেছি তুমি তা ক্ষমা কর" আল্লাহতা'আলা যে আদেশ করেছেন– হে নবী। "ক্ষমা প্রার্থনা কর নিজের অপরাধের জন্যও" -এর মূলভাব প্রেরণা হচ্ছে এটাই।

১০। অর্থাৎ যারা সাচ্চা মুসলমান ছিল তারা যুদ্ধের আদেশের জন্যে অধীরভাবে আগ্রহী ছিল কিন্তু যারা ঈমানহীন হয়েও মুসলমানদের মধ্যে শামিল হয়েছিল যুদ্ধের আদেশ আসা মাত্রই তাদের প্রাণ যেন উড়ে গেল।

فَأَوْلَىٰ	لَهُمْ ۝٢٠	طَاعَةٌ	وَ	قَوْلٌ	مَّعْرُوفٌ
আফসোসসুতরাং	তাদের জন্যে	(তাদের মুখেতো) আনুগত্য	ও	উক্তি	ন্যায়সংগত

فَإِذَا	عَزَمَ	الْأَمْرُ	فَلَوْ	صَدَقُوا	اللَّهَ	لَكَانَ	خَيْرًا
যখন কিন্তু	সিদ্ধান্তহল	(জিহাদের) ব্যাপারে	যদি তখন	সত্য প্রমাণ করত	আল্লাহকে (দেওয়া ওয়াদা)	হত অবশ্যই	উত্তম

لَّهُمْ ۝٢١	فَهَلْ	عَسَيْتُمْ	إِن	تَوَلَّيْتُمْ	أَن تُفْسِدُوا	فِي
তাদের জন্যে	কি তবে	তোমাদের হতে এ সম্ভবনা আছে?	যদি	তোমরা ফিরে যাও	তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টিকরবে	মধ্যে

الْأَرْضِ	وَ	تُقَطِّعُوا	أَرْحَامَكُمْ ۝٢٢	أُولَٰئِكَ	الَّذِينَ
পৃথিবীর	এবং	তোমরা ছিন্ন করবে	তোমাদের আত্মীয়তাব বন্ধন সমূহকে	ঐসব লোক	তারাই

لَعَنَهُمُ	اللَّهُ	فَأَصَمَّهُمْ	وَ	أَعْمَىٰ	أَبْصَارَهُمْ ۝٢٣	أَفَلَا
যাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন	আল্লাহ	তাদেরকে বধির করে দিয়েছেন এরপর	ও	অন্ধকরে দিয়েছেন	তাদের দৃষ্টিশক্তিকে	না তবেকি

يَتَدَبَّرُونَ	الْقُرْآنَ	أَمْ	عَلَىٰ	قُلُوبٍ	أَقْفَالُهَا ۝٢٤
তারা চিন্তাগবেষণা করে	কুরআন (সম্বন্ধে)	অথবা	উপর	অন্তরসমূহের	তাদের তালা (পড়েছে)

তাদের এই অবস্থার জন্যে বড়ই আফসোস।

২১. (তাদের মুখে তো) আনুগত্যের স্বীকারোক্তি ও ভাল ভাল কথাবার্তা ধ্বনিত হয়; কিন্তু যখন চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়া হল তখন তারা যদি আল্লাহর নিকট নিজেদের ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির সত্যতা প্রমাণ করত, তাহলে তাদের জন্যে তা ভালই হত।

২২. এখন তোমাদের হতে এর চেয়ে আরও কিছু আশা করা যায় কি যে, তোমরা যদি উল্টা মুখে ফিরে যাও, তাহলে পৃথিবীতে আবার তোমরা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে এবং পরস্পরে একজন অপরজনের গলা কাটবে[১১]?

২৩. এই লোকেরাই তারা যাদের উপর আল্লাহতা'আলা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন এবং তাদেরকে অন্ধ ও বধির বানিয়ে দিয়েছেন।

২৪. তারা কি কোরআন সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করেনি? না তাদের দিল সমূহে তালা পড়ে গেছে?

১১। এ এরশাদের অর্থ- যদি এ সময় তোমরা ইসলামের প্রতিরক্ষায় দ্বিধা-সংকোচ কর এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও ঈমানদারগণ যে বিরাট মহান সংস্কার-সংশোধনমূলক বিপ্লবের জন্যে চেষ্টা-সাধনা করছেন তার জন্যে নিজেদের ধন ও জীবন পণ করতে কুণ্ঠিত ও বিমুখ হও, তবে এর ফল শেষ পর্যন্ত এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে তোমরা আবার সেই মূর্খতার অন্ধকারময় সমাজ জীবনের দিকে ফিরে যাবে যার মধ্যে থেকে তোমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরস্পরের গলা কাটাকাটি করছিলে, নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে জীবন্ত প্রোথিত করছিলে এবং খোদার পৃথিবীকে যুলম ও ফাসাদে পূর্ণ করছিলে।

২৫. আসল কথা হল এই যে, যারা হেদায়াত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবার পর তা হতে ফিরে গেছে তাদের জন্যে শয়তান এ আচরণকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যে আশা আকাংখার ধারা তাদের জন্যে দীর্ঘ করে রেখেছে।

২৬. এ কারণেই তারা আল্লাহর নাযিল করা দ্বীন অপছন্দকারীদেরকে বলে দিয়েছে যে, কোন কোন ব্যাপারে আমরা তোমাদেরকে মানব[১২]।

২৭. আল্লাহ তাদের এই গোপন কথাসমূহ খুব ভাল করেই জানেন। তাহলে তখন কি অবস্থা হবে যখন ফেরেস্তাগণ তাদের রুহগুলোকে কবজ করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের উপর মারতে মারতে তাদেরকে নিয়ে যাবে?

২৮. এটাতো এ কারণেই হবে যে তারা সেই পথ অনুসরণ করেছে যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছে

১২। অর্থাৎ ঈমানের একরার ও মুসলমানদের দলে শামিল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা ভিতরে ভিতরে ইসলামের শত্রুদের সংগে শলা পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং তাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দিতে থাকে যে কোন কোন বিষয়ে আমরা তোমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করবো।

এবং তাঁর সন্তোষের পথ অবলম্বন করা পছন্দ করেনি। এ কারণেই তিনি তাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট ও নিষ্ফল করে দিয়েছেন[১৩]।

রুকূঃ৪

২৯. যে সব লোকের দিলে রোগ রয়েছে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আল্লাহ তাদের দিলের গোপন কপটতার ত্রুটি প্রকাশ করে দেবেন না?

৩০. আমরা ইচ্ছা করলে সেগুলো তোমাদেরকে প্রত্যক্ষ করাতে পারি, আর তোমরা তাদের মুখাবয়ব দেখে চিনে নিতে পারবে। তাদের কথা-বার্তার ধরণ দেখে তোমরা তাদেরকে অবশ্যই চিনতে পারবে। আল্লাহ তোমাদের সকলের সব আমল খুব ভাল করেই জানেন।

৩১. আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন করব, যেন আমরা তোমাদের অবস্থা যাচাই করতে পারি এবং তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ ও নিজ স্থানে অবিচল কে কে তা জানতে পারি।

১৩। 'সকলকাজ' অর্থ সেই সমস্ত কাজ মুসলমান হয়ে তারা যা সম্পাদন করেছিল। তাদের নামায, তাদের রোযা, তাদের যাকাত মোটকথা তাদের সেইসব ইবাদত ও সেই সমস্ত নেকী (পূণ্যকাজ) যা বাহ্যতঃ সৎকাজ বলে গণ্য করা হয়, এই কারণে ব্যর্থ ও বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে যে তারা মুসলমান হয়েও আল্লাহ ও তাঁর দ্বীন এবং ইসলামী মিল্লাতের সংগে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার ব্যবহার করেনি, বরং নিছক ষড়যন্ত্র ও শলা পরামর্শ করতে থাকে এবং আল্লাহর পথে জেহাদের মওকা আসতেই নিজেরা নিজেদেরকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখবার চিন্তায় রত হয়।

৩২. যে সব লোক কুফরী করেছে, আল্লাহর পথ হতে লোকদেরকে বিরত রেখেছে এবং রসূলের সাথে ঝগড়া করেছে– যখন তাদের সামনে হেদায়াতের নির্ভুল পথ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল– মূলতঃ তারা আল্লাহর কোন ক্ষতিই করতে পারে না; বরং আল্লাহই তাদের সব কৃতকর্ম ধ্বংস করে দেবেন।

৩৩. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের অনুসরণ কর, আর নিজেদের আমল বিনষ্ট করো না[১৪]।

৩৪. যারা কুফরী করেছে, আল্লাহর পথ হতে লোকদেরকে বিরত রেখেছে ও মৃত্যু পর্যন্ত কুফরীর মতে শক্ত হয়ে রয়েছে, তাদেরকে তো আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না।

১৪। অন্য কথায়, কর্মসমূহের মঙ্গলজনক ও সফল হওয়া পূর্ণভাবে নির্ভর করে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের উপর। আনুগত্যচ্যুত হয়ে যাওয়ার পর কোন কাজই আর সৎকাজ থাকেনা যার জন্যে মানুষ কোন পুরস্কার পাবার যোগ্য বলে গণ্য হতে পারে।

৩৫. অতএব তোমরা সাহসহীন হয়ে পড়ো না এবং সন্ধি–সমঝোতার আবেদন করে বসো না [১৫]। আসলে তোমারাই বিজয়ী হয়ে থাকবে। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন এবং তোমাদের আমল তিনি কক্ষণই বিনষ্ট করবেন না।

৩৬. এই দুনিয়ার জীবনটাতো একটা খেলা এবং তামাসার ব্যাপার। তোমরা যদি ঈমানদার হও এবং তাকওয়ার নীতি ও আচরণ রক্ষা করে চলতে থাক তাহলে আল্লাহ তোমাদের শুভ কর্মফল তোমাদেরকে দেবেন; তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের নিকট হতে চাবেন না[১৬]।

৩৭. তিনি যদি তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের নিকট চেয়ে বসেন এবং তোমাদের সব কিছুই পেতে চান তাহলে তোমরাতো কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের গোপন দোষটি বাইরে প্রকাশ করে দেবেন।

১৫। একথা এখানে লক্ষ্যে রাখা দরকার যে, এ এরশাদ করা হয়েছিল সেই সময়ে যখন মাত্র মদীনার ক্ষুদ্র বস্তিতে কয়েক শত মোহাজের ও আনসারের এক মুষ্টিমেয় দল ইসলামের পতাকা বহন করেছিল, এবং তার মুকাবিলায় ছিল মাত্র কুরাইশদের শক্তিশালী গোত্রগুলিই নয়, বরং সমগ্র আরব দেশের কাফের ও মুশরেকগণ। এই পরিস্থিতিতে এরশাদ করা হচ্ছে যে-হিম্মতহারা হয়ে শত্রুদের কাছে সন্ধির আবেদন করতে লেগে যেওনা, বরং জীবনপণ করে মুকাবিলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও।

১৬। অর্থাৎ তিনি ঐশ্বর্যবান- অভাবহীন, তোমার কাছ থেকে তাঁর নিজের জন্যে কিছু গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর পথে কিছু খরচ করার জন্যে যদি তোমাকে নির্দেশ দেন, তবে তা তাঁর নিজের জন্যে নয়, বরং তোমাদেরই মঙ্গলের জন্যে।

هَاَنْتُمْ	هٰۤؤُلَآءِ	تُدْعَوْنَ	لِتُنْفِقُوْا	فِيْ	سَبِيْلِ
তোমরা দেখ	ঐসব লোক (যাদের)	আহবান করাহচ্ছে	তোমরা খরচকরবেন		পথে

اللّٰهِ ۚ	فَمِنْكُمْ	مَّنْ	يَّبْخَلُ ۚ	وَ	مَنْ	يَّبْخَلْ	فَاِنَّمَا
আল্লাহর	তখন তোমাদের মধ্যেহতে	কেউ কেউ	কৃপণতাকরে	অথচ	যে	কৃপণতাকরে	প্রকৃতপক্ষে

يَبْخَلُ	عَنْ	نَّفْسِهٖ ؕ	وَ	اللّٰهُ	الْغَنِيُّ	وَ	اَنْتُمُ	الْفُقَرَآءُ ۚ
সে কৃপণতা করে	সাথে	তার নিজের	এবং	আল্লাহ	অভাবমুক্ত	কিন্তু	তোমরা	অভাবগ্রস্থ

وَ	اِنْ	تَتَوَلَّوْا	يَسْتَبْدِلْ	قَوْمًا	غَيْرَكُمْ ۙ	ثُمَّ	لَا
আর	যদি	তোমরামুখফিরাও (তবে)	তিনি পরিবর্তন করে আনবেন	(অন্যএক) জাতিকে	তোমাদের ব্যতীত	এরপর	না

يَكُوْنُوْۤا	اَمْثَالَكُمْ ۝
তারা হবে	তোমাদের মত

৩৮. লক্ষ্য কর, তোমাদেরকে আহ্বানই জানানো হচ্ছে যে, আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় কর। জবাবে তোমাদের কিছু লোক কার্পণ্য করে অথচ যে কার্পণ্য করে সে আসলে নিজের সাথেই নিজে কার্পণ্য করে। আল্লাহতো ঐশ্বর্যের মালিক, তোমরাই বরং তার মুখাপেক্ষী। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে যাও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের স্থানে অন্য কোন মানবগোষ্ঠিকে নিয়ে আসবেন; আর তারা তোমাদের মত হবে না নিশ্চয়।

সূরা আল-ফাত্‌হ

নামকরণঃ সূরার প্রথম আয়াত انا فتحنا لك فتحا مبينا হতে এর নাম গৃহিত। এতে যে 'ফাত্‌হ' শব্দটি রয়েছে তাকেই গোটা সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আসলে এ শুধু নাম-ই নয়, এ সূরায় আলোচিত বিষয়াদিরও এটাই শিরোনাম। কেননা সেই বিরাট 'ফাত্‌হ' বা বিজয় সম্পর্কে এ সূরায় কথা বলা হয়েছে যা আল্লাহতা'আলা হুদাইবিয়ার সন্ধিরূপে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও মুসলিম জাতিকে দান করেছিলেন।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ হাদীসের সব বর্ণনার ঐক্যমতে প্রমাণিত হয়েছে যে, ষষ্ঠ হিজরী সনের জিল্-কা'দ মাসে ঠিক তখন এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল যখন নবী করীম (সঃ) মক্কার কাফেরদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত করার পর মদীনা শরীফের দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন।

ঐতিহাসিক পটভূমিঃ যে সব ঘটনার ধারাবাহিকতার এক পর্যায়ে এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল, তার সূচনা হয়েছিল এভাবে যে, নবী করীম (সঃ) একদা স্বপ্নে দেখলেন, তিনি তাঁর সংগী-সাথীদের সঙ্গে নিয়ে মক্কাশরীফ চলে গিয়েছেন এবং সেখানে 'উমরা' পালন করলেন। নবীর স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন ও অমূলক চিন্তা-কল্পনার ফলশ্রুতিই হয় না, প্রকৃতপক্ষে এও এক প্রকারের অহী বিশেষ। সূরার ২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহতা'আলা নিজেই এ কথা সত্যায়িত করেছেন যে, এ স্বপ্নটি তিনি নিজেই তাঁর রসূল (সঃ)-কে দেখিয়েছিলেন। কাজেই আসলে এ স্বপ্ন মাত্র নয়। প্রকৃতপক্ষে এ ছিল আল্লাহরই এক ইংগিত। এ পালন ও কাজে পরিণত করণ নবীর পক্ষে একান্তই কর্তব্য ছিল।

কিন্তু তখনকার আয়ত্তাধীন বাহ্যিক কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণের দিক দিয়ে এ ইংগিতকে বাস্তবায়িত করা কোনক্রমেই সম্ভবপর বলে মনে হয় নি। কুরাইশ কাফেররা ছ'টি বছর হতে মুসলমানদের জন্যে আল্লাহর ঘরের পথ বন্ধ করে রেখেছিল। এ দীর্ঘ সময় কোন মুসলমানকেই তারা হজ্জ বা উমরা'র জন্য হারাম শরীফের নিকটেও যেতে দেয়নি। এক্ষণে তারা স্বয়ং রসূলে করীম (সঃ)-কে সাহাবীদের দলবল সহকারে মক্কা শরীফে প্রবেশ করার অনুমতি দিবে, তা কি করে আশা করা যেতে পারে! উমরার নিয়ত করে ও ইহরাম বেঁধে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সহকারে বের হওয়া তো যুদ্ধের ঘোষণা দেয়ারই নামান্তর ছিল। আর সশস্ত্র না হয়ে নিতান্ত নিরস্ত্র অবস্থায় যাওয়াও তো নিজের ও সংগী-সাথীদের জীবন-প্রাণের জন্যে কঠিন বিপদ টেনে আনা ছাড়া অন্য কোন পরিণতি হতে পারে বলে মনে করা যায় না। এ রূপ অবস্থায় আল্লাহতা'আলার এ ইংগিতকে কি করে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হতে পারে তা কারও বোধগম্য হচ্ছিল না।

কিন্তু নবী পয়গম্বরের পদ ছিল অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। তাঁর খোদা তাঁকে যে নির্দেশই দিবেন, কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ ব্যতীতই তা যথাযথরূপে পালন করাই তাঁর ঐকান্তিক কর্তব্য। এ কারণে রসূলে করীম (সঃ) নিঃসংকোচে তাঁর স্বপ্নের বিবরণ তাঁর সাহাবীগণকে শুনালেন ও সফর যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে দিলেন। আশে-পাশের গোত্রসমূহেও সাধারণ ভাবে ঘোষণা করিয়ে দিলেন– আমরা উমরার জন্যে মক্কা যাচ্ছি। যারাই আমাদের সংগে যেতে চাইবে, তারা যেন আমাদের কাফেলায় শামিল হয়ে যায়। যাদের দৃষ্টি বাহ্যিক উপায়-উপকরণের উপর নিবদ্ধ ছিল তারা স্পষ্ট মনে করে নিয়েছিল যে, এ লোকগুলি তো মৃত্যুর গহ্বরে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাদের কেউই রসূলে করীম (সঃ)-এর সংগী হতে প্রস্তুত হ'ল না। কিন্তু আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের প্রতি যাদের সত্যিকার ঈমান ছিল তারা এ যাত্রার পরিণতি কি হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী হ'ল না। এ আল্লাহরই ইংগিত এবং তাঁরই রসূল এ ইংগিত কার্যে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, এটাই ছিল তাদের সান্তনা লাভের একমাত্র অবলম্বন। অতঃপর রসূলের সংগী হতে তাদেরকে বাধা দিতে পারে এমন কোথাও কিছু ছিল না। পরে চৌদ্দশ'

সাহাবী রসূলে করীম (সঃ)-এর নেতৃত্বে এই কঠিন বিপদ সংকুল সফরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। ষষ্ঠ হিজরীর যিল-কাদ মাসের শুরুতে এ কাফেলা মদীনা হতে যাত্রা করলো। যুলহুলাইফা* নামক স্থানে পৌঁছে সকলেই উমরার এহরাম বাঁধলেন। কুরবানী করার উদ্দেশ্যে ৭০টি উট সংগে নিলেন। উটগুলোর গলায় 'কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জন্তু' হওয়ার চিহ্ন স্বরূপ রশি বেঁধে দেয়া হ'ল। জিনিসপত্রের মধ্যে এক-একখানি তরবারিও সংগে নেয়া হ'ল। এ কোন বে-আইনী কাজ ছিল না। বরং তখনকার সময় আরবের প্রচলিত নিয়মে হারাম-জিয়ারতকারীদের জন্য এর পুরাপুরি অনুমতি ছিল। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের অন্য কোন সমগ্রীই সংগে নেয়া হয় নি। অতঃপর এ কাফেলা 'লব্বাইকা'র ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে বায়তুল্লাহ'র দিকে যাত্রা শুরু করে দিল।

এ সময় মক্কা ও মদীনার মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল –যে ধরনের ও যে রূপের সম্পর্ক ছিল, তা আরবের প্রত্যেকটি লোকই জানতো। এই বিগত বছরই ৫ম হিজরী সনের শওয়াল মাসে– আরবের সমস্ত গোত্র–গোষ্ঠী সম্মিলিত শক্তি নিয়ে মদীনার উপর চড়াও হয়েছিল এবং এরই ফলে আহ্‌যাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণে রসূলে করীম (সঃ) যখন এত বিপুল সংখ্যক জনতার একটা কাফেলা নিয়ে তাঁদের সকলেরই রক্তের পিপাসু দুশমনদের ঘরের দিকে রওনা হলেন তখন এ আশ্চর্য ধরনের অভিযাত্রার দিকে সমগ্র আরবের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল। অবশ্য লোকেরা এও লক্ষ্য করলো যে, এ কাফেলা লড়াই করার জন্য নয়, হারাম মাসে এহরাম বেঁধে কুরবানীর উট সংগে নিয়ে আল্লাহর ঘরের দিকে যাচ্ছে, যাচ্ছে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে।

নবী করীম (সঃ)-এর এ অগ্রযাত্রায় কুরাইশের লোকেরা ভীষণ ভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। যিল-কা'দ মাস ছিল হারাম মাসসমূহের মধ্যে একটা। শত শত বছর ধরে আরবের লোকেরা এ মাসগুলোকে হজ্জ ও যিয়ারত করার জন্য সংরক্ষিত ও অত্যন্ত সম্মানার্হ মাস মনে করে এসেছে। এ মাস সমূহে যে কাফেলাই এহরাম বেঁধে হজ্জ বা উমরা করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে, তার প্রতিরোধ করার অধিকার কারও ছিল না। এমন কি কোন গোত্রের সঙ্গে সে কাফেলার লোকদের জানের দুশমনি থাকলেও আরবের সর্ববাদী সম্মত ও সর্বসমর্থিত বিধান অনুযায়ী তার এলাকা হতে তাদেরকে অতিক্রম করে যেতে দিতে বাধা দান করতে পারে না। এ কারণে কুরাইশ বংশের লোকেরা বিশেষভাবে ভাবিত হয়ে পড়লো। তারা মনে করলো, মদীনার এ কাফেলার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে মক্কাশরীফে প্রবেশ করতে না দিলে সমগ্র আরবে সে জন্য কঠিন প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠবে, আরবের প্রত্যেকটি লোকই এ কাজকে অন্যায় বাড়াবাড়ি বলে অভিহিত করবে। সমগ্র আরবের গোত্রসমূহ মনে করতে শুরু করবে– আমরা বুঝি আল্লাহর ঘরের একচ্ছত্র মালিক হয়ে বসতে চাচ্ছি। প্রত্যেক গোত্রই চিন্তা করবে, ভবিষ্যতে কাকেও হজ্জ ও উমরা করতে দেয়া না দেয়া বুঝি আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। আমরা যার প্রতি বিরাগভাজন হব, তাকে বুঝি বায়তুল্লাহর যিয়ারত করতে তেমনি বাধাগ্রস্থ করবো, যেমন আজ এ যিয়ারত ইচ্ছুক লোকদের বাধা দিচ্ছি! এটা তো একটা মস্তবড় ভুল পদক্ষেপ হবে, সমস্ত আরব জনতা আমাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিমুখ হয়ে পড়বে! কিন্তু আমরা যদি মুহাম্মদকে এত বড় একটা কাফেলা সথে নিয়ে বিনা বাধায় আমাদের শহরে প্রবেশ করার সুযোগ দিই তাহলে সারাদেশে আমাদের আর কোন প্রতিপত্তি ও হাঁক-ডাক অবশিষ্ট থাকবে না। লোকেরা মনে করবে, আমরা মুহাম্মদের ব্যাপারে ভয় পেয়ে গেছি। বস্তুতঃ এ ছিল কুরাইশদের জন্যে একটা মস্তবড় সমস্যা। তারা এতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের জাহেলিয়াতের আত্মসম্মানবোধ ও বিদ্বেষই বিজয়ী হয়ে পড়লো। তারা নিজেদের নাক উঁচু রাখার সিদ্ধান্ত করলো, তারা কোনক্রমেই এ কাফেলাকে তাদের শহরে প্রবেশ করতে দেবে না।

---

*এই স্থানটা মদীনা হতে মক্কার দিকে প্রায় ছ'মাইল দূরত্বে অবস্থিত। বর্তমানে তাকে 'বীরে আলী' 'আলীর কূপ' বলা হয়। মদীনা হতে হজ্জযাত্রীরা এ স্থান হতে হজ্জ ও উমরার এহরাম বেঁধে থাকেন।

রসূলে করীম (সঃ) বনুকা'আব-এর এক ব্যক্তিকে 'সংবাদদাতা' হিসেবে আগে-ভাগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কুরাইশদের মনোভাব, ইচ্ছা, তৎপরতা ও গতিবিধি সম্পর্কে জেনে রসূলে করীম (সঃ)-কে আগাম জানিয়ে দেয়াই ছিল তার কর্তব্য। নবী করীম (সঃ) যখন 'উসফান' (মদীনা হতে উটের গাড়ীতে মক্কা যাওয়ার পথে দু'দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটা স্থান) পৌঁছিলেন তখন সে লোকটি এসে সংবাদ জানাল যে, কুরাইশের লোকেরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে (মক্কার বাইরে উসফানের পথে) 'যী-তাওয়া' নামক স্থানে এসে পৌঁছে গেছে। আর খালেদ ইবনে অলীদকে তারা দু'শ' উটের গাড়ীর আরোহী সৈন্যসহ (উসফান হতে মক্কার দিকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত) 'কুরাউল গাইম' নামক স্থানের দিকে আগে-ভাগে পাঠিয়ে দিয়েছে রসূলুল্লাহর অগ্রযাত্রা রোধ করার উদ্দেশ্যে। রসূলে করীম (সঃ)-এর কাফেলার সাথে খোঁচাখুঁচি করে তাদেরকে উত্তেজিত করে তোলাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য-যেন, যুদ্ধ সংঘটিত হলে সমগ্র দেশে রটিয়ে দেয়া যায় যে, এ লোকেরা আসলে লড়াই করবার উদ্দেশ্য নিয়েই এসে ছিল; যদিও বাহানা করেছিল উমরা করার, এবং ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তারা এহরাম বেঁধে রেখেছিল।

নবী করীম(সঃ) এ সংবাদ জানতে পেরেই চলার পথ পরিবর্তন করে দিলেন এবং অত্যন্ত বন্ধুর-দুরাতক্রম্য পথ ধরে বিশেষ কষ্ট সহকারে 'হুদাইবিয়া' নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। এ স্থানটা 'হারাম'-এর বিস্তীর্ণ এলাকার সীমান্তে অবস্থিত।এখানে বনুখুযা' আর সরদার বুদাইল ইব্‌নে আরকা তার গোত্রের কয়েকজন লোক সংগে নিয়ে নবী করীম (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হ'ল। জিজ্ঞাসা করলোঃ আপনি কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন? তিনি বললেনঃ আমরা কারও সংগে যুদ্ধ করতে আসি নি, কেবল মাত্র বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও তার তওয়াফ করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। সে লোক ক'জন কুরাইশ সরদারদের নিকট এ কথা পৌঁছে দিল এবং হারাম শরীফের যিয়ারাত-ইচ্ছুক এ কাফেলার পথ রোধ না করার পরামর্শ দিল। কিন্তু কুরাইশ সরদাররা তাদের একগুঁয়েমী ও জিদ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হ'ল না। তারা কুরাইশের বন্ধু সম্পর্ক গোত্র-সমষ্টি 'আহাবীশ' সরদার হুলাইস ইবনে আলকামাকে নবী করীম (সঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিল যেন সে তাঁকে ফিরে যেতে প্রস্তুত করে। কুরাইশ সরদারদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তার কথা না মানলে সে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসবে অতঃপর 'আহাবীশে'র সমস্ত শক্তি আমাদের পক্ষে নিয়োজিত ও ব্যবহৃত হতে পারবে। কিন্তু সে কার্যতঃ এসে যখন দেখতে পেল যে, সমস্ত কাফেলা-কাফেলার সব লোকই এহরাম বাঁধা অবস্থায় রয়েছে, কোরবানীর জন্তুগুলির গলায় চিহ্ন বাঁধা রয়েছে ও সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং এঁরা লড়াই করবার জন্যে না- বায়তুল্লাহর তওয়াফ করবার উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছেন, তখন সে নবী করীম (সঃ)-এর সাথে কোন কথা না বলেই মক্কায় ফিরে গেল। ফিরে গিয়ে কুরাইশ সরদারদের নিকট স্পষ্টভাষায় বলে দিল-এ লোকেরা বায়তুল্লাহর মহানত্ব মেনেই তার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছেন। তোমরা যদি তাঁদের কে বাধা দাও তাহলে 'আহাবীশ' এ কাজে তোমাদের সাথে কোন সহযোগিতাই করবে না। তোমরা কা'বার মর্যাদা ও সম্মান-মাহাত্ম্য পদদলিত করবে, আর সে কাজে আমরা তোমাদের সহযোগিতা করবো এই উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের 'মিত্র' হইনি।

এরপর কুরাইশদের পক্ষ হতে উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী আসলো। সে নিজস্বভাবে নানা কথা বুঝিয়ে রসূলে করীম (সঃ)-কে মক্কায় প্রবেশ করার ইচ্ছা হতে বিরত থাকবার জন্যে প্রস্তুত করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু নবী করীম (সঃ) বললেন, আমরা যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আসিনি। বনু খুযা'আকে তিনি এ জবাবই দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমরা তো আল্লাহর ঘরের মহানত্ব মেনে নিয়ে ও একটা দ্বীনী কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। উরওয়া ফিরে গিয়ে কুরাইশের লোকদেরকে বললেনঃ 'আমি কাইযার, কিসরা ও নাজাশীর দরবারেও গিয়েছি ; কিন্তু খোদার শপথ! আমি মুহাম্মদ (সঃ)-এর সংগী-সাথীদেরকে তাঁর জন্য যতখানি উৎসর্গীকৃত দেখতে পেয়েছি, এইরূপ দৃশ্য কোন বড় বড় বাদশাহর দরবারেও দেখতে পাইনি। এ লোকদের অবস্থা এই যে, মুহাম্মদ (সঃ) অযু করেন, আর তাঁর সংগী-সাথীরা পানির একটি ফোঁটাও মাটিতে পড়তে দেন না, তার সবই নিজেদের দেহ ও কাপড়ে মেখে নেন। এরূপ অবস্থায় তোমাদের প্রতিপক্ষ কে তা তোমরা ভাল করেই অনুধাবন করে নাও'।

দূতদের পর পর আসা-যাওয়া ও কথা বলার এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকলো। এ সময়-কালে কুরাইশরা চুপেচুপে রসূলে করীম (সঃ)-এর ক্যাম্পের উপর আক্রমণ চালিয়ে সাহাবীগণকে উত্তেজিত করে তুলতো এবং কোন-না কোন ভাবে এমন কোন কাজ করতে তাঁদেরকে বাধ্য করতে চেষ্টা করতে থাকে যাতে লড়াই বাধানোর সুযোগ ঘটে। তারা এ ষড়যন্ত্র করতে লাগলো কিন্তু প্রতিবারই সাহাবীদের ধৈর্য এবং নবী করীম (সঃ)-এর বুদ্ধিমত্তা, কৌশল ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাদের সমস্ত কলা-কৌশল ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম ব্যর্থ করে দিল। একবার তাদের চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক রাত্রিবেলা এল ও মুসলমানদের তাঁবুর উপর প্রস্তর বর্ষণ করতে লাগলো। সাহাবীগণ তাদেরকে গ্রেফতার করে নবী করীম (সঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত করলেন। কিন্তু তিনি এ সকলকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। অন্য এক সময় তানয়ীম*-এর দিক হতে ৮০জন লোক ঠিক ফজরের নামাযের সময় এল এবং আকস্মিক ভাবেই তারা আক্রমণ চালালো। এ লোকেরাও গ্রেফতার হ'ল, কিন্তু নবী করীম (সঃ) এদেরকেও মুক্তি দিলেন। কুরাইশদের প্রত্যেকটি কৌশলই এভাবে একের পর এক ব্যর্থ হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত স্বয়ং নবী করীম (সঃ) হযরত উসমান (রাঃ)-কে নিজের তরফ হতে দূত বানিয়ে মক্কা পাঠালেন। তাঁর মাধ্যমে কুরাইশ সরদারদের নিকট পয়গাম পাঠালেন, আমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসিনি, যিয়ারত ও তওয়াফের উদ্দেশ্য কুরবানীর জন্তুসহ এসেছি। আমরা তওয়াফ ও কুরবানী সম্পন্ন করে ফিরে যাব। কিন্তু তারা একথা মানলো না; উপরন্তু তারা হযরত উসমান (রাঃ)-কেই আটক করে রাখলো। এ সময়ই এদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, হযরত উসমান (রাঃ) শহীদ হয়েছেন। তিনি ফিরে না আসায় মুসলমান জনতা এ সংবাদকে সত্য বলে বিশ্বাস করলেন।----এ এক কঠিন সংকটপূর্ণ মুহূর্ত। অধিক সহ্য করার ও চুপচাপ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকার সুযোগ ছিল না। মক্কায় প্রবেশকরার ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তার জন্য শক্তি প্রয়োগ বাঞ্ছিত ও প্রার্থিত ছিল না। কিন্তু ব্যাপার যখন দূত হত্যা পর্যন্ত গড়িয়েছে তখন মুসলিম জনতার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকলো না। এ জন্যে নবী করীম (সঃ) তাঁর সমস্ত সংগী-সাথীদেরকে একত্রিত করে তাঁদের নিকট হতে এ কথার উপর 'বায়'আত' গ্রহণ করলেন যে, 'অতঃপর আমরা এখান হতে মৃত্যু পর্যন্তও পশ্চাদপসরণ করবো না'। অবস্থার নাযুকতা লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, এ কোন সাধারণ ও নগণ্য ধরনের 'বায়'আত' ছিল না। মুসলমান ছিলেন মাত্র ১৪ শত, সংগে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম বা অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই ছিল না। এ সময় তাঁরা নিজেদের আবাস-কেন্দ্র হতে আড়াই শত মাইল দূরে, মক্কার উপকণ্ঠে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে শত্রু পক্ষ পূর্ণ শক্তিতে তাঁদের উপর অতি সহজেই আক্রমণ করতে পারে। আর আশ-পাশ হতে নিজেদের মিত্র ও সমর্থক গোত্রসমূহকে সংগে নিয়ে তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে ফেলতেও কোন অসুবিধা ছিল না। এতদ'সত্ত্বেও মাত্র একজন ব্যক্তি ছাড়া সমগ্র কাফেলা-ই নবী করীম (সঃ)-এর হাতে মরতে ও মারতে প্রস্তুত থাকার জন্য 'বায়'আত' করতে একবিন্দু কুণ্ঠিত হ'লনা। তাঁদের ঈমানী নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা এবং খোদার পথে আত্মদান করতে প্রস্তুত থাকার ইহাপেক্ষা অধিক স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ আর কি হতে পারে? বস্তুতঃ এই 'বায়'আতেই' 'বায়'আতে রিযওয়ান'– খোদার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে আত্মদানমূলক শপথ ও অংগীকার নামে ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে এবং চিরদিনই তা ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে থাকবে।

পরবর্তী সময় জানা গেল, হযরত উসমানের নিহত হওয়ার সংবাদ ভূল ছিল। তিনি নিজেও যথাস্থানে ফিরে এলেন এবং কুরাইশদের পক্ষ হতে সুহাইল ইবনে-আমরের নেতৃত্বে একটা প্রতিনিধিদলও সন্ধির কথা-বার্তা বলার জন্যে রসূলে করীম (সঃ)-এর ক্যাম্পে উপস্থিত হ'ল। রসূলে করীম (সঃ) এবং তাঁর সংগী-সাথীদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতেই দেয়া হবেনা এরূপ জিদ ও একগুঁয়েমী তারা ত্যাগ করেছিল। অবশ্য নিজেদের নাক উঁচু রাখার জন্য

---

*এ মক্কার হারাম-সীমার বাইরে অবস্থিত একটা স্থান। মক্কার লোকেরা সাধারণত উমরা করার উদ্দেশ্যে এ স্থানে গিয়ে এহরাম বাঁধতো এবং তারপর ফিরে এসে উমরা আদায় করতো।

তারা বার বার শুধু বলতে লাগলোঃ আপনি এ বছর ফিরে যান, আগামী বৎসর উমরা করার জন্য আসতে পারেন। দীর্ঘ কথাবার্তার পর নিম্নোদ্ধৃত শর্তসমূহের ভিত্তিতে সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ করা হ'ল।

১. দশ বছর কাল পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। একদল অপর দলের বিরুদ্ধে গোপনে বা প্রকাশ্যে কোন রকমেরই তৎপরতা চালাবে না।

২. এ সময়-কালের মধ্যে কুরাইশদের কোন ব্যক্তি তার নেতার অনুমতি ব্যতীত পালিয়ে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন। আর তাঁর সংগী-সাথীদের মধ্য হতে কেউ কুরাইশদের নিকট চলে গেলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না।

৩. আরব গোত্রসমূহের মধ্যে যে গোত্র পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে কোন পক্ষের মিত্র হয়ে এ চুক্তিতে শামিল হতে চাইবে, সে অবশ্যই শামিল হতে পারবে, এ করার তার অধিকার রয়েছে।

৪. মুহাম্মদ (সঃ) এ বছর ফিরে যাবেন এবং আগামী বছর উমরা করার উদ্দেশ্যে এসে মাত্র তিন দিন মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন। অবশ্য অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে মাত্র একখানা করে তরবারি সংগে নিয়ে আসতে পারবেন। এ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধ-সরঞ্জাম সংগে আনতে পারবেন না। এ তিন দিনের জন্যে মক্কাবাসীরা তাঁদের জন্য শহর খালি করে দেবে, যেন কোনরূপ সংঘর্ষ সৃষ্টি হবার আশংকাও না থাকে। কিন্তু তারা এখান হতে ফিরে যাওয়ার সময় কোন এক ব্যক্তিকেও সংগে করে নিয়ে যেতে পারবেন না।

যে সময় এ সন্ধি চুক্তির শর্ত সমূহ ঠিক করা হচ্ছিল, তখন মুসলমানদের সমগ্র বাহিনী খুবই উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে পড়েছিল। ঠিক যে সব কল্যাণময় দিকের উপর দৃষ্টি রেখে নবী করীম (সঃ) এ শর্তসমূহ মেনে নিচ্ছিলেন, অন্য কারও দৃষ্টি সেই দূরবর্তী লক্ষ্যের উপর নিবদ্ধ ছিলনা। ফলে এ সন্ধির পরিণতিতে যে মহাকল্যাণ সাধিত হতে যাচ্ছিল, তা কেউই দেখতে পাচ্ছিলেন না। কাফের কুরাইশগণ এ শর্তসমূহকে নিজেদের সাফল্য মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিল। কিন্তু মুসলমানদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল– আমরা দুর্বলতা দেখিয়ে এ অপমানকর শর্তগুলো মেনে নেব কেন? হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর ন্যায় একজন সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জননেতার অবস্থাও খুবই উদ্বেগজনক ছিল। তিনি বলতে লাগলেনঃ 'ইসলাম কবুল করার পর আমার দিলে কখনও কোনরূপ সংশয় মাথা চাড়া দেয়নি। কিন্তু এ সময় আমিও তা হতে রক্ষা পেলাম না'। তিনি অস্থির হয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। বললেনঃ 'নবী করীম (সঃ) কি প্রকৃতই আল্লাহর রসূল নন? আমরা কি মুসলমান নই? তারা কি মুশরিক নয়?----- তা হলে আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এ অপামান ও লাঞ্ছনা কেন মাথা পেতে নেব? 'তিনি বললেনঃ 'হে উমর! তিনি সত্যই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ কখনই তাঁকে বিনষ্ট করবেন না'। এ শুনে তিনি আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারলেন না। তিনি রসূলে করীম (সঃ)-কেও এ প্রশ্ন গুলোই জিজ্ঞাসা করলেন। তিনিও তাঁকে সে রকম জবাবই দিলেন, যেমন দিয়েছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)। উত্তরকালে হযরত উমর (রাঃ) দীর্ঘদিন পর্যন্ত নফল নামায পড়া ও দান সাদকার কাজ করেছেন, যেন আল্লাহতা'আলা সে দিনের বেয়াদবীর অপরাধ ক্ষমা করে দেন যা তিনি নবী করীম (সঃ) এর ব্যাপারে করে ছিলেন।

এই সন্ধি চুক্তির দুটো কথা লোকদের মনে সর্বাধিক অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল। একটা কথা হ'ল দু'নম্বর শর্ত। লোকেদের মতে এ সুস্পষ্টরূপে সমতা ভংগকারী শর্ত। মক্কা হতে পালিয়ে আসা লোককে যদি আমরা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হই তা হলে মদীনা হতে পালিয়ে আসা লোককে তারা কেন ফিরিয়ে দেবে না? নবী করীম (সঃ) এ বিষয়ে বললেনঃ আমাদের নিকট হতে যারা পালিয়ে তাদের নিকট চলে যাবে, তারা আমাদের কোন্ কাজে লাগবে? আল্লাহতা'আলা তাদেরকে আমাদের নিকট হতে দূরে রাখেন এটাই তো মংগল, আর তাদের নিকট হতে যারা পালিয়ে আমাদের নিকট আসবে, আমরা যদি তাদেরকে ফিরিয়ে দিই, তা হলে আল্লাহতা'আলা তাদের জন্যে মুক্তি ও নিষ্কৃতির অপর কোন পথ বের করে দেবেন। এ ছাড়া চতুর্থ শর্তটিও লোকরা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারছিল না। মুসলমানরা মনে করছিলেন, এই শর্তটা মেনে নেবার অর্থ হ'ল আমরা সমগ্র আরবদের সম্মুখে ব্যর্থ

হয়ে ফিরে যাচ্ছি। এ ছাড়া আরও একটা প্রশ্ন তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। নবী করীম (সঃ) তো স্বপ্নে দেখেছিলেন আমরা মক্কায় তওয়াফ করছি, অথচ বাস্তবে আমরা তওয়াফ না করেই ফিরে যাওয়ার শর্ত মেনে নিচ্ছি। নবী করীম (সঃ) লোকদেরকে বুঝালেনঃ এ বছর তওয়াফ করা হবে, স্বপ্নে তা তো স্পষ্ট করে দেখানো হয় নি। সন্ধির শর্তানুযায়ী এ বছর না হলেও আগামী বছর তো ইনশা-আল্লাহ তওয়াফ করা হবেই!

এ সময়ই একটা ঘটনা সংঘটিত হয়। এ ঘটনাটি- বলা যেতে পারে- আগুনে ঘৃত ঢালার কাজ করেছে। সন্ধিরচুক্তি পত্র লিখিত হচ্ছিল, এ মুহূর্তেই সুহাইল ইবনে 'আমরের পুত্র আবু জান্দাল- যিনি ইতিপূর্বেই মুসলমান হয়েছিলেন এবং মক্কার কাফেরগণ তাঁকে বন্দী করে রেখেছিল- কোন না কোন রকমে পালিয়ে এসে নবী করীম (সঃ)-এর ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে গেলেন। তাঁর পায়ে বেড়ি লাগানো ছিল, আর তাঁর সমগ্র দেহের উপর অত্যাচার-নিপীড়নের স্পষ্ট চিহ্ন অংকিত ছিল। তিনি নবী করীম (সঃ)-এর নিকট ফরিয়াদ করলেন, 'আমাকে এ অন্যায় অকারণ বন্দীদশা হতে মুক্তি দিন'। এ মর্মান্তিক অবস্থা সহ্য করে নেয়া উপস্থিত সাহাবীদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সুহাইল ইবনে-আমর বললেন, সন্ধিপত্র লেখা সম্পূর্ণ না হলেও তার শর্তাবলী আমাদের পরস্পরে চূড়ান্তরূপে গৃহিত হয়েছে। কাজেই শর্তানুযায়ী আমার এ পুত্রকে আমার নিকট ফিরিয়ে দিতে আপনি বাধ্য। নবী করীম (সঃ) তার যুক্তি মেনে নিলেন এবং আবু জান্দালকে এ যালেমদের নিকটই সোপর্দ করে দেয়া হ'ল।

সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কাজটা চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর নবী করীম (সঃ) সমবেত সাহাবীগণকে বললেন, এখানেই কোরবানী করে মাথা মুন্ডন করে ফেল ও এহরাম খুলে ফেল। কিন্তু একজন লোকও নিজ স্থান হতে নড়লেন না। নবী করীম (সঃ) পর পর তিনবার এই নির্দেশ দিলেন, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এ সময় যে দুঃখ মর্মবেদনা, হতাশা ও অন্তর্জ্বালার সুগভীর সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিলেন, তাতে একজন লোকের পক্ষেও নিজ স্থান হতে এতটুকু নড়াচড়া করাও সম্ভবপর হ'ল না। অথচ নবী করীম (সঃ) সাহাবীগণকে কোন কাজের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁরা তা পুরোপুরি পালন করার জন্য সংগে সংগেই সক্রিয় হয়ে উঠেননি, রসূলে করীম (সঃ)-এর সমগ্র নবুয়্যাত-রিসালাতের জীবনে এটাই সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ঘটনা। এরূপ বিস্ময়কর ঘটনা এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কখনও ঘটেনি। এরূপ অবস্থা দেখে নবী করীম (সঃ) খুবই মর্মাহত হলেন। তিনি তাঁর ক্যাম্পে পৌছে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর নিকট তাঁর এ দুঃখ ও ক্ষোভের কথা প্রকাশ করলেন। তিনি নিবেদন করলেনঃ আপনি নিজে চুপচাপ চলে গিয়ে নিজের উটটা যবাই করে দিন এবং ক্ষৌরকার ডেকে নিজের মস্তক মুন্ডন করিয়ে নিন। এর পর লোকেরা নিজেরাই অগ্রসর হয়ে আপনার পদাংক অনুসরণ করবেন এবং তাঁরা বুঝে নেবেন যে, যা কিছু ফয়সালা হয়েছে তা আর পরিবর্তিত হবে না। কার্যতঃ হলও তাই। রসূলে করীম (সঃ)-এর কাজ দেখে লোকেরাও কোরবানী করলেন, মাথা মুণ্ডন করলেন বা চুল কাটালেন এবং এহরাম খুলে ফেললেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের হৃদয় যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছিল, হতাশা ও দুঃখে-ক্ষোভে তাঁদের কলিজাটা যেন ছিঁড়ে গিয়েছিল- এমনই ছিল তাঁদের মানসিক অবস্থা।

এর পর এ কাফেলা হুদাইবিয়ার সন্ধিকে নিজেদের ব্যর্থতা ও অপমান-লাঞ্ছনার চূড়ান্ত প্রতীক মনে করে মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করছিল। তখন মক্কা হতে প্রায় ২৫ মাইল দূরত্বে অবস্থিত যাজনান নামক স্থানে (কারো কারো ও কথানুযায়ী 'কুরাউল গাইম' নামক স্থানে) এ সূরাটি নাযিল হ'ল। এতে মুসলমান জনতাকে বলা হয়েছে যে তোমরা এ সন্ধিকে নিজেদের চরম পরাজয় মনে করলেও আসলে এটাই তোমাদের মহা বিজয়- 'ফতহুন আযীম'। এ সূরা নাযিল হওয়ার পর নবী করীম (সঃ) সমস্ত মুসলিম জনতাকে একত্রিত করলেন এবং বললেনঃ আজ আমার উপর এমন একটা জিনিস নাযিল হয়েছে যা আমার নিকট সমগ্র দুনিয়া ও তার অভ্যন্তরস্থ সবকিছুরই তুলনায় অধিক মূল্যবান। অতঃপর তিনি এ পাঠ করে সকলকে শুনিয়ে দিলেন এবং বিশেষ করে হযরত উমর (রাঃ)-কে ডেকে এটা শুনালেন। কেননা, হুদাইবিয়ার সন্ধির কারণে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক দুঃখিত ও মর্মাহত।

ঈমানদার লোকগণ আল্লাহতা'আলার এ মহাবাণী শুনেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই যখন এ সন্ধির কল্যাণ এক একটা করে প্রকাশ হতে শুরু হ'ল তখন এ সন্ধির যে বাস্তবিকই ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য এক মহা বিজয় সূচক ছিল তাতে কারো এক বিন্দু সন্দেহ থাকলো না।

১.এ সন্ধি চুক্তিতে আরব দেশে সর্ব প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের অবস্থিতিকে যথারীতি স্বীকৃতি ও সমর্থন দেয়া হল। এর পূর্ব পর্যন্ত আরবদের দৃষ্টিতে মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর সংগী-সাথীদের মর্যাদা ছিল এই যে, তাঁরা কুরাইশ ও আরবের অন্যান্য গোত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী একটি দল বা গোষ্ঠী মাত্র। তারা এদেরকে তাদের ভ্রাতৃগোষ্ঠী বহির্ভূত (outlaw) মনে করতো। এখন সেই কুরাইশরাই রসূলে করীম (সঃ)-এর সাথে সন্ধি চুক্তি করে ইসলামী রাষ্ট্র অধিকৃত অঞ্চলের উপর তার স্বাধীন সার্বভৌম কর্তৃত্ব মেনে নিল। আর আরবের অন্যান্য গোত্রসমূহের জন্য এ দুটো রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে যে কোন একটার সাথে ইচ্ছা হবে মিত্রতার সন্ধি চুক্তি করবার দ্বার ও সুযোগ উম্মুক্ত করে দিল।

২. মুসলমানদের জন্য আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার অধিকার মেনে নিয়ে কুরাইশরা যেন আপনা-আপনি একথাও স্বীকার করে নিল যে 'ইসলাম' ধর্ম বহির্ভূত ব্যবস্থা নয়– আজ পর্যন্ত তারা যদিও এ কথাই মনে করে এসেছে– বরং তা আরবে অবস্থিত ও বিরাজিত ধর্মসমূহের মধ্যেই একটা এবং অন্যান্য আরবদের ন্যায় হজ্জ ও উমরার অনুষ্ঠানাদি পালন করার অধিকার ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরও রয়েছে। কুরাইশদের এ যাবৎ কালীন মিথ্যা প্রচারণার ফলে আরববাসীদের দিলে ইসলামের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ জেগে উঠেছিল, এই সন্ধি চুক্তির ফলে তা হ্রাসপ্রাপ্ত হ'ল।

৩. দশ বছরকাল যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি হওয়ায় মুসলমানরা পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করলেন। এর ফলে তাঁরা আরবের সর্বদিক ও সর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করার অবাধ সুযোগ পেলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বে দীর্ঘ ১৯ বছরে যত সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এর পর মাত্র দুটো বছরেই তার অনেক বেশী সংখ্যক লোক ইসলাম কবুল করেছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে নবী করীম (সঃ)-এর সংগী ছিলেন মাত্র ১৪শ' জন মুসলমান, আর এর মাত্র দু'বছর পরই কুরাইশদের চুক্তি ভংগের ফলে নবী করীম (সঃ) যখন মক্কার উপর চড়াও হলেন, তখন দশ হাজার লোক তাঁর বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন– প্রকৃত পক্ষে এ হুদাইবিয়ার সন্ধিরই ফলশ্রুতি ছিল।

৪. কুরাইশদের পক্ষহতে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর নবী করীম (সঃ) ইসলাম-অধিকৃত ও প্রভাবাধীন অঞ্চলে ইসলামী রাষ্ট্রকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার এবং ইসলামী আইন-বিধান জারী করে মুসলিম সমাজকে একটা পূর্ণাংগ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্যাদায় উন্নতি করার অবাধ সুযোগ পেয়েছিলেন। বস্তুতঃ এ ছিল আল্লাহতা'আলার দেয়া একটা অতি বড় নিয়ামত। সূরা আল-মায়েদার তৃতীয় আয়াতে এ নিয়ামত সম্পর্কেই আল্লাহতা'আলা এরশাদ করেছেনঃ 'আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম। আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে কবুল করিয়া লইলাম'। (ব্যাখ্যার জন্য তফহীমুল কুরআনের সূরা মায়েদা– তফসীরের ভূমিকা ও ১৫ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য)।

৫.কুরাইশদের সাথে সন্ধি হয়ে যাওয়ায় মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র দক্ষিণ দিক হতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততা লাভ করলো। এতে বড় একটা ফায়দা এ হল যে, মুসলমানগন উত্তর আরব ও মধ্য আরবের সমস্ত বিরোধী গোত্রগুলোকে অতি সহজেই অধীন করে নিতে পারলো। হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মাত্র তিনটে মাসই অতিবাহিত হয়েছিল, এর মধ্যেই ইহুদীদের শক্তি কেন্দ্র খায়বর জয় হয়ে গেল। অতঃপর ফাদাক, ওয়াদিউল-কুরা, তাইমা ও তাবুকের ইহুদী জন-বসতিসমূহ ইসলামের অধীন হয়ে গেল। এ ছাড়া মধ্য আরবের যে সব গোত্র ইহুদী ও কুরাইশদের সাথে জোটবন্দী ছিল, তারা একটা একটা করে মুসলমানদের অধীনতা পাশে বন্ধী হয়ে গেল। এ

ভাবেই হুদাইবিয়ার সন্ধি মাত্র দুটো বছরের মধ্যেই সমগ্র আরবে শক্তির ভারসাম্য এমন ভাবে বদলে দিল যে, কুরাইশও মুশরিকদের শক্তি চাপা পড়ে গেল এবং ইসলামের সর্বাত্মক বিজয় অবধারিত হয়ে গেল। বস্তুতঃ মুসলমানগণ যে সন্ধিকে নিজেদের ব্যর্থতা এবং কুরাইশরা নিজেদের সাফল্য মনে করছিল তার বিপুল ও বিরাট কল্যাণময় অবদানসমূহ উপরোক্ত ধরনের ছিল। এ সন্ধির ব্যাপারে যে জিনিসটা সর্বাধিক দুঃসহ ছিল এবং কুরাইশগণ যে জিনিসটাকে নিজেদের বিজয় বলে ধরে নিয়েছেল তা ছিল মক্কাহতে প্রাণ নিয়ে মদীনায় পালিয়ে যাওয়া লোকদেরকে কুরাইশদের হাতে প্রত্যার্পণ করার এবং মক্কায় যাওয়া লোকদেরকে ফিরিয়া না দেয়ার শর্ত। কিন্তু অতি অল্প কাল অতিবাহিত হতে না হতেই এ শর্তটাও কুরাইশদের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে হয়ে গেল। নবী করীম (সঃ)-এর দূরদৃষ্টি সুদূর প্রসারী কোন্ সব কল্যাণ স্পষ্ট দেখতে পেয়ে এ শর্ত কবুল করে নিয়েছিল– তা বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রকটিত ও তার যথার্থতা প্রমাণিত হয়ে পড়লো। সন্ধির কিছুদিন পরই মক্কাহতে আবু বসীর নামক একজন মুসলমান কুরাইশদের কয়েদ হতে পালিয়ে বের হয়ে মদীনায় উপস্থিত হ'ল। কুরাইশরা তাঁর প্রত্যার্পণের দাবী জানালে, নবী করীম (সঃ) সন্ধি চুক্তির শর্তানুযায়ী তাঁকে সে লোকদের হাতে সোপর্দ করে দিলেন যাদেরকে তাঁকে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে মক্কাহতে পাঠান হয়েছিল। কিন্তু মক্কা যাওয়ার পথে তিনি তাদের হাত হতে আবার ছাড়া পেয়ে বের হয়ে গেলেন এবং লোহিত সাগরের বেলাভূমিতে গিয়ে অবস্থান শুরু করলেন, যেখান হতে কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলা যাতায়াত করতো। অতঃপর যে মুসলমানই কুরাইশদের কয়েদ হতে মুক্তি পেয়ে বের হওয়ার সুযোগ পেতেন, তিনিই মদীনা যাওয়ার পরিবর্তে আবু বসীরের অবস্থান স্থানে পৌছে যেতেন। এভাবে একজন একজন করে ক্রমশঃ ৭০জন মুসলমান এ স্থানে একত্রিত হয়ে গেলেন। তারা কুরাইশদের কাফেলার উপর আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তাদেরক চরমভাবে বিপর্যস্ত ও জর্জরিত করে দিতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত কুরাইশরা নিজেরাই নবী করীম (সঃ)-এর নিকট এই লোকদেরকে মদীনায় ডেকে নেবার জন্যে আবেদন জানাল। এর ফলে হুদাইবিয়ার সন্ধির সে শর্তটা স্বতঃই প্রত্যাহৃত হয়ে গেল। এ ঐতিহাসিক পটভূমি সম্মুখে রেখেই সূরাটা পাঠ করা আবশ্যক। তা হলেই এর নিগূঢ় তত্ত্ব যথার্থভাবে অনুধাবণ করা সম্ভব হবে।

آيَاتُهَا ٢٩ — (٤٨) سُوْرَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ — رُكُوْعَاتُهَا ٤

চার রুকূ মাদানী আলফাত্হ সূরা (৪৮) উনত্রিশ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অতীবমেহেরবান অশেষদয়াবান আল্লাহর নামে (শুরুকরছি)

إِنَّا	فَتَحْنَا	لَكَ	فَتْحًا	مُّبِيْنًا ①	لِّيَغْفِرَ	لَكَ	اللّٰهُ	مَا
নিশ্চয় আমরা	আমরা বিজয় দিয়েছি	তোমাকে (হেনবী)	বিজয়	সুস্পষ্ট	মাফকরেন যেন	তোমাকে	আল্লাহ	যা

تَقَدَّمَ	مِنْ	ذَنْۢبِكَ	وَ	مَا	تَأَخَّرَ	وَ	يُتِمَّ	نِعْمَتَهٗ	عَلَيْكَ
পূর্বে হয়েছে		তোমার গোনাহ	ও	যা	পরেহয়েছে	এবং	সম্পূর্ণকরেন (যেন)	তাঁর অনুগ্রহ	তোমার উপর

وَ يَهْدِيَكَ	صِرَاطًا	مُّسْتَقِيْمًا ②	وَّ	يَنْصُرَكَ	اللّٰهُ
তোমাকে পরিচালনা করেন	পথে	সরল সঠিক	এবং	তোমাকে সাহায্য করেন (যেন)	আল্লাহ

نَصْرًا	عَزِيْزًا ③
সাহায্য	বলিষ্ঠ

রুকূঃ১

১। হে নবী! আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি[১]।

২। যেন আল্লাহ তোমার পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন[২], এবং তোমার উপর তার নিয়ামত দান সম্পূর্ণ করেন এবং তোমাকে সঠিক সরল পথ দেখান[৩]।

৩। আর তোমাকে প্রবল পরাক্রান্ত সাহায্য দান করেন।

১। হোদাইবিয়ার সন্ধির পর বিজয়ের এ সুসংবাদ শোনানো হলে লোকে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিল যে- 'এই সন্ধিকে কেমন করে বিজয় বলা যেতে পারে; কাফেররা আমাদের দ্বারা যে শর্তগুলি মানাতে চাচ্ছিল এর মাধ্যমে আমরা তার সব কটি বাহ্যতঃ মেনে নিয়েছি'। কিন্তু অল্পকাল পরেই বুঝতে পারা গেল যে- এ সন্ধি প্রকৃত পক্ষে ছিল এক বিরাট বিজয়!

২। যে অবস্থা ও পরিস্থিতিতে এ বাক্য এরশাদ হয়েছিল তা লক্ষ্যে রাখলে পরিষ্কার রূপে বোঝা যায় যে- এখানে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে রসূলে করীমের (সঃ) নেতৃত্বে বিগত ১৯ বৎসর যাবৎ মুসলমানরা ইসলামের সফলতা ও বিজয়ের যে চেষ্টা-সাধনা করে আসছে তার মধ্যে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গিয়েছিল। এ কমি-খামিগুলি কোন মানুষের গোচরে নেই, বরং মানুষের জ্ঞান বুদ্ধিতো এই চেষ্টা-সংগ্রামে কোন ত্রুটির সন্ধান পেতে সম্পূর্ণরূপেই অক্ষম। কিন্তু আল্লাহতা'আলার দৃষ্টিতে পূর্ণতার যে উচ্চতর মানদণ্ড আছে তার বিচারে এর মধ্যে এমন কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল যার জন্যে এত সত্বর মুসলমানদের পক্ষে আরবের মোশরেকদের উপর চরম বিজয় সম্ভব হতে পারতো না। আল্লাহতা'আলার এরশাদের অর্থ হচ্ছে- এই ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ যদি তোমরা চেষ্টা-সংগ্রাম করতে থাকতে, আরবকে তোমাদের আধিপত্যের অধীনে আনতে এখনও এক দীর্ঘকালের প্রয়োজন হতো; কিন্তু আমি তোমাদের সেই সমস্ত দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা ও ক্ষমা করে নিছক নিজের অনুগ্রহ দ্বারা তার পূর্ণতা সাধন করে দিয়েছি এবং হোদাইবিয়ায় তোমাদের জন্য সেই বিজয় ও গৌরবের দরওয়াজা উন্মুক্ত করে দিয়েছি যা সাধারণ রীতিতে তোমাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় সম্ভব হতো না।

৩। এখানে রসূলুল্লাহকে (সঃ) সোজা রাস্তা দেখানোর অর্থ তাঁকে বিজয় ও সফলতার পথ দেখানো।

৪। সেই আল্লাহই মুমিনদের অন্তর সমূহে প্রশান্তি নাজিল করেছেন[৪], যেন তাদের ঈমানের সাথে তারা আরো একটি ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়। আকাশ ও পৃথিবীর সকল সৈন্য-সামন্ত আল্লাহর কুদরতের কব্‌জায় রয়েছে এবং তিনি সর্বজ্ঞ ও মহাবিজ্ঞানী।

৫। (তিনি এ কাজ করেছেন এজন্যে) যেন মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীদের চিরস্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করান যার নীচে ঝর্ণাধারা চিরপ্রবহমান হবে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি সমূহ তাদের থেকে দূর করে দিবেন– আল্লাহর নিকট এটা বড় রকমের সাফল্য;

৪। 'সকিনাত' অর্থ– স্থিরতা, নিশ্চিন্ততা ও হৃদয়ের প্রশান্তি। অর্থাৎ– হোদাইবিয়ার সন্ধির সময় যেরূপ উত্তেজনামূলক অবস্থাসমূহের উদ্ভব ঘটেছিল সে সবের মধ্যে মুসলমানদের ধৈর্য ধারণ করা ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নেতৃত্বের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে সেই অবস্থার মধ্য দিয়ে নিরাপদে ভালভাবে নিস্ক্রান্ত হওয়া, মাত্র আল্লাহতা'আলারই অনুগ্রহের ফল ছিল। নচেৎ সে সময় সামান্য একটু ত্রুটি সমস্ত কাজ পন্ড ও বিনষ্ট করে দিতো।

وَّ يُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ

এবং | শাস্তি দেবেন | মুনাফেক পুরুষদেরকে | ও | মুনাফেক নারীদেরকে | এবং

الْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ

মুশরিক পুরুষদেরকে | ও | মুশরিক নারীদেরকে | (যারা) ধারণাকারী | আল্লাহ সম্পর্কে | ধারণা

السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَ غَضِبَ اللّٰهُ

খারাপ | তাদের উপর (পড়েছে) | আবর্তন | অমঙ্গলের | এবং | রুষ্ট হয়েছেন | আল্লাহ

عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتْ

তাদের উপর | ও | তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন | এবং | প্রস্তুত করে রেখেছেন | তাদের জন্যে | জাহান্নাম | এবং (তা) | অতিনিকৃষ্ট

مَصِيْرًا ﴿۶﴾ وَ لِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ

প্রত্যাবর্তন স্থল | এবং | আল্লাহরই | সৈন্যসমূহ | আকাশমন্ডলীর | ও | পৃথিবীর

وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۷﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ

এবং | হলেন | আল্লাহ | মহাপরাক্রমশালী | মহাজ্ঞানী | নিশ্চয় আমরা | তোমাকে আমরা প্রেরণ করেছি

شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ﴿۸﴾ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ

সাক্ষ্যদাতা | ও | সুসংবাদদাতা হিসেবে | এবং | সর্তককারী রূপে | যাতে আন | তোমরা ঈমান | আল্লাহর উপর | ও | তার রসূলের উপর

৬. –এবং সেই সব মুনাফিক পুরুষ ও স্ত্রী এবং মুশরিক পুরুষ ও স্ত্রীগণকে শাস্তি দেবেন, যারা আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে। দোষ ও খারাবীর আবর্তনে তারা নিজেরাই পড়ে গেছে। আল্লাহর গজব হয়েছে তাদের উপর এবং তিনি তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। আর তাদের জন্যে জাহান্নাম সু-সজ্জিত করে দিয়েছেন, যা অত্যন্ত বেশী খারাপ স্থান।

৭. আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর সৈন্য-সামন্ত আল্লাহরই কুদরতের কব্‌জার মধ্যে রয়েছে এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

৮. হে নবী! আমরা তোমাকে সাক্ষ্যদাতা[৫], সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি।

৯. যেন, হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন

৫। শাহ্ অলিউল্লাহ সাহেব 'শাহেদ'-এর অনুবাদ করেছেন– 'সত্যের প্রকাশকারী' অর্থাৎ সত্যের সাক্ষ্যদাতা।

এবং তাঁকে (অর্থাৎ রসূলকে) সমর্থন ও শক্তি দাও, তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দাও; আর সকাল ও সন্ধ্যা আল্লাহর তসবীহ্ করতে থাক।

১০. হে নবী! যে সব লোক তোমার নিকট বায়'আত করতেছিল[৬] তারা আসলে আল্লাহর নিকট বায়'আত করতেছিল। তাঁদের হাতের উপর আল্লাহর হাত ছিল[৭]। এক্ষণে যারা এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কুফল তার নিজেরই সত্তার উপর পড়বে এবং যে সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে যা সে আল্লাহর সাথে করেছে, আল্লাহ খুব শীঘ্রই তাকে বড় শুভ প্রতিফল দান করবেন।

রুকুঃ২

১১. হে নবী! বদ্দু আরবদের মধ্যে যাদেরকে পিছনে রেখে দেয়া হয়েছিল[৮] এক্ষণে তারা এসে অবশ্যই তোমাকে বলবেঃ

৬। মক্কা মু'আয্যমাতে হযরত উসমানের (রাঃ) শহীদ হয়ে যাবার সংবাদ শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবায়ে কেরামদের কাছ থেকে হোদাইবিয়াতে যে অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন– এখানে তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এ অংগীকার এই সম্পর্কে লওয়া হয়েছিল যে– হযরত উসমানের (রাঃ) শাহাদতের ব্যাপার যদি সত্য প্রমাণিত হয় তবে মুসলমানেরা এখানে এবং এক্ষুনিই কুরাইশদের সাথে চরম বোঝাপড়া করে নেবে, তাতে যদি সকলেরই হত হ'তে হয় তাও স্বীকার।

৭। অর্থাৎ যে হাতে হাত রেখে সে সময় লোক অংগীকার করছিল তা ব্যক্তি হিসাবে রসূলের হাত ছিল না বরং আল্লাহর প্রতিনিধির হাত ছিল। এবং এই বয়'আত রসূলের (সঃ) মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতা'আলারই সংগে করা হচ্ছিল।

৮। উমরার প্রস্তুতি শুরু করার সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) সাথে চলার জন্য যাদের আহ্বান করেছিলেন এখানে মদীনার চতুঃপার্শ্বস্থ সেইসব লোকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ঈমানের দাবী সত্ত্বেও তারা মাত্র নিজেদের প্রাণের মায়ার খাতিরে ঘর থেকে বহির্গত হয়নি। তারা মনে করছিল– ঠিক এমন সময় উমরার জন্য কুরাইশদের গৃহে যাওয়ার অর্থ মরণের মুখেই নিজেদেরকে নিক্ষেপ করা।

شَغَلَتْنَآ	أَمْوَالُنَا
আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল	আমাদের ধনসম্পদ

وَ	أَهْلُونَا	فَ	اسْتَغْفِرْ	لَنَا ج	يَقُولُونَ	بِأَلْسِنَتِهِمْ
ও	আমাদের পরিবার পরিজন	তাই	ক্ষমাপ্রার্থনা করুন	আমাদের জন্যে	তারাবলে	তাদের জিহ্বা দিয়ে (এমন কথা)

مَّا	لَيْسَ	فِي	قُلُوبِهِمْ ط	قُلْ	فَمَنْ	يَمْلِكُ	لَكُم
যা	না	মধ্যে আছে	তাদের অন্তরে	বল	কে তবে	ক্ষমতা রাখে	তোমাদেরজন্যে

مِّنَ	اللهِ	شَيْئًا	إِنْ	أَرَادَ	بِكُمْ	ضَرًّا	أَوْ	أَرَادَ
হতে	আল্লাহর	কিছুমাত্র (বাঁচাতে)	যদি	ইচ্ছেকরেন তিনি	তোমাদেরকে	ক্ষতি করতে	অথবা	ইচ্ছেকরেন

بِكُمْ	نَفْعًا ط	بَلْ	كَانَ	اللهُ	بِمَا	تَعْمَلُونَ	خَبِيرًا ﴿١١﴾
তোমাদেরকে	কল্যাণের (কে বুঝতে পারে)	বরং	হলেন	আল্লাহ	ঐ বিষয়ে যা	তোমরা কাজকরছ	খুব অবহিত

بَلْ	ظَنَنْتُمْ	أَنْ	لَّنْ	يَّنْقَلِبَ	الرَّسُولُ	وَ	الْمُؤْمِنُونَ
বরং	তোমরা ধারণা করেছিলে	যে	কক্ষণ না	ফিরে আসতে পারবে	রসূল	ও	মু'মিনরা

إِلَىٰٓ	أَهْلِيهِمْ	أَبَدًا	وَّ	زُيِّنَ	ذَٰلِكَ	فِي	قُلُوبِكُمْ
প্রতি	তাদের পরিবারের	কখনও	এবং	সুখকর লেগেছিল	এটা	মধ্যে	তোমাদের অন্তরের

وَ	ظَنَنْتُمْ	ظَنَّ	السَّوْءِ ج	وَ	كُنْتُمْ	قَوْمًا	بُورًا ﴿١٢﴾
এবং	তোমরা ধারণা করেছিলে	একটা ধারণা	খারাপ	এবং	তোমরা ছিলে	লোক	বড় খারাপ (মানসিকতার)

'আমাদেরকে আমাদের ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততিদের চিন্তাই ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল, আপনি আমাদের জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করুন' এই লোকেরা নিজেদের মুখে সে সব কথা বলছে যা তাদের দিলে থাকে না। তাদেরকে বল! ঠিক আছে, এটাই যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালাকে কার্যকর হওয়া হতে বাধা দেবার সামান্য ক্ষমতাও কি কারো আছে, যদি তিনি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চান; কিম্বা চান কোন কল্যাণ দান করতে? তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে তো আল্লাহই ভালভাবে অবহিত।

১২. (কিন্তু আসল কথা তো তা নয় যা তোমরা বলছ) বরং তোমরা মনে করেছিলে যে, রসূল ও মু'মিনগণ নিজেদের পরিবার পরিজনদের কাছে কখনই প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না। এই খেয়ালটা তোমাদের দিলে খুবই ভাল লেগেছিল, এবং তোমরা খুবই খারাপ ধারণা মনে করেছ; আসলে তোমরা সাংঘাতিক খারাপ মন-মানসিকতার লোক।

১৩. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি যে সব লোক ঈমানদার নয় এমন কাফেরদের জন্যে আমরা দাউ দাউ করে জ্বলা অগ্নিকুন্ডলি প্রস্তুত করে রেখেছি।

১৪. আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর বাদশাহী, প্রভুত্ব ও প্রশাসন ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন; এবং তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১৫. তোমরা যখন গণীমতের মাল লাভ করার জন্যে যেতে থাকবে তখন এই পিছে রেখে যাওয়া লোকেরা তোমাদেরকে অবশ্যই বলবে আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও[৯]। এরা আল্লাহর ফরমান পরিবর্তন করে দিতে চায়। এদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দাওঃ 'তোমরা কখনই আমাদের সঙ্গে যেতে পারনা, আল্লাহ তো পূর্বেই একথা বলে দিয়েছেন'।

৯। অর্থাৎ সত্ত্বর এমন সময় আসবে যখন এইসব লোকই যারা আজ বিপদ-সংকুল অভিযানে তোমার সংগে যেতে কুণ্ঠিত হচ্ছে, তারা তোমাকে এমন এক অভিযানে যাত্রা করতে দেখবে যার মধ্যে অনায়াসলব্ধ জয় ও বহু যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রী লাভের সম্ভাবনা আছে বলে তারা ধারণা করবে; আর সে সময় তারা নিজেরাই ছুটে ছুটে তোমার কাছে আসবে ও বলবে– "আমাদেরও সাথে নিয়ে চলো"।

আরবি	অর্থ
فَسَيَقُولُونَ	অতঃপর তারা বলবে অবশ্যই
بَلْ	বরং
تَحْسُدُونَنَا ۚ	আমাদেরকে তোমরা হিংসাকরছ
بَلْ	আসলে
كَانُوا	তারাহল (এমন লোক যে)
لَا	না
يَفْقَهُونَ	তারাবুঝে
إِلَّا	এছাড়া
قَلِيلًا ﴿١٥﴾	অতিসামান্য
قُل	বল
لِّلْمُخَلَّفِينَ	পিছেথেকেযাওয়া লোকদেরকে
مِنَ	মধ্যহতে
الْأَعْرَابِ	মরুবাসীদের
سَتُدْعَوْنَ	তোমাদের ডাকাহবে শীঘ্রই (যুদ্ধ করতে)
إِلَىٰ	দিকে
قَوْمٍ	এক জাতির
أُولِي	সম্পন্ন
بَأْسٍ	শক্তি
شَدِيدٍ	প্রবল
تُقَاتِلُونَهُمْ	তাদেরসাথে তোমাদের যুদ্ধ করতেহবে
أَوْ	কিম্বা
يُسْلِمُونَ ۖ	তারা আত্মসমর্পন করবে
فَإِن	যদি অতঃপর
تُطِيعُوا	তোমরা আনুগত্য কর
يُؤْتِكُمُ	তোমাদেরকে দিবেন
اللَّهُ	আল্লাহ
أَجْرًا	পুরস্কার
حَسَنًا ۖ	উত্তম
وَ	আর
إِن	যদি
تَتَوَلَّوْا	তোমরা পিছে ফের
كَمَا	যেমন
تَوَلَّيْتُم	তোমরা পিছে ফিরেছ
مِّن قَبْلُ	ইতিপূর্বে
يُعَذِّبْكُمْ	তোমাদের শাস্তিদেবেন
عَذَابًا	শাস্তি
أَلِيمًا ﴿١٦﴾	যন্ত্রনাদায়ক
لَّيْسَ	নাই
عَلَى	জন্যে
الْأَعْمَىٰ	অন্ধের
حَرَجٌ	কোনঅপরাধ (জিহাদে না গেলে)
وَ	আর
لَا	না
عَلَى	জন্যে
الْأَعْرَجِ	পঙ্গুর
حَرَجٌ	কোন অপরাধ
وَ	এবং
لَا	না
عَلَى	জন্যে
الْمَرِيضِ	রোগীর
حَرَجٌ ۗ	কোনঅপরাধ
وَ	এবং
مَن	যে
يُطِعِ	আনুগত্যকরে
اللَّهَ	আল্লাহর
وَ	ও
رَسُولَهُ	তার রসূলের

এরা বলবেঃ 'না, তোমরাই বরং আমাদের প্রতি হিংসা পোষণ কর'। (অথচ এটা কোন হিংসার কথা নয়) আসলে এরা সঠিক কথা খুব কমই বুঝে।

১৬. এই পিছে রেখে যাওয়া বদ্দু আরবদেরকে বলে দাওঃ 'খুব শীঘ্রই তোমাদেরকে এমন সব লোকের সাথে লড়াই করার জন্যে ডাকা হবে যারা বড়ই শক্তিসম্পন্ন। তোমাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে; কিংবা তারা অনুগত হয়ে যাবে। সে সময় তোমরা যদি জিহাদের নির্দেশ পালন কর, তাহলে আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে উত্তম সওয়াব দিবেন। আর তোমরা যদি তেমনই পিছনে হটে যাও যেমন পূর্বে পিছনে ফিরে গিয়েছিলে, তাহলে আল্লাহ কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি দিবেন।

১৭. যদি অন্ধ, পঙ্গু ও রোগাক্রান্ত লোক জিহাদে না আসে তাহলে কোন দোষ নাই। যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে

আরবি	অর্থ
يُدْخِلْهُ	তাকে প্রবেশ করাবেন তিনি
جَنّٰتٍ	জান্নাতে
تَجْرِيْ	প্রবাহিত হয়
مِنْ تَحْتِهَا	তার পাদদেশে
الْاَنْهٰرُ ۚ	ঝর্ণাধারাসমূহ
وَ	এবং
مَنْ	যে
يَّتَوَلَّ	পিঠফিরাবে
يُعَذِّبْهُ	তাকে তিনি শাস্তি দিবেন
عَذَابًا	শাস্তি
اَلِيْمًا ﴿١٧﴾	মর্মন্তুদ
لَقَدْ	নিশ্চয়
رَضِيَ	সন্তুষ্ট হয়েছেন
اللّٰهُ	আল্লাহ
عَنِ	প্রতি
الْمُؤْمِنِيْنَ	মু'মিনদের
اِذْ	যখন
يُبَايِعُوْنَكَ	তোমারকাছে বায়'আত গ্রহণকরে তারা
تَحْتَ	নীচে
الشَّجَرَةِ	বৃক্ষটির
فَعَلِمَ	জানতেন তখন তিনি
مَا	যা
فِيْ	মধ্যে (ছিল)
قُلُوْبِهِمْ	তাদের অন্তরসমূহের
فَاَنْزَلَ	এজন্যে অবতীর্ণ করলেন
السَّكِيْنَةَ	প্রশান্তি
عَلَيْهِمْ	তাদের উপর
وَ	এবং
اَثَابَهُمْ	তাদের পুরস্কার দিলেন
فَتْحًا	বিজয়ের
قَرِيْبًا ﴿١٨﴾	আসন্ন
وَّ	এবং
مَغَانِمَ	যুদ্ধলব্ধ সম্পদসমূহ
كَثِيْرَةً	বহুল পরিমানে
يَّاْخُذُوْنَهَا ۗ	তা তারা গ্রহণ করবে
وَ	এবং
كَانَ	হলেন
اللّٰهُ	আল্লাহ
عَزِيْزًا	পরাক্রমশালী
حَكِيْمًا ﴿١٩﴾	মহাবিজ্ঞ

ع ٢

আল্লাহ তাকে সে সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যে সবের নিম্নদেশে ঝর্ণা সমূহ প্রবহমান হয়ে থাকবে; আর যে লোক মুখ ফিরিয়ে থাকবে তাকে অত্যন্ত মর্মান্তিক আযাব দিবেন।

রুকুঃ৩

১৮. আল্লাহতা'আলা মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, যখন তারা গাছের তলায় তোমার নিকট বায়'আত করতেছিল। তাদের দিলের অবস্থা তাঁর জানা ছিল। এ জন্যে তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন[১০]। পুরস্কার দান হিসেবে তাদেরকে তিনি নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন।

১৯. এতদ্ব্যতীত আরও বহু গণীমতের সামগ্রী তাদেরকে দিলেন, যা তারা (শীঘ্রই) অর্জন করবে[১১]। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞানী।

১০। এখানে 'সকিনাত' অর্থ– অন্তরের সেই অবস্থা যার ভিত্তিতে একজন মানুষ কোন মহান উদ্দেশ্যের জন্য– নিরুদ্বিগ্ন ও স্থিরচিত্তে হৃদয়ের পূর্ণ প্রসন্নতা ও প্রশান্তিসহ নিজেকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করে; এবং কোন ভয় ও চিত্তচাঞ্চল্য ছাড়াই এ চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে– যে কোন অবস্থায় এ কাজ সম্পন্ন করতেই হবে, তাতে ফল যাই হোক না কেন।

১১। এখানে খয়বর বিজয় ও তার যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَعَدَكُمُ	اللّٰهُ	مَغَانِمَ	كَثِيْرَةً	تَاْخُذُوْنَهَا	فَعَجَّلَ
তোমাদের ওয়াদা দিয়েছেন	আল্লাহ	যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সমূহের	বিপুল পরিমানে	তা তোমরা গ্রহণকরবে	ত্বরিৎভাবে এখন দিলেন

لَكُمْ	هٰذِهٖ	وَ	كَفَّ	اَيْدِيَ	النَّاسِ	عَنْكُمْ ۚ	وَ	لِتَكُوْنَ
তোমাদের জন্যে	এটা	এবং	বিরত রাখলেন	হাতগুলোকে	লোকদের	তোমাদের থেকে	এবং	এটাই হয়যেন

اٰيَةً	لِّلْمُؤْمِنِيْنَ	وَ	يَهْدِيَكُمْ	صِرَاطًا	مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢٠﴾
একটি নিদর্শন	মু'মিনদের জন্যে	ও	তোমাদের পরিচালনা করেন	পথে	সরল সঠিক

وَّ	اُخْرٰى	لَمْ	تَقْدِرُوْا	عَلَيْهَا	قَدْ	اَحَاطَ	اللّٰهُ	بِهَا ۗ
এবং	অন্যটি	নাই	তোমারা সক্ষম হও	তারউপর	নিশ্চয়	পরিবেষ্টন করে রেখেছেন	আল্লাহ	তা

وَ	كَانَ	اللّٰهُ	عَلٰى	كُلِّ	شَيْءٍ	قَدِيْرًا ﴿٢١﴾	وَ	لَوْ	قٰتَلَكُمُ
এবং	হলেন	আল্লাহ	উপর	সব	কিছুরই	ক্ষমতাবান	এবং	যদি	তোমাদের সাথে যুদ্ধকরত

الَّذِيْنَ	كَفَرُوْا	لَوَلَّوُا	الْاَدْبَارَ
যারা	কুফরীকরেছে	অবশ্যই ফিরাত তারা	পৃষ্ঠ সমূহকে

২০. আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল সংখ্যক গণীমতের সম্পদ দান করার ওয়াদা করছেন যা তোমরা অবশ্যই লাভ করবে[১২]। ত্বরিতভাবে তো এই বিজয় তিনি তোমাদেরকে দিলেনই[১৩] আর লোকদের হাত তোমাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হওয়া হতে বিরত রাখলেন[১৪] যেন এটা মু'মিনদের জন্যে একটি নিদর্শন হয়ে উঠতে পারে, আর আল্লাহ সহজ সঠিক নিভুল ঋজু পথের হেদায়াত দান করেন।

২১. এছাড়া আরো অনেক গণীমত দেওয়ারও তিনি তোমাদের নিকট ওয়াদা করছেন যা অর্জন করতে তোমরা এখন পর্যন্ত সক্ষম হওনি। আর আল্লাহ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন[১৫]। আল্লাহ তো সব কিছুর উপরই শক্তিমান।

২২. এ কাফেররা যদি এ সময়ই তোমাদের সাথে লড়াই শুরু করে দিত তাহলে নিশ্চিতই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত

১২। খয়বরের পর অন্যান্য যে সমস্ত বিজয় মুসলমানরা ক্রমাগত লাভ করতে থাকে এখানে সেই সবকে বুঝানো হয়েছে।

১৩। এখানে হোদাইবিয়ার সন্ধিকে বোঝানো হয়েছে, সূরার সুচনায় যাকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে অভিহিত করা হয়েছে।

১৪। অর্থাৎ হোদাইবিয়াতে তোমাদের সাথে সংগ্রাম করার মত সাহস তিনি কুরাইশ কাফেরদেরকে দেননি যদিও সমস্ত বাহ্য অবস্থার দিক দিয়ে তারা অনেক বেশী উত্তম পজিশানে ছিল এবং সামরিক দিক থেকে তোমাদের পাল্লা তাদের তুলনায় খুবই দুর্বল দেখাচ্ছিল।

১৫। খুব সম্ভব এখানে মক্কা বিজয়ের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ এখন তো মক্কা তোমাদের অধীনস্থ হয়নি কিন্তু আল্লাহ তাকে নিজ বেষ্টনীতে নিয়েছেন এবং হোদাইবিয়ার এই জয়ের ফলস্বরূপ মক্কাও তোমাদের আয়ত্তের মধ্যে এসে যাবে।

ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا
এরপর না তারাপেত কোন পৃষ্ঠপোষক

وَّ لَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ
আর না কোন সাহায্যকারী স্থায়ীরীতি আল্লাহর যা নিশ্চয় অতীত হয়েছে

قَبْلُ ۚ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾ وَ هُوَ
পূর্বেও এবং কক্ষণনা পাবে তুমি রীতিতে আল্লাহর কোন পরিবর্তন এবং তিনিই

الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ
যিনি বিরত রেখেছিলেন তাদের হাতগুলোকে তোমাদের হতে ও তোমাদের হাতগুলোকে তাদের হতে

بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ؕ
উপত্যকায় মক্কার এরপরেও যে তোমাদের বিজয় দিয়েছিলেন তাদের উপর

وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٢٤﴾ هُمُ الَّذِيْنَ
এবং হলেন আল্লাহ ঐ বিষয়ে যা তোমরা কাজকর খুবদেখছেন তিনিই যারা

كَفَرُوْا وَ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
কুফরী করেছে ও তোমাদের বাধা দিয়েছে হতে মসজিদে হারাম

এবং তারা কোন পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী পেতনা।

২৩. এটা আল্লাহর স্থায়ী রীতি, এটা পূর্ব হতেই চলে আসছে। আর তোমরা আল্লাহর সুন্নাতে কোন রকম পরিবর্তন পাবে না।

২৪. তিনিই তো মক্কার উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে বিরত রেখেছিলেন। অথচ তিনি তাদের উপর তোমাদেরকে আধিপত্য ও বিজয় দান করেছিলেন। আর তোমরা যা কিছু করতেছিলে, আল্লাহ তা দেখতেছিলেন।

২৫. এরাই তো সেই লোক যারা কুফরী করেছে ও তোমাদেরকে মসজিদে হারাম পর্যন্ত পোছাতে দেয়নি

وَ	الْهَدْيَ
এবং	কোরবাণীর পশুগুলোকেও

مَعْكُوفًا	أَنْ يَبْلُغَ	مَحِلَّهُ	وَ	لَوْ	لَا	رِجَالٌ	مُّؤْمِنُونَ
(যা ছিল) 'আবদ্ধ'	পৌছুতে	তার কোরবাণীর জায়গায়	এবং	যদি	না (আশংকা থাকত),	(এমন কিছু) পুরুষ	ঈমানদার

وَ	نِسَاءٌ	مُّؤْمِنَاتٌ	لَّمْ	تَعْلَمُوهُمْ	أَنْ	تَطَئُوهُمْ
ও	স্ত্রীলোক	ঈমানদার	না	যাদেরকে তোমরা জানতে	যে	তাদেরকে পিষ্ট করতে তোমরা

فَتُصِيبَكُمْ	مِّنْهُمْ	مَّعَرَّةٌ	بِغَيْرِ عِلْمٍ	لِيُدْخِلَ
তোমাদের ফলে পৌছুত	তাদের কারণে	কলংক	অজ্ঞতাবশতঃ (তবে ফয়সালা হয়ে যেত)	(এটাকরেছেন এজন্যে) প্রবেশ করান যেন

اللَّهُ	فِي	رَحْمَتِهِ	مَن	يَشَاءُ	لَوْ	تَزَيَّلُوا	لَعَذَّبْنَا
আল্লাহ	মধ্যে	তাঁর রহমতে	যাকে	তিনি ইচ্ছে করেন	যদি	তারা পৃথকহত	আমরা শাস্তি দিতাম অবশ্যই

الَّذِينَ	كَفَرُوا	مِنْهُمْ	عَذَابًا	أَلِيمًا (২৫)
(তাদেরকে) যারা	কুফরী করেছে	তাদের মধ্যহতে	শাস্তি	মর্মন্তুদ

এবংকোরবানীর উটগুলোকেও কোরবানীর স্থানে পৌছাতে বাধা দিয়েছে। (মক্কায়) যদি এমন মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রীলোক বর্তমান না থাকত যাদেরকে তোমরা জাননা এবং এ আশংকা না থাকত যে, অজ্ঞতাবশতঃই তোমরা তাদেরকে পর্যুদস্ত করে দেবে ও তার ফলে তোমাদের উপর কলংক আসবে (তাহলে যুদ্ধ বিরত রাখা হত না; এটা বিরত রাখা হয়েছে এজন্যে) যেন আল্লাহ তাঁর রহমতে যাকে ইচ্ছে শামিল করে নিতে পারেন। সেই মু'মিনরা যদি পৃথক হত তাহলে (মক্কাবাসীদের মধ্যে) যারা কাফের ছিল তাদেরকে আমরা অবশ্যই কঠিন শাস্তি দিতাম১৬।

১৬। এই মোসলেহাতের কারণেই আল্লাহতা'আলা হোদাইবিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেননি। মক্কা শরীফে সে সময় এমন অনেক মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ বর্তমান ছিলেন যারা নিজেদের ঈমান গুপ্ত রেখেছিলেন অথবা যাদের ঈমান প্রকাশ্যে জানা থাকলেও তারা নিজেদের উপায়হীনতার কারণে হিজরত করতে সক্ষম ছিলেন না,এবং এর ফলে যুলম অত্যাচারের শিকারে পরিণত হচ্ছিলেন। এই অবস্থায় যদি যুদ্ধ ঘটতো এবং মুসলমানেরা কাফেরদেরকে পিষ্ট করে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতেন তবে, কাফেরদের সাথে সাথে মুসলমানেরাও অনবধানবশতঃ মুসলমানদের হাতে নিহত হতো। এই মোসলেহাতের আর একটি দিক হচ্ছে- আল্লাহতা'আলা এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজিত করে মক্কা জয় করতে ইচ্ছা করেন নি,বরং তাঁর লক্ষ্য ছিল দু'বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক দিক থেকে বেষ্টিত করে তাদেরকে এমন ভাবে নিরুপায় করে দেওয়া যেন তারা কোন প্রতিরোধ ছাড়াই পরাজিত হয় এবং এক একটি সমগ্র গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে যেন আল্লাহর রহমতের মধ্যে দাখিল হতে পারে। মক্কা বিজয়ে সেরূপই ঘটেছিল।

২৬. (এ কারণেই) এ কাফেররা যখন নিজেদের মনে বর্বরতামূলক আত্ম-গর্ব ও বিদ্বেষ বসিয়ে নিল তখন আল্লাহ তাঁর রসূল ও মু'মিনদের প্রতি পরম প্রশান্তি নাযিল করলেন[১৭]; এবং মু'মিনদেরকে তাকওয়ার নীতির অনুসারী করে রাখলেন, এবং তারাই এর অধিক উপযুক্ত ও অধিকার-সম্পন্ন ছিল। আল্লাহ তো সব বিষয়ে জ্ঞানবান।

রুকূঃ৪

২৭। বস্তুতঃ আল্লাহতা'আলা তাঁর রসূলকে সঠিক স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন যা পুরাপুরিভাবে সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল[১৮]। আল্লাহ চাইলে তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে পূর্ণমাত্রায় শান্তি-নিরাপত্তাসহ প্রবেশ করবে[১৯],

১৭। এখানে 'সকিনাত'- এর অর্থ ধৈর্য ও শোভন গাম্ভীর্য, যার সাহায্যে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও মুসলমানগণ কাফেরদের জাহেলানা দুঃসাহসের মুকাবিলা করেছিলেন। তাঁরা তাদের এই স্পষ্ট বাড়াবাড়িতে উত্তেজনাবশতঃ আত্মসংযম হারিয়ে ফেলেননি এবং তাদের জবাবে এমন কোন কিছু করেননি যার দ্বারা সত্যের সীমালংঘন ঘটে বা যা ন্যায়-পরতার খেলাফ হয়, অথবা যার ফলে ব্যাপার সুভাবে সমাধা হওয়ার পরিবর্তে অধিকতর বিগড়ে যায়।

১৮। এ সেই প্রশ্নের উত্তর যে প্রশ্ন মুসলমানদের অন্তরে বারবার খটকাচ্ছিল। তারা বলছিল- রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বপ্নে দেখেছেন, তিনি মসজিদে হারামের মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং বায়তুল্লাহের তওয়াফ করেছেন। কিন্তু এ কেমন হলো? আমরা উমরা সম্পন্ন না করেই ফিরে চলেছি ?

১৯। পরবর্তী বৎসর যিলকদ মাসে এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছিল। ইতিহাসে এ উমরা "উমরাতুল কাদা" নামে বিখ্যাত।

নিজেদের মাথা-মুন্ডন করাবে ও চুল কাটাবে। আর তোমরা কোন ভয়ের সম্মুখীন হবে না। তিনি সে কথা জানতেন যা তোমরা জানতে না। এ কারণে সে স্বপ্ন পূর্ণ হবার পূর্বে তিনি এই নিকটবর্তী বিজয় তোমাদেরকে দান করেছেন।

২৮. তিনি সেই আল্লাহ যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্যদ্বীন সহ পাঠিয়েছেন, যেন তাকে সমগ্র দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দিতে পারেন। আর এ মহাসত্য সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট[২০]।

২৯. মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসূল। আর যে সব লোক তার সঙ্গে রয়েছে তারা কাফেরদের প্রতি শক্ত,কঠোর[২১]

২০। এখানে এ কথা বলার কারণ হচ্ছে– হোদাইবিয়াতে যখন সন্ধির চুক্তি-পত্র লেখা হচ্ছিল তখন মক্কার কাফেররা হুযুরের সম্মানিত নামের সংগে 'রসূলুল্লাহ' এই শব্দ লেখার প্রতি আপত্তি উত্থাপন করেছিল.এর উত্তরে বলা হয়েছে – রসূলের রসূল হওয়া এমন এক সত্য ব্যাপার কেউ তা মানুক বা না মানুক তাতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। যদি কিছু লোক এ বিষয়ে মানতে না চায়, তো না মানুক। এ বিষয়ের সত্য হওয়া সম্পর্কে মাত্র আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট!

২১। আরবী ভাষায় বলা হয় فلان شديد عليه –অমুক ব্যক্তি তার প্রতি কঠোর। অর্থাৎ তাকে চাপ দিয়ে নত করা, বশে আনা ও নিজের উদ্দেশ্যের অনুকূল বানানো তার পক্ষে দুঃসাধ্য। সাহাবা কেরামদের কাফেরদের প্রতি কঠোর হওয়ার অর্থ হচ্ছে– তারা মোমের পুতুল নন যে কাফেররা যেদিকে ইচ্ছা করবে সেই দিকে তাঁদের ফেরাবেন, তাঁরা কোমল তৃণ নয় যে কাফেররা অনায়াসে তাদের চর্ব্বন করে নেবে। কোন ভয় ডর দ্বারা তাদের দাবানো যাবে না; কোন প্রলোভন ও প্ররোচনা দ্বারা তাদের খরিদ করা যাবে না। যে মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা জীবন-মরণ পণ করে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)–এর সংগে সহযোগিতা করার জন্য উত্থিত হয়েছেন তা থেকে তাঁদের বিচ্যুত করার শক্তি কাফেরদের মধ্যে নেই।

يَّبْتَغُوْنَ	سُجَّدًا	رُكَّعًا	تَرٰىهُمْ	بَيْنَهُمْ	رُحَمَآءُ
তারা সন্ধানকরে	সিজদাকারী হিসেবে	রুকুকারী	তাদের দেখবে তুমি	তাদের(নিজেদের) মাঝে	ভারাদয়াশীল

وُجُوْهِهِمْ	فِيْ	سِيْمَاهُمْ	رِضْوَانًا	وَ	اللّٰهِ	مِّنَ	فَضْلًا
তাদের মুখমন্ডলে		তাদের চিহ্ন (উজ্জ্বল হয়ে আছে)	(তাঁর) সন্তুষ্টি	ও	আল্লাহর	নিকটহতে	অনুগ্রহ

وَ	التَّوْرٰىةِ	فِيْ	مَثَلُهُمْ	ذٰلِكَ	السُّجُوْدِ	اَثَرِ	مِّنْ
এবং	তাওরাতের	মধ্যে (রয়েছে)	তাদের গুণপরিচয়	এই	সিজদাসমূহের	প্রভাবে	

فَاٰزَرَهٗ	شَطْـَٔهٗ	اَخْرَجَ	كَزَرْعٍ	الْاِنْجِيْلِ	فِي	مَثَلُهُمْ
তাকে শক্তিশালীকরে এরপর	তার অংকুর	(যা) নির্গতকরে	(তাদের) দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছের	ইনজীলেরও	মধ্যে (রয়েছে)	তাদেরগুণ পরিচয়

الزُّرَّاعَ	يُعْجِبُ	سُوْقِهٖ	عَلٰى	فَاسْتَوٰى	فَاسْتَغْلَظَ
চাষীদেরকে	আনন্দদেয়	তার কান্ডের	উপর	দৃঢ়ভাবে দাড়ায় অতঃপর	শক্তহয় অতঃপর

وَ	اٰمَنُوْا	الَّذِيْنَ	اللّٰهُ	وَعَدَ	الْكُفَّارَ	بِهِمُ	لِيَغِيْظَ
ও	ঈমান এনেছে	(তাদেরকে) যারা	আল্লাহ	ওয়াদাদিয়েছেন	কাফেরদের	তাদের কারণে	গাত্রদাহ যেন করে

عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾	اَجْرًا	وَّ	مَّغْفِرَةً	مِنْهُمْ	الصّٰلِحٰتِ	عَمِلُوا
বিরাট	পুরস্কার	ও	ক্ষমা	তাদের মধ্যে হতে	নেকীর	কাজকরেছে

এবং পরস্পর পূর্ণ দয়াশীল[২২]। তোমরা তাদেরকে রুকূ'তে, সিজদায় ও আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তোষের সন্ধানে আত্ম-নিমগ্ন দেখতে পাবে। সিজদা সমূহের চিহ্ন তাদের মুখাবয়বে ভাস্বর হয়ে আছে যার দ্বারা তারা স্বতন্ত্রতা সহকারে পরিচিত হয়[২৩]। তাদের এই গুণ পরিচিতি তাওরাতে উল্লেখিত; আর ইনজীলে তাদের চিহ্ন এরূপ যে, যেন একটা কৃষিক্ষেত, তা প্রথমে অংকুর বের করেছে, পরে তাকে শক্তিশালী করেছে। পরে তা মোটা ও শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এরপর তা নিজ কান্ডের উপর দাঁড়িয়ে যায়। চাষকারীদেরকে তা সন্তুষ্ট করে দেয়, যেন কাফেররা এ সবের ফুলে ফলে সুশোভিত হবার দরুন জ্বলতে থাকে। এ দলের লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও নেক-আমল করেছে আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমা ও অতি বড় শুভ প্রতিফলের ওয়াদা করেছেন।

২২। অর্থাৎ তাঁদের যা কিছু কঠোরতা তা ধর্মের শত্রুদের জন্য– মু'মিনদের জন্য নয়, মু'মিনদের পক্ষে তাঁরা কোমল, দয়ালু, স্নেহপ্রবণ, সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল। নীতি ও আদর্শের ঐক্য তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা, ঐক্যভাব ও আনুকূল্য সৃষ্টি করে দিয়েছে।

২৩। এর অর্থ কপালের সেই দাগ নয় সিজদার ফলে কোন কোন নামাযীর চেহারাতে যা দেখা যায় বরং এর অর্থ– খোদা ভীরুতা, সদাশয়তা, সম্ভ্রমশীলতা, সচ্চরিত্রতার সেই সমস্ত চিহ্ন খোদার সামনে অবনত হওয়ার করণে যা স্বাভাবিকভাবে মানুষের চেহারাতে প্রকট হয়ে ওঠে। আল্লাহতা'আলার এরশাদের মর্ম হচ্ছে– মুহম্মদ (সঃ)-এর সহচরবৃন্দ তো এরূপ যে তাঁদের দেখা মাত্র এক ব্যক্তি প্রথম দৃষ্টিতেই একথা বুঝতে পারে যে-এঁরা সৃষ্টির সর্বোত্তম চরিত্র বিশিষ্ট মানুষ, কেননা খোদা পরস্তির নূর –.আল্লাহর উপাসনা-আনুগত্যের জ্যোতি এঁদের চেহারাতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে।

সূরা আল-হুজুরাত

নামকরণঃ এ সূরার চতুর্থ আয়াত ان الذين ينادونك من وراء الحجرات হতে এর নাম গৃহিত এবং আয়াতে উক্ত 'আল-হুজুরাত' শব্দটিকেই গোটা সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এ সেই সূরা যাতে 'আল-হুজুরাত' শব্দটি রয়েছে। ('হুজুরাত' অর্থ ঘরের চার দেয়াল)।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ এ সূরাটি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থায় নাযিল হওয়া আইন-বিধান ও খোদায়ী হেদায়াতের সমন্বয় ও সমষ্টি। মূল বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে এ গুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ কারণে সংশ্লিষ্ট সমস্ত আইন-বিধান ও হেদায়াতকে একটি সূরায় একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। সূরার আলোচিত বিষয়াদি দেখলেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা হতেও এ কথা জানা যায়। হাদীসের বর্ণনা হতে এ কথাও জানা যায় যে, উক্ত আইন-বিধানের অধিকাংশই মদীনা শরীফে নবী জীবনের শেষের দিকে নাযিল হয়েছিল। যেমন ৪নং আয়াত সম্পর্কে তফসীরকারগণ বলেছেন এটা বনুতামীম সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। এ গোত্রের প্রতিনিধি এসে নবীর বেগমগণের হুজুরাতসমূহের বাইরে থেকে নবী করীম (সঃ)-কে ডাকাডাকি শুরু করেছিল। নবী-চরিত সংক্রান্ত সমস্ত গ্রন্থে এ প্রতিনিধি আগমনের সময়-কাল ৯ম হিজরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপ ভাবে ৬নং আয়াত সম্পর্কে বহু কটি হাদীস হতে জানা যায় যে, এ আয়াতটি অলীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। নবী করীম (সঃ) তাঁকে বনুল-মুস্তালিক গোত্র হতে যাকাত আদায় করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। আর অলীদ ইব্‌নে উকবা (রাঃ) যে মক্কা বিজয়কালে মুসলমান হয়েছিলেন একথা তো জানাই রয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ এ সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় হ'ল মুসলমানদেরকে ঈমানদার-উপযোগী আদব-কায়দা ও নিয়ম-নীতি শিক্ষা দেয়া। প্রাথমিক পাঁচটি আয়াতে তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আচার-আচরণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। পরে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যে কোন শুনা খবর বিশ্বাস করে নেয়া এবং তার উপর নির্ভর ও ভিত্তি করে কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা কোনক্রমেই উচিত হতে পারে না। কোন ব্যক্তি, দল বা জাতির বিরুদ্ধে কোন সংবাদ পাওয়া গেলে প্রথমতঃ চিন্তা করতে হবে, সংবাদটি পাওয়ার সূত্রটি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য কি-না! বিশ্বাস্য ও নির্ভরযোগ্য বিবেচিত না হলে সে সম্পর্কে কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে সূক্ষ ভাবে তদন্ত ও অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে চেষ্টা করতে হবে যে, মূল সংবাদটি সত্য কি না ! এরপর মুসলমানদের দু'টো বিবাদমান দল যদি কোন সময় পারস্পরিক সংঘর্ষ ও লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে তখন মুসলমান জনগণের পক্ষে কোন্ কর্মপন্থা অবলম্বন করা কর্তব্য তা বলা হয়েছে।

অতঃপর মুসলমান জনগণকে সে সব অন্যায় ও অবাঞ্ছনীয় কাজকর্ম হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে যা সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনে বিপর্যয়, ভাঙ্গন ও অশান্তির সৃষ্টি করে; যার দরুন পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। বস্তুতঃ পরস্পরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা, ভর্ৎসনা করা, গালাগালি করা,এক-একজনের খারাপ নামকরণ করা, অন্য লোক সম্পর্কে খারাপ ধারণা মনে পোষণ করা, অন্যদের অবস্থা আতিপাতি করে খুঁজে জানতে চেষ্টা করা, লোকদের অজ্ঞাতসারে-অনুপস্থিতিতে তাদের দোষ বলা ও প্রচার করে বেড়ানো- এসব অত্যন্ত খারাপ ও অশান্তির বীজ বপনকারী কাজ। এ গুলো মূলতঃ ও স্বতঃই গুনাহের কাজ। এ কাজগুলো সমাজে চরম ভাঙ্গন-বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করে। আল্লাতা'আলা এ গুলোর এক একটা নাম নিয়ে তার প্রত্যেকটাকেই হারাম ঘোষণা করেছেন।

এর পর যে সব জাতীয় ও বংশীয়-গোত্রীয় বৈষম্য-পার্থক্য মানব সমাজে ও জগতে ব্যাপক বিপর্যয় ও অশান্তির সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে, সে গুলোর উপর প্রচন্ড আঘাত হানা হয়েছে। বস্তুতঃ বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও বংশ পরিবারের নিজেদের মর্যাদা ও আভিজাত্য নিয়ে গৌরব-অহংকার করা এবং অন্যলোকদেরকে নিজেদের অপেক্ষা হীন ও নীচ জ্ঞান,আর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এবং অন্য লোকদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা– এগুলোই হচ্ছে সমগ্রিকভাবে দুনিয়া ও মানব-সমাজের যুলুম-নির্যাতন ও নিষ্পেষণে জর্জরিত হয়ে পড়ার প্রধানতম কারণ। আল্লাহতা'আলা একটা সংক্ষিপ্ত আয়াতে এ সবের মুলোৎপাটন করেছেন। বলেছেন, সমস্ত মানুষ একই মূল হতে উৎসারিত, একই বংশ হতে উদ্ভূত। বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও শ্রেণীতে তাদের বিভক্ত হয়ে পড়া নিছক পারস্পরিক পরিচিতির জন্য মাত্র। এ গুলো পারস্পরিক গৌরব ও অহংকার করার উপকরণ নয়। উপরন্তু একজন মানুষের উপর অপর একজন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রাধান্য ও মর্যাদা কেবলমাত্র নৈতিক মর্যাদার দরুনই স্বীকৃত হতে পারে। এ ব্যতীত তার বৈধ ভিত্তি আর কিছুই নেই।

সূরার শেষদিকে জনগণকে বলে দেয়া হয়েছে যে, ঈমানের মৌখিক দাবীই আসল জিনিস নয়। প্রকৃত আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সঃ)-কে মেনে নেয়া, কার্যত অনুগত হয়ে জীবন-যাপন করা এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার সংগে আল্লাহর পথে নিজের জান ও মাল অকাতরে সঁপে দেয়াই হ'ল প্রকৃত জিনিস। যে লোক এ নীতি ও আচরণ অবলম্বন করবে, সে-ই প্রকৃত মু'মিন। কিন্তু যারা দিল দিয়ে সত্যকে মেনে নেয় না, শুধু মৌখিকভাবেই ইসলামকে স্বীকার করে এবং পরে এমন আচরণ অবলম্বন করে যে, তারা যেন ইসলাম কবুল করে বিরাট অনুগ্রহ করেছে। দুনিয়ায় সামাজিকভাবে এ লোকেরা মুসলমানরূপে গণ্য হতে পারে, সমাজে তাদের সঙ্গে মুসলমানদের মত আচরণ করা যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহতা'আলার নিকট তারা মু'মিন রূপে গণ্য হতে পারে না।

---

(৪৯) سُورَةُ الْحُجُرٰتِ مَدَنِيَّةٌ — اٰيَاتُهَا ١٨ — رُكُوْعَاتُهَا ٢

দুই রুকূ — মাদানী আল-হুজুরাত সূরা (৪৯) — আঠার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীবমেহেরবান অশেষদয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ

ওহে — যারা — ঈমানএনেছ — না — তোমার অগ্রসর হয়ো (কোন বিষয়ে) — আগে — আল্লাহর

وَ رَسُوْلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ①

ও — তাঁর রসূলের — এবং — ভয়কর — আল্লাহকে — নিশ্চয় — আল্লাহ — সবকিছু শুনেন — সবকিছু জানেন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ

ওহে — যারা — ঈমানএনেছ — না — তোমার উঁচুকরো — তোমাদের কণ্ঠস্বরকে — উপর

صَوْتِ النَّبِىِّ وَ لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ

কণ্ঠস্বরের — নবীর — এবং — না — তোমরা উচ্চকরো (আওয়াজ) — তার কাছে — কথাবলার ক্ষেত্রে — যেমন — উচ্চহয় (আওয়াজ)

بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ

তোমাদের একে — অপরের (সাথে) — (এমন না হয়) যে — নষ্ট হয়েযায় — তোমাদের আমলগুলো — এবং — তোমরা

لَا تَشْعُرُوْنَ ②

না — টেরওপাবে

রুকূঃ১

১. হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আগে এগিয়ে যেও না[১]। আর আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সব কিছু জানেন।

২. হে ঈমানগ্রহণকারী লোকেরা! নিজেদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বরের চেয়ে উচ্চ করো না। নবীর সাথে উচ্চ কণ্ঠে কথাও বলো না, যেমন তোমরা নিজেরা পরস্পরে করে থাক। তোমাদের সৎ কাজ সমূহ যেন বরবাদ হয়ে না যায় এমনভাবে যে, তোমরা তা টেরও পাবে না।

১। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসূল থেকে এগিয়ে যেও না, পিছনে চল; অগ্রগামী হয়ো না, অনুসারী অনুগত হয়ে থাক। নিজেদের ব্যাপারে অগ্র পদক্ষেপ করে আপনা থেকে ফয়সালা করতে লেগে যেও না। প্রথমে দেখ- আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাতের মধ্যে এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ ও পথ প্রদর্শন পাওয়া যায় কিনা।

৩. যে সব লোক খোদার রসূলের সাথে কথা বলার সময় নিজেদের আওয়াজ অনুচ্চ রাখে তারা আসলে সেই লোক যাদের দিল সমূহকে আল্লাহতা'আলা তাকওয়ার জন্যে যাচাই করে নিয়েছেন[২]। তাদের জন্যে ক্ষমা এবং বড় শুভফল রয়েছে।

৪. হে নবী! যে সব লোক তোমাকে হুজরাগুলোর বাহির হতে ডাকাডাকি করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ।

৫. তোমার বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধারণ করত তাহলে সেটা তাদের জন্যে ভাল ছিল[৩]। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল এবং করুণাময়।

২। অর্থাৎ যেসব লোক আল্লাহতা'আলার পরীক্ষায় পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যারা এ প্রমাণ দিয়েছেন যে তাঁদের অন্তঃকরণে প্রকৃতপক্ষে খোদাভীরুতা বর্তমান আছে তাঁরাই মাত্র আল্লাহর রসূলের প্রতি শিষ্টাচার ও তাঁর সম্মান বজায় রাখেন। খোদার এই এরশাদ থেকে স্বতঃই একথা প্রমাণিত হয় যে- যে অন্তরের মধ্যে রসূলের প্রতি সম্মানবোধ নেই সে অন্তরে প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া-খোদাভীরুতাও নেই।

৩। আরবের বিভিন্ন দিক থেকে যারা আসতেন তাঁদের মধ্যে অসভ্য লোকও ছিল যারা রসূলুল্লাহর (সঃ) সংগে সাক্ষাৎ করার জন্য কোন খাদেম দ্বারা অন্দরে সংবাদ পাঠানোর কষ্টটুকুও স্বীকার করতো না বরং রসূলুল্লাহর পবিত্রা বিবিগণের কামরার চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করে বাহির থেকে তাকে চীৎকার করে করে ডাকতো। এই সব লোকের এই ব্যবহারে রসূলুল্লাহ (সঃ) খুবই কষ্ট বোধ করতেন। কিন্তু নিজ স্বভাবের ভদ্রতা, নম্রতাবশতঃ তিনি তা বরাবর সহ্যকরে নিতেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহতা'আলা এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, ও এই অমার্জিত ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের এই নির্দেশ দেন যে, রসূলুল্লাহর সংগে সাক্ষাৎ করতে এসে যদি তাঁকে উপস্থিত না পাওয়া যায় তবে চিৎকার করে করে ডাকার পরিবর্তে যেন ধৈর্য সহকারে তাঁর বাহিরে না-আসা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করা হয়।

৬. হে ঈমান গ্রহণকারী জনগণ! কোন ফাসেক ব্যক্তি যদি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসে তবে তার সত্যতা যাচাই করে নিও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে কোন মানবগোষ্ঠীর ক্ষতি সাধন করে বসবে, আর নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত হয়ে পড়বে[৪]।

৭-৮. খুব ভাল করে জেনে রাখ, তোমাদের মাঝে আল্লাহর রসূল বর্তমান। সে যদি বহু সংখ্যক ব্যাপারে তোমাদের কথা মেনে নিতে শুরু করে তাহলে তোমরা নিজেরাই কঠিন অসুবিধার মধ্যে ফেঁসে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে ঈমানের মমতা দিয়েছেন এবং ওটাকে তোমাদের জন্যে মনঃপূত করে দিয়েছেন। আর কুফরী, ফাসেকী ও নাফরমানীর প্রতি তোমাদেরকে ঘৃণাপোষণকারী বানিয়ে দিয়েছেন।

৪। এই আয়াতে মুসলমানদের এই নীতিগত নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে–এরূপ কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-যার ফলে কোন বড় ব্যাপার সংঘটিত হতে পারে– যখন তোমাদের কাছে পৌছায়,তখন তা সত্য বলে গ্রহণ করার পূর্বে প্রথমে এটা লক্ষ্য কর যে, সংবাদবাহক কিরূপ লোক। যদি সংবাদদাতা কোন ফাসেক লোক হয়ে থাকে অর্থাৎ এরূপ লোক যার বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা বোঝা যায় যে তার কথা বিশ্বাস যোগ্য নয়, তবে তার দেয়া সংবাদ অনুসারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে প্রকৃত ব্যাপার কি তা অনুসন্ধান করে জানো।

এ ধরণের লোকেরাই আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া-করুণার ফলে সঠিক পথগামী। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও মহাবিজ্ঞানী।

৯. আর যদি ঈমানদার লোকদের মধ্যে হতে দু'টি দল পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে[৫], তাহলে তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। পরে যদি তাদের মধ্যে হতে একটি দল অন্য দলের প্রতি বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ করে, তাহলে সীমালঙ্ঘনকারী দলটির সাথে লড়াই কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দের্শের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে আসবে, অতঃপর সে যদি প্রত্যাবর্তন করে তাহলে তাদের মাঝে সুবিচারসহ সন্ধি করিয়ে দাও। আর ইনসাফ কর, আল্লাহ তো ইনসাফকারী লোকদের পছন্দ করেন।

৫। এ কথা বলা হয়নি যে- "ঈমানদারদের দুই দল যখন নিজেদের মধ্যে লড়াই করে", বরং বলা হয়েছে-"যদি ঈমানদার লোকদের মধ্য হইতে দুইটি দল পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে"। এই শব্দগুলি দ্বারা একথা স্বতঃই বোঝা যায় যে- নিজেদের মধ্যে লড়াই করা মুসলমানদের রীতি নয়। এ কাজ তাদের শোভা পায় না। তাদের কাছ থেকে এটা আশাকরা যায় না যে, তারা মু'মিন হওয়া সত্বেও নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে। অবশ্য যদি কখনও এরূপ ঘটে যায় তবে সে অবস্থায় কি উপায় অবলম্বন আবশ্যক পরে তার বর্ণনা দান করা হয়েছে।

১০. মু'মিনরা তো পরস্পরের ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পুর্নগঠিত করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় কর। খুবই আশা করা যায়, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।

রুকুঃ২

১১. হে ঈমানদার লোকেরা! না পুরুষ ব্যক্তি অপর পুরুষ ব্যক্তির বিদ্রুপ করবে, হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভাল হবে; আর না স্ত্রীলোকেরা অন্যান্য স্ত্রীলোকদের ঠাট্টা করবে, হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় উত্তম হবে[৬]। নিজেদের মধ্যে একজন আর একজনের উপর দোষারোপ[৭] করো না। এবং তোমরা একজন অপর জনকে খারাপ উপমাসহ ডাকবে না[৮]।

৬। ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার অর্থ মাত্র মুখেই ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা নয়, বরং কারুর অনুকরণ করা, কারুর প্রতি ইংগিত করা, কারুর কথায় বা কাজে বা তার আকৃতি কিংবা তার পোষাক দেখে হাস্য করা, অথবা কারুর কোন দোষ ও ত্রুটির প্রতি এরূপ ভঙ্গীতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে, লোক তার প্রতি হাস্য করে; এ সকল ব্যবহারই বিদ্রুপের মধ্যে গণ্য।

৭। আঘাত করা, পরিহাস করা, অপবাদ দেয়া, আপত্তি করা, ছিদ্র খুঁজে বেড়ানো এবং খোলাখুলিভাবে অথবা প্রচ্ছন্ন ইংগিত-ঈশারায় কাউকে নিন্দার পাত্র বানানো– এসব কাজই এর ব্যাপক অর্থের অন্তর্গত।

৮। এ হুকুমের উদ্দেশ্য– কোন ব্যক্তিকে এরূপ নাম দ্বারা না ডাকা অথবা এরূপ উপাধি না দেয়া যার দ্বারা সে অপমানিত হয়। যথা– কাউকে ফাসেক বা মুনাফেক বলা, কাউকে খোঁড়া, কানা বা অন্ধ বলা, কাউকে তার নিজের অথবা তার মা-বাপের বা তার বংশের কোন দোষ-ত্রুটি উল্লেখে আখ্যায়িত করা, কাউকে তার মুসলমান হবার পরও তার পূর্বের ধর্মের ভিত্তিতে ইহুদী বা নাসারা বলা, কোন ব্যক্তি বা বংশ বা দলকে নিন্দা-সূচক বা অপমান-সূচক নাম দেয়া। বাহ্যতঃ খারাব শোনালেও নিন্দার উদ্দেশ্যে নয় বরং চেনার জন্যেই লোকদের প্রতি যেসব আখ্যা দেয়া হয় মাত্র সেইগুলি এই হুকুমের আওতার মধ্যে পড়ে না। যথা– কোন চক্ষুহীন হকীমকে অন্ধ হকীম বলা হয়। এর উদ্দেশ্য মাত্র তার পরিচিতি– নিন্দা করা নয়।

ঈমান গ্রহণের পর ফাসেকী কাজে খ্যাতি লাভ অত্যন্ত খারাপ কথা। যে সব লোক এরূপ আচার-আচরণ হতে বিরত না থাকবে তারাই যালেম।

১২. হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশী ধারণা পোষণ হতে বিরত থাক, কেননা কোন কোন ধারনা পাপ হয়ে থাকে[৯]। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করো না[১০]। আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে[১১]।

৯। অনুমান করতে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয় নি; বরং খুব বেশী অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করা এবং সব রকম অনুমাণের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, এবং তার কারণস্বরূপ বলা হয়েছে- কোন কোন অনুমান পাপ। আসল কথা, যে অনুমান পাপ তা হচ্ছে- বিনা কারণে কোন মানুষের প্রতি কুধারণা করা বা কারুর সম্পর্কে রায় কায়েম করার ব্যাপারে সর্বদা কুধারণা থেকে সুচনা করা; অথবা সেইসব লোকদের ব্যাপারে কুধারণা নিয়ে কাজ করা যাদের বাহ্য অবস্থা নির্দেশ করে যে তারা সৎ ও সম্ভ্রমশীল লোক। এরূপ কোন লোকের কোন কথা বা কাজের মধ্যে যদি সমানভাবে ভাল ও মন্দের সম্ভাবনা থাকে তবে মাত্র কুধারণার বশবর্তী হয়ে তা মন্দ বলে স্থির করাও পাপ কাজ।

১০। অর্থাৎ মানুষের গুপ্ত রহস্য অন্বেষণ করো না, একে অন্যের দোষ অন্বেষণ করো না, অন্যের অবস্থা ও ব্যাপারে অনুসন্ধান করে ফিরো না, লোকের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়া, দুই ব্যক্তির কথোপকথন কান লাগিয়ে শোনা, প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং নানা উপায়ে অন্যের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অথবা ব্যক্তিগত ব্যাপার জানতে চেষ্টা করা, এসব কিছুই নিষিদ্ধ অনুসন্ধানের মধ্যে গণ্য।

১১। রসূলুল্লাহকে (সঃ) প্রশ্ন করা হয়েছিল- 'গীবত' কাকে বলে। উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ তুমি যদি নিজের ভাইয়ের কথা এমন ভাবে উল্লেখ কর, যা তার খারাব লাগে, তবে এর নাম 'গীবত'। রসূলুল্লাহর কাছে নিবেদন করা হলোঃ আমি যা বলি তা যদি আমার ভায়ের মধ্যে বর্তমান থাকে তবে সে সম্পর্কে আপনি কি বলেন? রসূলুল্লাহ উত্তর দিলেনঃ যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে তা বর্তমান থাকে- তবে তুমি তার গীবত করলে, আর যদি তার মধ্যে সে দোষ না থাকে- তবে তুমি তার প্রতি 'বোহতান' (মিথ্যা অপবাদ) দিলে। অবশ্য কোন ব্যক্তির পশ্চাতে বা তার মৃত্যুর পর তার দোষ বর্ণনা করার যদি এরূপ কোন প্রয়োজন দেখা দেয়- শরীয়তের দৃষ্টিতে যা সংগত প্রয়োজন বলে গণ্য, এবং গীবত ছাড়া যদি সে প্রয়োজন পূর্ণ করার কোন পথ না থাকে, বা যদি গীবত না করা হয় তবে গীবত অপেক্ষা বৃহত্তর খারাবি সংঘটিত হওয়া নিশ্চিত- তবে এরূপ অবস্থাসমূহে 'গীবত' নিষিদ্ধ নয়। নবী করীম (সঃ) এই ব্যতিক্রমকে নীতিগত ভাবে এরূপ বর্ণনা করেছেনঃ 'জঘন্যতম অত্যাচার হচ্ছে- কোন মুসলমানের সম্মানের প্রতি নাহক আক্রমণ করা'। এই এরশাদের মধ্যে-'না-হক' (অন্যায়)- এর শর্ত দ্বারা বুঝা যায় যে, হকের ভিত্তিতে অর্থাৎ ন্যায়ভাবে এরূপ করা বৈধ। যথা- অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিত তার অভিযোগ এরূপ যেকোন ব্যক্তির সামনে বর্ণনা করতে পারে যার কাছ থেকে সে এ আশা পোষণ করে যে সেব্যক্তি অত্যাচার নিবারণে কিছু করতে পারে। সংশোধনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা দলের দোষ এরূপ লোকদের সামনে উল্লেখ করা যাদের সম্পর্কে এ আশা করা যায় যে, তারা সে দোষ দূর করার জন্যে কিছু করতে পারবে; ফৎওয়া জানার প্রয়োজনে কোন মুফতীর সামনে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তার মধ্যে কোন ব্যক্তির গলৎ কাজের উল্লেখ করতে বাধ্য হওয়া। কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দুষ্টামি থেকে লোকদের সতর্ককরা যাতে লোকে তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। সেই সব লোকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আওয়াজ উঠানো ও তাদের দোষ সমালোচনা করা যারা দুষ্কৃতি, দুর্নীতি, অনাচার বিস্তার করছে, বেদআত ও গোমরাহীর প্রচার-প্রসার করছে, আল্লাহর সৃষ্টিকে ধর্মহীনতা ও যুলম-জবরদস্তির ফেতনাতে জড়িত করছে।

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভায়ের গোশ্ত খাওয়া পছন্দ করবে[১২]? তোমরা নিজেরাই তো এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাক। আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ খুব বেশী তওবা কবুলকারী এবং দয়াবান। ১৩. হে মানুষ! আমরাই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী হতে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদেরকে জাতি ও ভ্রাতৃগোষ্ঠি বানিয়ে দিয়েছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানার্হ সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নীতিপরায়ণ[১৩]।

১২। গীবতকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সংগে এই জন্যে উপমা দেয়া হয়েছে যে, যার গীবত করা হয় সে বেচারা কে কোথায় তার ইয্যাতের উপর হামলা করছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর থাকে।

১৩। পূর্ববর্তী আয়াতে মু'মিনদের সম্বোধন করে সেই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যা মুসলীম সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার জন্যে আবশ্যক। এখন এই আয়াতে সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করে সেই মহা গোমরাহীর সংশোধন করা হয়েছে যা জগতে সর্বকালে বিশ্বব্যাপী ফাসাদের কারণ স্বরূপ হয়ে আছে; অর্থাৎ–বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ ও জাতীয়তার কুসংস্কার। এই সংক্ষিপ্ত আয়াতে আল্লাহতা'আলা সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে তিনটি নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌল সত্য বর্ণনা করেছেন। প্রথম– তোমাদের সকলের মূল এক। একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে তোমাদের সমগ্র জাতি অস্তিত্বে এসেছে এবং বর্তমানে তোমাদের যত বংশই পৃথিবীর বুকে দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাথমিক বংশের বিভিন্ন শাখা যার সূচনা হয়েছে এক মাতা ও এক পিতা থেকে। দ্বিতীয়– মূলের হিসাবে এক হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হয়ে যাওয়া এক স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এই স্বাভাবিক পার্থাক্য ও বিভিন্নতার দাবী কখনো এই ছিল না যে– এর ভিত্তিতে উচ্চ ও নীচ, সম্ভ্রান্ত ও অসম্ভ্রান্ত, বড় ও ছোটোর বৈষম্য হবে, এক বংশ অন্য বংশের উপর নিজেদের শ্রেষ্টত্বের বড়াই করবে; এক বর্ণের মানুষ অন্য বর্ণের লোকদের হীন ও ঘৃণ্য জ্ঞান করবে; এবং এক জাতি অন্য জাতির উপর নিজেদের আধিপত্য জমাবে। স্রষ্টা মানব-গোষ্ঠীসমূহকে যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্রে রূপ দান করেছেন তার একমাত্র কারণ হচ্ছে– তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরিচিতির স্বাভাবিক পদ্ধতি হচ্ছে এটাই। তৃতীয়ত– মানুষ ও মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতার যদি কোন ভিত্তি থাকে ও থাকতে পারে, তবে তা হচ্ছে মাত্র নৈতিক ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব।

আরবি	অর্থ
إِنَّ	নিশ্চয়
اللّٰهَ	আল্লাহ
عَلِيْمٌ	সবকিছু জানেন
خَبِيْرٌ ⑬	খুব অবহিত
قَالَتِ	বলে
الْاَعْرَابُ	মরুবাসীরা
اٰمَنَّا ط	আমরা ঈমান এনেছি
قُلْ	বল
لَّمْ	নাই
تُؤْمِنُوْا	তোমরা ঈমান আনো
وَلٰكِنْ	বরং
قُوْلُوْآ	তোমরা বল
اَسْلَمْنَا	আমরা বশ্যতা স্বীকারকরেছি
وَ	এবং
لَمَّا	এখনওনা
يَدْخُلِ	প্রবেশকরেছে
الْاِيْمَانُ	ঈমান
فِيْ	মধ্যে
قُلُوْبِكُمْ ط	তোমাদের অন্তর সমূহের
وَ	এবং
اِنْ	যদি
تُطِيْعُوا	তোমরা আনুগত্য কর
اللّٰهَ	আল্লাহর
وَ	ও
رَسُوْلَهٗ	তাঁর রসূলের
لَا	না
يَلِتْكُمْ	তোমাদেরকমকরবেন (প্রতিফলদানে)
مِّنْ	
اَعْمَالِكُمْ	তোমাদের কর্মসমূহের
شَيْـًٔا ط	কিছুমাত্র
إِنَّ	নিশ্চয়
اللّٰهَ	আল্লাহ
غَفُوْرٌ	ক্ষমাশীল
رَّحِيْمٌ ⑭	মেহেরবান
اِنَّمَا	প্রকৃতপক্ষে
الْمُؤْمِنُوْنَ	(তারাই) মু'মিন
الَّذِيْنَ	যারা
اٰمَنُوْا	ঈমান এনেছে
بِاللّٰهِ	আল্লাহর উপর
وَ	ও
رَسُوْلِهٖ	তাঁর রসূলের (উপর)
ثُمَّ	পরে
لَمْ	নাই
يَرْتَابُوْا	তারাসন্দেহ করে
وَ	এবং
جٰهَدُوْا	তারা জিহাদ করেছে
بِاَمْوَالِهِمْ	তাদেরমালসমূহ দিয়ে
وَ	এবং
اَنْفُسِهِمْ	তাদের জানজীবন (দিয়ে)
فِيْ	
سَبِيْلِ	পথে
اللّٰهِ ط	আল্লাহর

নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত।

১৪. এই মরুচারী লোকেরা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'[১৪]। এদেরকে বলে দাও, 'তোমরা ঈমান আন নি; বরং বল যে, আমরা অনুগত হয়েছি'। ঈমান এখনও তোমাদের দিলে প্রবিষ্ট হয়নি। তোমরা যদি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য-অনুসরণ অবলম্বন করে নাও, তা হলে তিনি তোমাদের আমলসমূহের প্রতিফল দানে কোনরূপ কমতি করবেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাদানকারী ও দয়াবান।

১৫. প্রকৃতপক্ষে মু'মিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর কোন সন্দেহ করে না এবং নিজেদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে।

১৪। সমস্ত বেদুইনদের সম্পর্কে এ কথা বলা হয়নি; বরং এখানে কয়েকটি বিশেষ বেদুইন দলের কথা বলা হচ্ছে যারা ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি লক্ষ্যকরে মাত্র এই ধারণায় মুসলমান হয়েছিল যে, এইভাবে তারা মুসলমানদের আঘাত থেকে নিরাপদেও থাকবে এবং ইসলামী বিজয়সমূহের ফলও ভোগ করবে। এরা প্রকৃতপক্ষে আন্তরিকতার সংগে ঈমান আনেনি, মাত্র মৌখিক ঈমানের স্বীকৃতি জানিয়ে সুবিধা ভোগের জন্যে নিজেদেরকে মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল।

أُولَٰئِكَ	هُمُ	الصَّادِقُونَ ⑮	قُلْ	أَتُعَلِّمُونَ	اللَّهَ
ঐসব লোক	তারাই	সত্যবাদী লোক	(হে নবী) বল	কি তোমরা জানাচ্ছ	আল্লাহকে

بِدِينِكُمْ ط	وَ	اللَّهُ	يَعْلَمُ	مَا	فِي	السَّمَاوَاتِ	وَ	مَا
তোমাদের দ্বীন (পালন)সম্পর্কে	অথচ	আল্লাহ	জানেন	যা কিছু	মধ্যে (আছে)	আকাশসমূহের	ও	যা কিছু

فِي	الْأَرْضِ ط	وَ	اللَّهُ	بِكُلِّ	شَيْءٍ	عَلِيمٌ ⑯	يَمُنُّونَ
মধ্যে (আছে)	পৃথিবীর	এবং	আল্লাহ	সম্পর্কে	সব জিনিষের	খুব জানেন	তারা অনুগ্রহ প্রকাশ করে

عَلَيْكَ	أَنْ	أَسْلَمُوا ط	قُلْ	لَا	تَمُنُّوا	عَلَيَّ
তোমার উপর	যে	তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে	বল	না	তোমরা অনুগ্রহ রেখো	আমার উপর

إِسْلَامَكُمْ ج	بَلِ	اللَّهُ	يَمُنُّ	عَلَيْكُمْ	أَنْ	هَدَاكُمْ
তোমাদের ইসলাম কবুলের	বরং	আল্লাহ	অনুগ্রহ করেছেন	তোমাদের উপর	দিয়ে	তোমাদেরকে হেদায়েত

لِلْإِيمَانِ	إِنْ	كُنْتُمْ	صَادِقِينَ ⑰	إِنَّ	اللَّهَ
ঈমানের	যদি	তোমরা হও	সত্যবাদী (ঈমানের দাবিতে)	নিশ্চয়	আল্লাহ

يَعْلَمُ	غَيْبَ	السَّمَاوَاتِ	وَ	الْأَرْضِ ط	وَ	اللَّهُ
জানেন	অদৃশ্য (সম্পর্কে)	আকাশসমূহের	ও	পৃথিবীর	এবং	আল্লাহ

بَصِيرٌ	بِمَا	تَعْمَلُونَ ⑱
সবকিছু দেখেন	ঐ বিষয়েও যা	তোমরা করছ

ع

তারাই সত্যবাদী-সত্যনিষ্ঠ লোক।

১৬. হে নবী! (এ সব ঈমানের দাবীদার লোকদেরকে) বল, তোমরা আল্লাহকে নিজেদের দ্বীন পালনের সংবাদ জানাচ্ছ? ...... অথচ আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের প্রত্যেকটি জিনিষকেই জানেন এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিষ সম্পর্কে অবহিত।

১৭. এই লোকেরা তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে যে, তারা ইসলাম কবুল করে নিয়েছে। এদেরকে বলে দাও, তোমরা ইসলাম কবুলের অনুগ্রহ আমার উপর রেখো না। আল্লাহই বরং তোমাদের প্রতি নিজের অনুগ্রহ রেখেছেন যে, তিনিই তোমাদের ঈমানের পথ দেখিয়েছেন– যদি তোমরা তোমাদের (ঈমানের দাবীতে) বাস্তবিকই সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান হয়ে থাক।

১৮. আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের প্রত্যেকটি গোপন বিষয়ের খবর রাখেন। আর তোমরা যা কিছু কর তা সবই তাঁর গোচরে অবস্থিত।

সূরা ক্বা-ফ

নামকরণঃ সূরার প্রথম শব্দ ق (ক্বাফ)-কেই এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ এ সূরাটি ঠিক কখন নাযিল হয়েছিল তা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতে জানা যায় নি। তবে সূরার বিষয়বস্তু চিন্তা-বিবেচনা করলে মনে করা যায়, এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল নবুয়্যত লাভ করার তৃতীয় বর্ষ হতে শুরু হয়ে পঞ্চম বর্ষের মধ্যে। মক্কী জীবনের এটাই দ্বিতীয় পর্যায়। এ পর্যায়ের বিশেষত্ব সূরা আল-আন'আমের আলোচনার শুরুতে আমরা আগেই বলে এসেছি। সে সব বিশেষত্বের প্রেক্ষিতে ধারণা করা যায় এ সূরাটি নবুয়্যত লাভের পঞ্চম-বর্ষে নাযিল হয়ে থাকবে। তখন কাফেরদের বিরুদ্ধতা ও শত্রুতা যথেষ্ট তীব্রতা লাভ করেছিল বটে, কিন্তু প্রকাশ্য অত্যাচার নিপীড়ন তখনো শুরু হয়ে যায়নি।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, রসূলে করিম (সঃ) দুই ঈদের নামাজে এ সূরাটা প্রায়ই পাঠ করতেন। উম্মে হিশাম নামের এক মহিলা রসূলে করিম (সঃ)-এর প্রতিবেশিনী ছিলেন। তিনি বলেন, জুম'আর খুতবা-সমূহে আমি নবী করীম (সঃ)-এর মুখে এ সূরাটা প্রায়ই শুনতে পেতাম এবং এভাবে শুনতে শুনতেই তা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। অন্য আরও কয়েকটা বর্ণনা হতে জানা যায়, নামাযেও নবী করীম (সঃ) এ সূরা প্রায় পাঠ করতেন। এ হতে জানা যায়, নবী করীম (সঃ)-এর দৃষ্টিতে এ সূরাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে কারণে তিনি খুব বেশী-বেশী লোকেদের নিকট বার বার পাঠের মাধ্যমে এর বিষয়বস্তু পৌছে দেয়ার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। সূরাটি গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করলে অতি সহজেই এর গুরুত্বের কারণ অনুধাবন করা যায়। গোটা সূরার বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য হচ্ছে পরকাল। রসূলে করীম (সঃ) মক্কা শরীফে যখন তাঁর দ্বীনী দা'ওআত ও আন্দোলনের সূচনা করলেন, তখন তাঁর যে কথাটা শুনে লোকেরা খুব বেশী স্তম্ভিত হয়েছিল, তা হল মৃত্যুর পর মানুষ পুনরুত্থিত হবে এবং সেখানে তাদেরকে নিজেদের যাবতীয় কাজের হিসাব দিতে হবে। লোকেরা বলতো, এ সম্পূর্ণ অভিনব কথা। এরূপ হতে পারে তা বিবেক-বুদ্ধি মেনে নিতে পারে না। আমাদের দেহের বিন্দু যখন বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন এ বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন দেহাংশ হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার পর পুণরায় একত্রিত হয়ে আমাদের এ দেহাবয়ব সম্পূর্ণ নূতনভাবে অস্তিত্ব লাভ করবে এবং আমরা পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াব, এ কি করে সম্ভবপর হতে পারে?....... এরই জবাব স্বরূপ আল্লাহতা'আলার নিকট হতে এ ভাষণটি অবতীর্ণ হয়। এ সূরাতে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে ছোট ছোট বাক্যে একদিকে পরকালের সম্ভাব্যতা এবং তার সংঘটিত হওয়ার পক্ষের প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে। অপর দিকে লোকদেরকে এ বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা বিস্মিত হও– স্তম্ভিত হও বা একে বিবেক-বুদ্ধি বহির্ভূতই মনে কর, অথবা একে মিথ্যামনে করে উড়িয়ে দাও, তাতে প্রকৃত সত্য কখনই পরিবর্তিত হয়ে যাবে না। প্রকৃত ও চূড়ান্ত সত্য হল এই যে, তোমাদের দেহের এক-একটি অনু মাটিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায় বটে কিন্তু তা কি অবস্থায় পড়ে আছে তা আল্লাহতা'আলা স্পষ্ট ভাবে জানেন। এ সমস্ত বিক্ষিপ্ত ও মাটির সাথে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাওয়া অনু পুনরায় একত্রিত করে তোমাদের দেহাবয়বকে পূর্বের মতই আবার দাঁড় করিয়ে দেয়ার জন্য আল্লতহতা'আলার একটু ইংগিতই যথেষ্ট। তোমরা যে মনে করে নিয়েছ যে, তোমাদেরকে এখানে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, বাধা-বন্ধনহীন ও লাগাম ছাড়া করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং তোমাদেরকে কারও নিকট জবাব দিহি করতে হবে না, এ নিতান্তই ভুল ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ নিজে সরাসরিভাবে তোমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ– শুধু তাই নয়, তোমাদের অন্তর-মনে আবর্তনশীল চিন্তা-কল্পনা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত।

তাঁর নিয়োজিত ফেরেশতাগণও তোমাদের প্রত্যেকেরই সংগে ছায়ার মত থেকে তোমাদের প্রত্যেকটি গতি-বিধির রেকর্ড গ্রহণ ও সংরক্ষণ করছে। যখন সময় হবে তখন একটা ডাকে তোমরা সকলে ঠিক তেমনিভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবে, যেমন করে বৃষ্টির এক পশলা পড়তেই মাটির বুক দীর্ণ করে উদ্ভিদের অংকুর মাথা তুলে দাঁড়ায়। বর্তমানে এ দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বিবেক-বুদ্ধির উপর যে আবরণ পড়ে আছে তা সম্পূর্ণ দীর্ণ হবে, তোমাদের জ্ঞানের আলো দিনের মতই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এবং আজ যে মহাসত্যকে তোমরা মেনে নিতে পারছো না বলে অস্বীকার করছো, তখন তা তোমরা নিজেদের চক্ষেই প্রত্যক্ষ করতে পারবে। তখন তোমরা এও জানতে পারবে যে, দুনিয়ায় তোমরা কিছুমাত্র দায়িত্বহীন ও শৃগাল-কুকুরের মত বাধা-বিমুক্ত ছিলে না। তোমরা বাস্তবিকই দায়িত্বশীল ছিলে। তোমাদের উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত ছিল। কর্মফল ভাল বা মন্দ, পুরস্কার ও শাস্তি, আযাব ও সওয়াব, জান্নাত ও দোযখ ইত্যাদিকে আজ তোমরা বিস্ময় উদ্দীপক গল্প-কাহিনী বলে মনে করছো; কিন্তু সেই দিন এ সব তোমাদের প্রত্যক্ষ গোচরীভূত মহাসত্যরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। সত্যের সাথে শত্রুতা পোষণের শাস্তি স্বরূপ তোমাদেরকে সেই জাহান্নামেই নিক্ষেপ করা হবে, যাকে আজ তোমরা অবাস্তব ও অবোধগম্য মনে করছো। আর মহান খোদাকে ভয় করে সত্যের পথে প্রত্যাবর্তনকারী লোকেরা তোমাদের চোখের সামনে সেই জান্নাতেই প্রবেশ করবে যার কথা শুনে আজ তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করছো।

রুকূঃ১

১. ক্বা-ফ্। কুরআন মজীদের শপথ।

২. –বরং এই লোকদের বিস্ময়বোধ হয়েছে এ জন্যে যে, একজন সাবধানকারী স্বয়ং তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট এসেছে[১]। ফলে অমান্যকারীরা বলতে শুরু করল যে, "এটাতো বড়ই আশ্চর্যজনক কথা।

৩. আমরা যখন মরে যাব এবং মাটিতে পরিণত হব (তখন পুনরায় উত্থিত হব)? এই প্রত্যাবর্তন তো বিবেক-বুদ্ধির অগম্য"[২]।

৪. (অথচ) পৃথিবী তাদের দেহ হতে যা কিছু ভক্ষণ করে তা সবই আমাদের জ্ঞানের আওতাভূক্ত।

১। অর্থাৎ মক্কাবাসীরা কোন যুক্তিসংগত ভিত্তিতে মুহাম্মদ (সঃ)-এর রেসালত মান্য করতে অস্বীকার করেনি, বরং তারা সম্পূর্ণ এই অযৌক্তিক ভিত্তিতে অস্বীকার করেছিল যে তাদের নিজেদেরই মত একজন মানুষের ও তাদের নিজেদেরই কওমের এক ব্যক্তির খোদার পক্ষ থেকে সতর্ককারী সংবাদদাতারূপে আগমন তাদের পক্ষে অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল।

২। এ ছিল তাদের দ্বিতীয় বিস্ময়। একজন মানুষ খোদার রসূল হয়ে এসেছে-এই ছিল তাদের প্রথম বিস্ময়; এবং তাদের পক্ষে আরো একটা অতিরিক্ত বিস্ময় ছিল এই কথা যে- মৃত্যুর পর সব মানুষকে আবার নূতন করে জীবিত করা হবে ও সকলকে একত্রিত করে আল্লাহর আদালতে উপস্থাপিত করা হবে।

আর আমাদের নিকট একখানি কিতাব রয়েছে যাতে সব কিছু সংরক্ষিত।

৫. বরং এই লোকেরা তো মহাসত্য যখন তাদের নিকট আসল- সে সময়ই তাকে স্পষ্ট অস্বীকৃতি জানিয়ে দিল। এই কারণেই এক্ষণে তারা এই জটিলতার মধ্যে পড়ে আছে।

৬. সে যাই হোক, এরা কি কখনও নিজেদের উপরে অবস্থিত আকাশমন্ডলের দিকে তাকিয়ে দেখেনি কিভাবে আমরা তা নির্মাণ করেছি ও সুসজ্জিত-সুবিন্যস্ত করেছি; এবং তাতে কোন ফাঁক ও ফাটল নেই?

৭. আর পৃথিবীকে আমরা বিছিয়ে দিয়েছি এবং তাতে পাহাড়সমূহ সংস্থাপিত করেছি ও তাতে সকল প্রকার সুদৃশ্যময় উদ্ভিদরাজি উদ্গাত করেছি।

৮. এই সব কিছুই চক্ষু উন্মোচনকারী ও অতীব শিক্ষাপ্রদ এমন প্রত্যেক বান্দার জন্যে যে (প্রকৃত সত্যের দিকে) প্রত্যাবর্তনকারী।

وَ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّ

এবং আমরা অবতীর্ণ করেছি | থেকে | আকাশ | পানি | বরকতময় | আমরা এরপর উদগত করেছি | তা দিয়ে | বাগানসমূহ | ও

حَبَّ الْحَصِيْدِ ﴿۹﴾ وَ النَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ﴿۱۰﴾

শস্যাদি | পরিপক্ক | এবং | খেজুরগাছসমূহ | সমুন্নত | তার আছে | খেজুরগুচ্ছ | সারিসারি

رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَ اَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ

জীবিকা | বান্দাদের জন্যে | এবং | আমরা জীবিত করি | তাদিয়ে | ভূমিকে | মৃত | এভাবেই

الْخُرُوْجُ ﴿۱۱﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ اَصْحٰبُ الرَّسِّ

পুনরুত্থান (হবে) | মিথ্যা বলে অস্বীকার করেছে | তাদের পূর্বে | জাতি | নূহের | ও | ওয়ালারা | কূপ

وَ ثَمُوْدُ ﴿۱۲﴾ وَ عَادٌ وَّ فِرْعَوْنُ وَ اِخْوَانُ لُوْطٍ ﴿۱۳﴾ وَّ اَصْحٰبُ

ও | সামূদ | এবং | আদ | ও | ফিরআউন | ও | ভাইয়েরা | লূতের | এবং | অধিবাসীরা

الْاَيْكَةِ وَ قَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ﴿۱۴﴾

আইকার | ও | জাতি | তুব্বা | প্রত্যেকে | মিথ্যাবলে আমান্য করেছে | রসূলদেরকে | ফলে | সত্য হয়েছে | আমার ধমক (শাস্তিপেয়েছে)

اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؕ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿۱۵﴾

আমরা তবে অসমর্থ ছিলাম কি | সৃষ্টিতে | প্রথম | অথচ | তারা | মধ্যে আছে | সন্দেহের | সম্পর্কে | সৃষ্টি | নতুন

৯-১০. আর উর্দ্ধলোক হতে আমরা বরকতপূর্ণ পানি অবতীর্ণ করেছি। পরে তার সাহায্যে বাগান ও কৃষিজাত শস্যাদি এবং উচ্চ-উন্নত খেজুর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যাতে ফলের সম্ভারপূর্ণ ছড়া একটার পর একটা ধরে থাকে।

১১. এটা বান্দাদের জন্যে রিযক দেবার ব্যবস্থা মাত্র। এই পানি হতে আমরা মৃত জীর্ণ যমীনকে জীবন-দান করে থাকি। (মৃত মানুষগুলোর মাটির বুক হতে) আত্মপ্রকাশ করার ব্যাপারটিও এমনিভাবেই সংঘটিত হবে।

১২-১৪-এদের পূর্বে নূহ-এর জাতি, আসহাবে রাস্ এবং সামূদ, 'আদ, ফিরআউন ও লুত-এর ভায়েরা আর আইকাবাসী এবং তুব্বা জাতির লোকেরাও অমান্য-অস্বীকারকারী হয়েছে; প্রত্যেকেই রসূলদেরকে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আর শেষ পর্যন্ত আমার ধমক তাদের উপর সত্য হয়ে দেখা দিল।

১৫. আমরা কি প্রথম বারে সৃষ্টি কাজে অসমর্থ ছিলাম? অথচ একটি নতুন সৃষ্টির কাজ সম্পর্কে এই লোকেরা সংশয়ে পড়ে আছে।

وَ	لَقَدْ	خَلَقْنَا	الْاِنْسَانَ	وَ	نَعْلَمُ	مَا	تُوَسْوِسُ	بِهٖ
এবং	নিশ্চয়ই	আমরা সৃষ্টি করেছি	মানুষকে	এবং	জানি আমরা	যা	কুমন্ত্রণাদেয়	তাকে

نَفْسُهٗ ۚۖ	وَ	نَحْنُ	اَقْرَبُ	اِلَيْهِ	مِنْ	حَبْلِ	الْوَرِيْدِ ⑯
(অর্থাৎ) তার প্রবৃত্তি	এবং	আমরা	অধিক নিকটে	তার	চেয়েও	শিরার	গলার

اِذْ	يَتَلَقَّى	الْمُتَلَقِّيٰنِ	عَنِ	الْيَمِيْنِ	وَ	عَنِ	الشِّمَالِ
যখন	গ্রহন করে (অর্থাৎ লিখে)	দুজন গ্রহণকারী (লেখক)		ডানদিকে	ও		বামদিকে

قَعِيْدٌ ⑰	مَا	يَلْفِظُ	مِنْ	قَوْلٍ	اِلَّا	لَدَيْهِ	رَقِيْبٌ
উপবিষ্ট হয়ে	না	উচ্চারণকরে সে	কোন	কথা	এছাড়া যে	তার কাছে (থাকে)	পর্যবেক্ষক

عَتِيْدٌ ⑱	وَ	جَآءَتْ	سَكْرَةُ	الْمَوْتِ	بِالْحَقِّ ؕ	ذٰلِكَ
সদা প্রস্তুত	এবং	আসবে	যন্ত্রণা	মৃত্যুর	সত্যসহকারে	(বলা হবে এটা) তাই

مَا	كُنْتَ	مِنْهُ	تَحِيْدُ ⑲	وَ	نُفِخَ	فِي	الصُّوْرِ ؕ	ذٰلِكَ
যা	তুমিছিলে	তাহতে	পাশকাটাতে	এবং	ফুক দেওয়া হবে	মধ্যে	শিংগার	(এটাই) সেই

يَوْمُ	الْوَعِيْدِ ⑳
দিন (যার)	ভয় দেখানো হতো

রুকুঃ২

১৬. আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি। আর তার দিলে নিত্য জাগ্রত কুচিন্তাগুলি (অস্‌অসাগুলি) পর্যন্ত আমরা জানি। আমরা তার গলার শিরা হতে অধিক নিকটবর্তী।

১৭. (আর আমাদের এই সরাসরি জ্ঞান ছাড়াও) দু'জন লেখক তার ডান ও বাম দিকে বসে প্রত্যেকটি জিনিষ লিখে রাখছে।

১৮. কোন শব্দও তার মুখে উচ্চারিত হয় না যার সংরক্ষণের জন্যে একজন চির উপস্থিত পর্যবেক্ষক মওজুদ না থাকে।

১৯. অতঃপর লক্ষ্য কর, এই মৃত্যু-যাতনা পরম সত্য নিয়ে সমুপস্থিত। এটা তাই যা হতে তুমি পালিয়ে বেড়াতেছিলে।

২০. এর পর শিংগা ফুঁকা হল। এটা সেইদিন যার ভয় তোমাদেরকে দেখান হত।

২১. প্রত্যেক ব্যক্তি এ অবস্থায় আসল যে ,তার সাথে হাঁকিয়ে নিয়ে আসার একজন রয়েছে, আর একজন সাক্ষ্যদাতা।

২২. এ ব্যাপারে তুমি তো অসতর্কতার মধ্যে ছিলে। আমরা সে আবরণ সরিয়ে দিয়েছি যা তোমার সামনে পড়েছিল। আর আজ তোমার দৃষ্টি খুবই তীক্ষ্ণ[৩]।

২৩. তার সঙ্গী নিবেদন করল [৪]ঃ এই সেই লোক যে আমার নিকট সোপর্দ করা ছিল ,উপস্থিত হয়েছে।

২৪. নির্দেশ দেয়া হলঃ 'জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক কট্টর কাফেরকে, যে মহাসত্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত;

২৫. পরম কল্যাণের প্রতিবন্ধককারী ও সীমালংঘনকারী ছিল। ছিল মহা সংশয়ে নিপতিত,

২৬. আর আল্লাহর সাথে অন্য একজনকে খোদা বানিয়ে বসেছিল। নিক্ষেপ কর তাকে কঠিন আযাবে'।

৩। অর্থাৎ এখনতো তুমি খুব ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছ- আল্লাহর নবী তোমাকে যে সবের খবর দিতেন তার সব কিছুই এখানে বর্তমান আছে।

৪। সঙ্গীর অর্থ- যে ফেরেশতা হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। সেই ফেরেশতা আল্লাহতা'আলার আদালতে পৌছে আবেদন করবে- "এই ব্যক্তিকে- যে আমার তত্ত্বাবধানে ছিল-সরকারের হুযুরে পেশ করা হলো"।

২৭. তার সঙ্গী নিবেদন করল[৫] ঃ হে মহান খোদা, আমি একে বিদ্রোহী বানায়নি, বরং এ নিজেই সুদূর গোমরাহীর মধ্যে পড়েছিল।

২৮. জওয়াবে বলা হল ঃ 'আমার সামনে ঝগড়া করোনা, আমি তোমাকে পূর্বেই খারাপ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ককরে দিয়েছিলাম।

২৯. আমার সামনে কথা পাল্টানো হয় না। আর আমি আমার বান্দাদের উপর যুলম-নির্যাতনকারী নই'।

রুকু-৩

৩০. সেদিন যখন আমরা জাহান্নামের নিকট জিজ্ঞাসা করবঃ তুমি কি পুরো মাত্রায় ভর্তি হয়ে গিয়েছ? আর তা বলবেঃ আরও কিছু আছে নাকি[৬]?

৩১. আর ওদিকে জান্নাত মুত্তাকীদের অতি নিকটে নিয়ে আসা হবে, তা কিছুমাত্র দূরে অবস্থিত হবে না।

৫। এখানে সঙ্গীর অর্থ শয়তান, যে সেই অবাধ্য ব্যক্তির সংগে দুনিয়াতে সংশ্লিষ্ট ছিল।

৬। এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে। প্রথম- আমার মধ্যে এখন আর অতিরিক্ত মানুষের জন্যে স্থান নেই দ্বিতীয়- যত সংখ্যক অপরাধীই থাকুক না কেন সকলকে আমার মধ্যে দাও।

هٰذَا	مَا	تُوعَدُونَ	لِكُلِّ	اَوَّابٍ	حَفِيظٍ ۝٣٢
(বলা হবে) এটা	(তাই) যার	তোমাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল	জন্যে প্রত্যেক	প্রত্যাবর্তনকারীর (আল্লাহর দিকে)	হেফাজতকারীর (আল্লাহর সীমার)

مَنْ	خَشِيَ	الرَّحْمٰنَ	بِالْغَيْبِ	وَ	جَآءَ	بِقَلْبٍ
যে	ভয়করত	দয়াময়কে	নাদেখেই	এবং	এসেছে	অন্তরসহ

مُّنِيبِ ۝٣٣	ادْخُلُوهَا		بِسَلٰمٍ ط	ذٰلِكَ	يَوْمُ
বিনীত	প্রবেশ কর	তাতে	শান্তি ও নিরপত্তা সহ	(এটা) সেই	দিন

الْخُلُودِ ۝٣٤	لَهُمْ	مَّا	يَشَآءُونَ	فِيهَا	وَ	لَدَيْنَا	مَزِيدٌ ۝٣٥
চিরন্তন (জীবনের)	তাদের জন্যে (থাকবে)	(তাই) যা	তারা চাইবে	তার মধ্যে	এবং	আমাদেরকাছে (আছে)	আরও অনেক

وَ	كَمْ	اَهْلَكْنَا	قَبْلَهُمْ	مِّنْ	قَرْنٍ	هُمْ	اَشَدُّ	مِنْهُمْ
এবং	কত	আমরা ধ্বংস করেছি	তাদের পূর্বে		জনগোষ্ঠীকে	তারা (ছিল)	অধিকতর	তাদের চেয়েও

بَطْشًا	فَنَقَّبُوا	فِي	الْبِلَادِ ط	هَلْ	مِنْ	مَّحِيصٍ ۝٣٦
শক্তিতে	তারা অতঃপর ভ্রমণ করত	মধ্যে	দেশ বিদেশের	(ছিল) কি	কোন	আশ্রয়স্থল (তাদের জন্যে)

৩২. বলা হবেঃ এটা তাই যার ওয়াদা তোমাদের নিকট করা হচ্ছিল– এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই যে খুব বেশী প্রত্যাবর্তনকারী[৭] এবং বেশী সংরক্ষণকারী ছিল[৮],

৩৩. যে না দেখা রহমানকে ভয় করত ও যে আসক্ত দিলসহ উপস্থিত হয়েছে।

৩৪. প্রবেশ কর জান্নাতে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে। সেই দিনটি চিরন্তন জীবনের দিন হবে।

৩৫. সেখানে তাদের জন্যে সে সব কিছুই হবে যা তারা চাইবে । আর আমাদের নিকট তা হতেও বেশী অনেক কিছুই তাদের জন্যে রয়েছে।

৩৬. আমরা এদের পূর্বে বহু সংখ্যক জাতিকে ধ্বংস করেছি যারা তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিসম্পন্ন ছিল, আর দুনিয়ার দেশ সমূহকে তারা ছেকে-লুটে নিয়েছিল। চিন্তা 'কর, তারা কি কোন আশ্রয়-স্থান লাভ করতে পেরেছিল?

৭। এর দ্বারা সেইরূপ ব্যক্তি বোঝানো হয়েছে যে অবাধ্যতা ও প্রবৃত্তির লালসা-বাসনার পথ ত্যাগ করে আল্লাহর আনুগত্যের ও তাঁর সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন করেছে, যে খুব অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে, এবং নিজের সব ব্যাপারে তাঁর প্রতি রুজু করে।

৮। এর দ্বারা সেইরূপ লোক বোঝানো হয়েছে, যে আল্লাহর সীমা সমূহের, তাঁর নির্দেশিত কর্তব্যসমূহের, তাঁর নিষেধগুলির, তাঁর ন্যাস্ত করা দায়িত্ব ও আমানতগুলির হেফাযত করে; যে সব সময় নিজে নিজেকে যাচাই করে দেখতে থাকেঃ নিজের কথা ও কাজে কোথাও নিজের প্রতিপালক-প্রভূর নাফরমানি তো করছি না?

৩৭. এই ইতিহাসে অত্যন্ত শিক্ষামূলক সবক রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যার দিল আছে কিম্বা যে খুব লক্ষ্য দিয়ে কথা শুনে।

৩৮. আমরা পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলকে এবং এ দুটির মধ্যে অবস্থিত সমস্ত জিনিষকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তাতে কোন ক্লান্তি আমাদের স্পর্শ করেনি।

৩৯. অতএব হে নবী! যে সব কথাবার্তা এ লোকেরা রচনা করে, সে জন্যে ধৈর্য্য ধারণ কর এবং তোমার খোদার প্রশংসার সাথে তাঁর তসবীহ করতে থাক সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে,

৪০. আর রাত্রি কালে আবার তসবীহ কর, আর সিজদাবনত হওয়া হতে অবসর গ্রহণের পরও[৯]।

৯। প্রভূর হামদ (প্রশংসা) ও তাঁর তসবীহর (পবিত্রতা কীর্তন) অর্থ এখানে নামায। সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের (উষাকালীন) নামায; সূর্যাস্তের পূর্বে দুইটি নামাযঃ ১. যোহর ২. আসর। "রাত্রি কালে" মাগরিব ও এশার নামায এবং ৩. তাহাজ্জুদও রাত্রির তসবীহর মধ্যে গণ্য।

وَ	اسْتَمِعْ	يَوْمَ	يُنَادِ	الْمُنَادِ	مِنْ	مَّكَانٍ	قَرِيْبٍ ﴿٤١﴾	يَوْمَ	يَسْمَعُوْنَ
এবং	শুন	যে দিন	ডাকবে	একজন ঘোষণাকারী	হতে	স্থান	নিকটবর্তী	সেদিন	তারা শুনতেপাবে

الصَّيْحَةَ	بِالْحَقِّ ط	ذٰلِكَ	يَوْمُ	الْخُرُوْجِ ﴿٤٢﴾	اِنَّا	نَحْنُ
মহানাদ	যথাযথভাবে	এটা	দিন	(কবরহতে) বের হওয়ার	নিশ্চয় আমরা	আমরাই

نُحْيٖ	وَ	نُمِيْتُ	وَ	اِلَيْنَا	الْمَصِيْرُ ﴿٤٣﴾	يَوْمَ	تَشَقَّقُ
জীবন দেই	এবং	মৃত্যুদেই আমরাই	এবং	আমাদের দিকেই	প্রত্যাবর্তন করতেহবে	যেদিন	বিদীর্ণ হবে

الْاَرْضُ	عَنْهُمْ	سِرَاعًا ط	ذٰلِكَ	حَشْرٌ	عَلَيْنَا	يَسِيْرٌ ﴿٤٤﴾
পৃথিবী	তাদের ভিতর হতে	ব্যস্তভাবে মানুষ বেরহবে	এই	সমাবেশকরা	আমাদের উপর	খুবই সহজ

نَحْنُ	اَعْلَمُ	بِمَا	يَقُوْلُوْنَ	وَ	مَا	اَنْتَ	عَلَيْهِمْ	بِجَبَّارٍ قف
(হে নবী) আমরা	খুবজানি	ঐ বিষয়ে যা	তারা বলছে	এবং	না	তুমি	তাদের উপর	জবরদস্তিকারী

فَذَكِّرْ	بِالْقُرْاٰنِ	مَنْ	يَّخَافُ	وَعِيْدِ ﴿٤٥﴾
সুতরাং উপদেশদাও	কুরআনের সাহায্যে	(তাকে) যে	ভয়করে	আমার সতর্কীকরণকে

৪১-৪২. আর শোন, যেদিন ঘোষণা দানকারী (প্রত্যেক ব্যক্তির) নিকট হতেই ডাক দেবে[১০], যেদিন সমস্ত মানুষ হাশরের ধ্বনি যথাযথ শুনতে থাকবে, তা ভূগর্ভ হতে মৃতদের আত্মপ্রকাশ লাভের দিন হবে।

৪৩-৪৪. আমরাই জীবন দান করি, আমরাই মৃত্যু দিই। আর আমাদের নিকটই সেদিন সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, যখন পৃথিবী দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে, আর লোকেরা তার ভিতর হতে বের হয়ে দ্রুততার সাথে পালিয়ে যেতে থাকবে। এই একত্রিতকরণ আমাদের জন্যে খুবই সহজ।

৪৫. হে নবী! যে সব কথাবার্তা এই লোকেরা রচনা করে সেগুলোকে আমরা ভাল করেই জানি। আর তোমার কাজ জোরপূর্বক তাদের দিয়ে মানিয়ে নেয়া নয়। তুমি শুধু এই কুরআনের সাহায্যেই এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপদেশ দাও যারা আমার সতর্কীকরণকে ভয় করে।

১০। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেখানেই মৃত্যু-প্রাপ্ত হবে বা পৃথিবীতে যেখানেই তার মৃত্যু ঘটেছিল সেখানেই খোদার ঘোষণাকারীর আওয়াজ পৌঁছাবেঃ ওঠো, নিজের হিসাব দেওয়ার জন্য নিজের প্রভুর কাছে চলো। এ শব্দ এমন ধরনের হবে যে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে মানুষ জীবিত হয়ে উঠুক না কেন সে অনুভব করবে ঘোষণাকারী যেন কোথাও তার নিকট থেকেই তাকে আহ্বান করেছে।

সূরা আয্‌-যারিয়াহ্‌

নামকরণ ঃ সূরাটির প্রথম শব্দ الذاريات -কেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হ'ল এই, এ সেই সূরা যার সূচনা 'আয-যারিয়াহ্‌'শব্দ দিয়ে হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী দেখে স্পষ্ট মনে করা যায় যে, এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল সে সময়ে যখন নবী করীম (সঃ)-এর তওহীদী দা'ওআতের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অমান্যতা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, মিথ্যা দোষারোপ ও অভিযোগ করে খুব প্রবলভাবে তার বিরুদ্ধতা করা হচ্ছিল; কিন্তু যুল্‌ম ও জোর-জবরদস্তি বা শক্তি প্রয়োগ তখনও শুরু হয়নি। এ কারণে মনে হয়, যে সময়ে সূরা 'কাফ' নাযিল হয়েছিল এ সূরাটিও নাযিল হয়েছিল ঠিক সেই সময়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য ঃ এ সূরাটির প্রধান অংশে পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর শেষের দিকে তওহীদের দা'ওআত পেশ করা হয়েছে। সে সংগে লোকদেরকে এ বিষয়েও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, নবী-রসূলগণের কথা অমান্য করা ও নিজেদের জাহেলী ধ্যান-ধারণার উপর অবিচল হয়ে থাকার নীতি যারাই অবলম্বন করেছে, তাদের সকলের পরিণতিই অত্যন্ত খারাপ হয়েছে।

এ সূরার ছোট ছোট ও তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যসমূহে পরকাল সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা এই যে, মানব জীবনের পরিণতি-পরিণাম পর্যায়ে লোকদের বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী আকীদা রয়েছে। আর এটাই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এর কোন একটা আকীদাও সুস্পষ্ট জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্তিশীল নয়। বরং প্রত্যেকেই অনুমান ও ধারণা-কল্পনার ঘোড়া দৌড়িয়ে নিজস্বভাবে যে মত বা ধারণাই রচনা করে নিয়েছে তাকেই তারা তাদের স্থায়ী আকীদা বানিয়ে নিয়েছে। কেউ মনে করেছে, মৃত্যুর পর কোন জীবন হবে না। কেউ মৃত্যুর পর জীবন আছে বলে বিশ্বাস করলেও তা করেছে জন্মান্তরবাদরূপে। কেউ পরকালীন জীবন ও শাস্তি-পুরস্কার হবে বলে মানলেও কর্মের কুফল হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে নানা প্রকারের উপায় উদ্ভাবন করে নিয়েছে। অথচ পরকালীন জীবন সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা পোষণ করার পরিণতিতে সমগ্র জীবনটারই ভুলপূর্ণ হয়ে যাওয়া এবং তার ভবিষ্যৎ চিরকালের তরে বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক সমস্যা-সংক্রান্ত ব্যাপার। অকাট্য জ্ঞান ছাড়াই নিছক ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে কোন একটিকে নিজের আকীদা বানিয়ে নেয়া একটা মারাত্মক নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পরিণামে একটা বিরাট ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হয়ে সমস্ত জীবন জাহেলী অসতর্কতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করে দেয় এবং মৃত্যুর পর সহসা এমন একটা অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়া অনিবার্য, যার জন্য সে কখনই এক বিন্দু প্রস্তুতিও গ্রহণ করেনি। এরূপ ব্যাপারে সঠিক ও নির্ভুল মত গ্রহণে একটিমাত্রই উপায় হতে পারে; তা এই যে, পরকাল পর্যায়ে আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর নবী যে জ্ঞান মানুষকে দেন, সে বিষয়ে গুরুত্ব ও গভীর মনোযোগ সহকারে চিন্তা-বিবেচনা করবে, পৃথিবী ও উর্ধ্বলোকের ব্যবস্থা ও নিয়ম-কানুন এবং স্বয়ং নিজের অস্তিত্ব ও সত্তার উপর উদার-উন্মুক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে এবং যাচাই করে দেখবে যে, এ জ্ঞানের নির্ভুল হওয়ার সাক্ষ্য চতুর্দিক হতে পাওয়া যায় কি না? এ প্রসংগে বাতাস ও বৃষ্টি-ব্যবস্থা, ভূ-গঠন-প্রকৃতি ও তাতে অবস্থানরত সৃষ্টিকুল, মানুষের নিজের আত্মা ও সত্তা, আকাশমন্ডলের সৃষ্টি, আর দুনিয়ার সমস্ত জিনিস জোড়ায় জোড়ায় বানানোকে পরকালের সাক্ষ্য ও প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয়েছে। উপরন্তু মানব-ইতিহাস হতে দৃষ্টান্ত পেশ করে বলা হয়েছে যে, বিশ্বলোক-সাম্রাজ্যের প্রকৃতি প্রতিশোধ গ্রহণের একটা অমোঘ ও সদা কার্যকর বিধানের অনিবার্য কার্যকরিতার দাবীদার।

এর পর খুবই সংক্ষিপ্ত ভংগিতে তওহীদের দা'ওআত পেশ করা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা তোমাদেরকে অন্যদের দাসত্ব-বন্দেগী করার জন্যে নয়, তাঁর নিজের বন্দেগী করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের নিজেদের বানিয়ে নেয়া কৃত্রিম মা'বুদগুলোর মতো নন। এরা তো তোমাদের নিকট ভোগ চায়। তোমাদের সাহায্য ছাড়া এদের খোদায়ী বা উপাস্যতা চলতে পারেনা। কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তা এমন মা'বুদ যিনি নিজেই সকলের রিয্কদাতা। তিনি কারও নিকট হতে রিয্ক পাওয়ার মুখাপেক্ষী নন, তাঁর খোদায়ী– প্রভুত্ব-সার্বভৌমত্ব, তাঁর নিজের শক্তির বলেই প্রতিষ্ঠিত, সদাকার্যকর ও চলমান।

এ প্রসংগে আরও বলা হয়েছে যে, নবী-রসূলগণের বিরুদ্ধতা যখনই করা হয়েছে, তা কোন বিবেকসম্মত ভিত্তির উপর করা হয়নি, করা হয়েছে জিদ, হঠকারিতাও জাহেলী অহংকার-আত্মম্ভরিতার দরুন। আলোচ্য সময়ে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধতা করার মূলেও এ কারণই নিহিত রয়েছে। সীমালংঘণ ও অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির প্রকৃতি-প্রবৃত্তি ছাড়া এর মূলে আর কিছুই নেই। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, এসব দাম্ভিক ও সীমালংঘনকারী লোকের প্রতি ভ্রুক্ষেপমাত্র করো না। স্বীয় দা'ওআত ও উপদেশ-নসীহত দানের কাজ অবিচল ও নিরন্তরভাবে করে যাও। কেননা, তা তাদের জন্যে কল্যাণকর হোক আর নাই হোক, ঈমানদার লোকদের জন্য তা বড়ই কল্যাণকর। কিন্তু যে সব যালেম নিজেদের বাড়াবাড়ি ও বিদ্রোহাত্মক ভূমিকার উপর অবিচল হয়ে থাকবে, তাদের সম্পর্কে স্মরণীয় যে, ইতিপূর্বে যারাই এ আচরণ নীতি অনুসরণ করে চলেছে তারা নিজেদের ভাগের প্রাপ্য আযাব পুরাপুরি পেয়েছে। আর এখানকার লোকদের ভাগের আযাবও তাদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে।
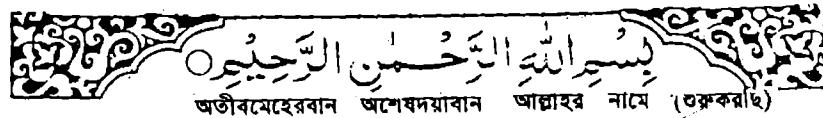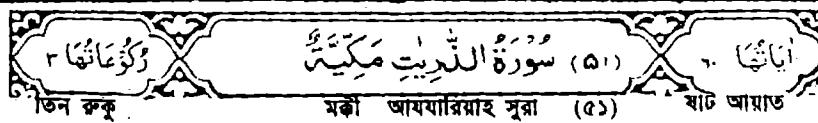
তিন রুকূ মক্কী আযযারিয়াহ সুরা (৫১) ষাট আয়াত

অতীবমেহেরবান অশেষদয়াবান আল্লাহর নামে (শুরুকরছি)

وَ	الذّٰرِيٰتِ	ذَرْوًا ①	فَ	الْحٰمِلٰتِ	وِقْرًا ②	فَ	الْجٰرِيٰتِ
শপথ	বিক্ষিপ্তকারীদের (অর্থাৎ বাতাসের)	বিক্ষিপ্ত করে (যা ধুলাবালি)	অতঃপর	বহনকারী	বোঝা (অর্থাৎ মেঘ)	অতঃপর	প্রবাহিত হয়ে চলে

يُسْرًا ③	فَ	الْمُقَسِّمٰتِ	اَمْرًا ④	اِنَّمَا	تُوْعَدُوْنَ
সহজে	অতঃপর	বন্টনকারী	একটি বিষয়ের (অর্থাৎ বৃষ্টির)	প্রকৃতপক্ষে (যা)	তোমাদের ওয়াদাদেওয়া হচ্ছে

لَصَادِقٌ ⑤	وَّ	اِنَّ	الدِّيْنَ	لَوَاقِعٌ ⑥	وَ	السَّمَآءِ	ذَاتِ
সত্য অবশ্যই	এবং	নিশ্চয়	কর্মফলদিবস	অবশ্যই ঘটবে	শপথ	আকাশের	সম্পন্ন

الْحُبُكِ ⑦
বিভিন্নরূপ

রুকূ:১

১. শপথ সেই সব বাতাসের যা ধূলাবালি উড়াবার কাজ করে,

২. পরে পানি-ভরা মেঘমালা বহন করে,

৩. পরে দ্রুত গতিশীলতার সাথে প্রবহমান।

৪. পরন্তু তা একটি বড় জিনিসের (বৃষ্টির) বন্টনকারী।

৫. সত্য কথা এই যে, তোমাদেরকে যে জিনিসের ভয় দেখানো হচ্ছে তা নিশ্চয় বাস্তব ও যথার্থ।

৬. কর্মের প্রতিফল অবশ্য অবশ্যই হবে[১]।

৭. শপথ ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি-রূপ-সম্পন্ন আকাশের।

১। এই কথার জন্যই শপথ করা হয়েছে। শপথের মর্ম হচ্ছে- যে অতুলনীয় শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার সংগে সৃষ্টির এই বিরাট মহান ব্যবস্থা তোমাদের চোখের সামনে চলেছে, এবং যে জ্ঞান-কৌশল ও বিচক্ষণতা এর মধ্যে সুস্পষ্টরূপে কার্যকরী দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা এই সত্যের সাক্ষ্য দান করে যে- এ জগৎ এমন কোন উদ্দেশ্যহীন ও অনর্থক খেলাঘর নয়, যার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি বছর ধরে এক মস্তবড় খেলা এমনিই আপনা-আপনি উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলে আসছে। বরং প্রকৃতপক্ষে এ এক পরিপূর্ণ জ্ঞান ও কৌশলময় ব্যবস্থাপনা যার মধ্যে এটা সম্ভব নয় যে মানুষকে পৃথিবীর বুকে ক্ষমতা দিয়ে শুধু এমনিই ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং কখনো তার কাছ থেকে এ হিসাব গ্রহণ করা হবে না যে- এই ক্ষমতা ও অধিকারগুলি সে কিভাবে প্রয়োগ করেছে।

৮. (পরকাল সম্পর্কে) তোমাদের কথাবার্তা পরস্পর বিভিন্ন[২]।

৯. উহা মেনে নিতে কেবল সে লোকই অপ্রস্তুত হয় যে প্রকৃত সত্য হতে বিমুখ।

১০. ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী লোকেরা ধ্বংস হয়েছে।

১১. তারাই মূর্খতায় নিমজ্জিত ও চরম গাফিলতিতে বিভোর হয়ে আছে[৩]।

১২. তারা জিজ্ঞাসা করে, সেই প্রতিফল দানের দিনটি কখন আসবে?

১৩. তা আসবে সেদিন, যখন এই লোকদেরকে আগুনে উত্তপ্ত করা হবে।

১৪. (তাদেরকে বলা হবে) এখন স্বাদ গ্রহণ কর নিজেদেরই বিপর্যয় ও আযাবের। এটাতো সেই জিনিষই যার জন্যে তোমরা তাড়াহুড়া করতেছিলে[৪]।

২। অর্থাৎ আকাশে মেঘমালা এবং তারকাগুচ্ছের আকার যেরূপ বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয় ও তাদের মধ্যে সাদৃশ্য পাওয়া যায় না, সেইরূপ পরকাল সম্পর্কে তোমরা বিভিন্ন প্রকার কথা বলে চলেছ, এবং প্রত্যেকের কথা অন্যের কথা থেকে ভিন্ন। তোমাদের উক্তির এই বিভিন্নতা স্বতঃই এই ব্যাপার প্রমাণ করে যে– অহী (প্রত্যাদেশবাণী) ও রেসালত নিরপেক্ষ হয়ে মানুষ যখনই নিজের ও এই দুনিয়ার পরিণাম সম্পর্কে কোন রায় কায়েম করেছে, তখন তারা জ্ঞানের ভিত্তি ছাড়াই তা করেছে। নতুবা, মানুষের কাছে এই বিষয়ে যথার্থ পক্ষে যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কোন উপায় থাকতো তবে এত বিভিন্ন পরস্পর-বিপরীত মত-বিশ্বাসের সৃষ্টি হতো না।

৩। অর্থাৎ নিজেদের এই ভ্রান্ত অনুমান সমূহের কারণে তারা কোন্ পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে– সে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। প্রকৃত কথা পরকাল সম্পর্কে ভ্রান্ত রায় কায়েম করে যে পথই অবলম্বন করা হয়েছে তা ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যায়।

৪। "সেই প্রতিফল দিবস কবে আসবে?"– কাফেরদের এই প্রশ্নের মধ্যে স্বতঃই এই অর্থ নিহিত ছিল যে– "সেদিন আসতে বিলম্ব হচ্ছে কেন? যখন আমরা তা অস্বীকার করছি এবং তা অস্বীকার করার শাস্তি যখন আমাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী তখন সে শাস্তি শীঘ্র এসে যাচ্ছেনা কেন?"

১৫. অবশ্য মুত্তাকী লোকেরা সেদিন বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারা সমূহের পরিবেষ্টনে অবস্থান করবে।

১৬. তাদের রব তাদেরকে যা কিছুই দেবেন, তা তারা সানন্দে সোৎসাহে গ্রহণে নিরত হবে। তারা সে দিনটির আগমনের পূর্বে সদাচারী ও ন্যায়-নিষ্ঠ ছিল।

১৭. তারা রাত্রিতে খুব কম সময় শয়ন করত।

১৮. এবং তারা রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করত।

১৯. আর তাদের ধন-মালে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের জন্যে[৫] স্বত্ব ও অধিকার ছিল।

২০. পৃথিবীতে বিপুল সংখ্যক নিদর্শনাদী রয়েছে দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণকারী লোকদের জন্যে।

২১. আর স্বয়ং তোমাদের নিজেদের সত্তায়ও। তোমরা কি কিছুই উপলব্ধি করতে পার না?

৫। অন্য কথায়, একদিকে তারা নিজেদের প্রভুর হক জানতো ও তা পালন করতো এবং অন্য দিকে বান্দাহদের সাথে তাদের ব্যবহার ছিল এরূপ যে, যা কিছু আল্লাহতা'আলা তাদের দিয়েছিলেন তা কম হোক বা বেশী হোক তারমধ্যে তারাকেবল নিজেদের এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের হক আছে বুঝতো না, বরং তাদের এ অনুভূতি ছিল যে- আমাদের এই সম্পদের মধ্যে খোদার সেরূপ প্রত্যেক বান্দাহর হক আছে যে সাহায্য পাবার উপযুক্ত।

২২. আকাশমন্ডলেই রয়েছে তোমাদের জীবিকা এবং সেই জিনিষ যার ওয়াদা তোমাদের নিকট করা হচ্ছে[৬]।

২৩. অতএব শপথ আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর স্বত্বাধিকারীর। এটা পরম সত্য- এমনই দৃঢ় প্রত্যয় পূর্ণ যেমন তোমাদের বাকস্ফূর্তি।

রুকুঃ২

২৪. হে নবী, ইব্‌রাহীমের সম্মানিত অতিথিদের কাহিনী তোমার নিকট পৌছেছে কি?

২৫. তারা যখন তার নিকট পৌছল তখন বললঃ তোমার প্রতি সালাম। সে বললঃ তোমাদের প্রতিও সালাম; মনে হচ্ছে তারা অপরিচিত লোক [৭]।

৬। এখানে আসমানের অর্থ উর্ধ্ব জগৎ। রিযকের (জীবিকা) অর্থ- সেই সব কিছু যা পৃথিবীতে মানুষের জীবনধারণ করার ও কাজ করার জন্য দেয়া হয়। এবং যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে- এর অর্থ কিয়ামত ও পুনরুত্থান, হিসাব ও কৃতকর্মের বিচার ও কৈফিয়ত তলব, শাস্তি ও পুরস্কার, স্বর্গ ও নরক-সমস্ত আসমানী কিতাবে যে সবের সংঘটনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং কুরআনেও প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে। আল্লাহর এরশাদের অর্থ হচ্ছে- তোমাদের কাকে দুনিয়াতে কি দেয়া হবে উর্ধ্ব জগৎ থেকেই তার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, এবং তোমাদের বিচারের ও কর্মফল দানের জন্যে কবে তোমাদের আহ্বান করা হবে তার সিদ্ধান্তও সেই উর্ধ্বজগৎ থেকেই হবে।

৭। পূর্বাপর প্রসংগ দৃষ্টে এই ব্যাক্যাংশের দুই প্রকার অর্থ হতে পারে। প্রথম-, হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিজে মেহমানদের বলেনঃ "আপনাদের সংগে এর পূর্বে কখনো পরিচয়ের সম্মান লাভ ঘটেনি, আপনারা সম্ভবতঃ এই এলাকায় নূতন তশরীফ এনেছেন"। দ্বিতীয়- তাদের সালামের উত্তর দিয়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বগত নিজের মনে বলেন অথবা অতিথিদের ভোজের ব্যবস্থা করতে অন্দরে যেতে যেতে নিজের খাদেমদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ এঁরা অচেনা লোক, এর পূর্বে কখনো এই এলাকায় এই ধরনের সম্ভ্রম ও মর্যাদা ব্যঞ্জক চেহারা ও চালচলন-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেখা যায়নি।

২৬-২৭. তার পর সে গোপনে তাঁর স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটা মোটাতাজা (কষা) বাছুর এনে অতিথিদের সামনে রাখল এবং বললঃ তোমরা খাচ্ছ না কেন?

২৮. তারপর সে তাদের সম্পর্কে মনে মনে ভয় পেল। তারা বললঃ ভয় পেয় না, ও তাকে এক গুণ-সম্পন্ন পুত্রের জন্মের সুসংবাদ[৮] দান করল।

২৯. এ শুনে তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে আসল এবং আপন গাল চাপড়িয়ে বলতে লাগল– এই বৃদ্ধা, বন্ধ্যার[৯]?

৩০. তারা বললঃ "তোমার রব এটাই বলেছেন। তিনি বিজ্ঞ ও সবকিছু জানেন।

৮। সূরা হুদে পরিষ্কার ব্যক্ত করা হয়েছে– এ ছিল হযরত ইসহাক (আঃ) এর জন্ম লাভের সুসংবাদ।

৯। অর্থাৎ একেতো আমি বৃদ্ধা, তার উপর বন্ধ্যা। এখন আমার হবে সন্তান? বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী সে সময় হযরত ইবরাহীমের (আঃ) বয়স ছিল একশত বৎসর, এবং হযরত সারার বয়স ছিল নব্বুই (জন্মবৃত্তান্ত -১৭-১৮)।

৩১. ইবরাহীম বলল ঃ হে খোদা-প্রেরিত লোকেরা আপনারা কোন অভিযানে এসেছেন?

৩২. তারা বললঃ আমরা এক অপরাধী জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি [১০]।

৩৩. যেন তাদের উপর পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করি,

৩৪. যা আপনার খোদার সীমালঙ্গনকারী লোকদের জন্যে চিহ্নিত হয়ে আছে[১১]।

৩৫. পরে আমরা[১২] সে সব লোককেই বের করে নিলাম যারা এই জনপদে মু'মিন ছিল,

৩৬. এবং আমরা সেখানে একটি ঘর ছাড়া মুসলমানদের আর কোন ঘর পেলাম না।

৩৭. এরপর আমরা সেখানে শুধু একটি নিদর্শন[১৩] সে লোকদের জন্যে রেখে দিলাম যারা অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাবকে ভয় করে।

১০। অর্থাৎ লূতের (আঃ) জাতি। তাদের অপরাধ এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, মাত্র "অপরাধী জাতি"-এই শব্দটি বলা কোন্ জাতির সম্পর্কে বলা হচ্ছে তা বোঝার জন্য যথেষ্ট ছিল।

১১। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রস্তর খন্ডটিকে আপনার প্রভূর পক্ষ থেকে চিহ্নযুক্ত করে দেয়া হয়েছিল যে- কোন্‌টি কোন্ অপরাধীর মস্তক চূর্ণ করবে।

১২। হযরত ইবরাহীমের (আঃ)- কাছ থেকে ফেরেশতাগণ কিভাবে হযরত লূত (আঃ)-এর কাছে পৌছেছিলেন এবং সেখানে তাদের ও লূত (আঃ)-এর কওমের মধ্যে কি সব ব্যাপার ঘটেছিল সে কাহিনী মাঝে বাদ দেয়া হয়েছে।

১৩। 'একটি নিদর্শন'- এর অর্থ মরু সাগর (dead sea) আজও যার দক্ষিণ অঞ্চলে এ বিরাট ধ্বংসের নিদর্শনসমূহ বর্তমান আছে।

وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ

এবং (নিদর্শনআছে) মধ্যে মূসার (কাহিনীর) যখন তাকে আমরা প্রেরণ করেছিলাম প্রতি ফিরআউনের প্রমাণসহ

مُبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾

সুস্পষ্ট সে অতঃপর মুখ ফিরায় তারশক্তিবলে এবং বলেছিল (সে একজন) যাদুকর অথবা উন্মাদ (জ্বিনআশ্রিত)

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾

অবশেষে তাকে আমরাধরেছিলাম ও তার সৈন্যদেরকে তাদের আমরা এরপর নিক্ষেপকরেছিলাম মধ্যে সমুদ্রের এবং সে (হয়েছিল) তিরস্কৃত

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا

এবং (আছে) মধ্যে (নিদর্শন) আদ জাতির (ঘটনায়) যখন আমরা পাঠিয়ে ছিলাম তাদের উপর বায়ুপ্রবাহ অকল্যাণকর না

تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾

ছেড়েছিল কোন কিছুই এসেছিল যার উপর (দিয়ে) এছাড়া যে তাকে করেছিল যেন চূর্ণবিচূর্ণ

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾

এবং (আছে) মধ্যে (নিদর্শন) সামুদজাতির (ঘটনায়) যখন বলাহয়েছিল তাদেরকে তোমরা উপভোগ কর পর্যন্ত একটা নির্দিষ্টসময়

৩৮. আর (তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে) মূসার কাহিনীতে। আমরা যখন তাকে সুস্পষ্ট সনদসহ ফিরাউনের নিকট পাঠালাম[১৪]।

৩৯. তখন সে নিজের শক্তি-সামর্থের উপর নির্ভর করে ঘাড় ঘুরায়ে থাকল এবং বললঃ এ লোক যাদুকর কিম্বা জিন-আশ্রিত।

৪০. শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে ও তার সৈন্য-সামন্তকে পাকড়াও করলাম এবং সকলকেই সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। আর তারা উপেক্ষিত ও তিরস্কৃত হয়ে থাকল।

৪১-৪২. আর (তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে) আদ জাতির ঘটনায়। আমরা যখন তাদের উপর এমন অকল্যাণময় বায়ু-প্রবাহ পাঠালাম যা যে জিনিষের উপর দিয়েই চলে গেছে, তাকেই ছিন্ন-ভিন্ন ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে।

৪৩. এবং (তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে) সামূদ জাতির ঘটনায়, তাদেরকে যখন বলা হয়েছিল যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুখ ভোগ করে নাও।

১৪। অর্থাৎ এরূপ স্পষ্ট মুজেযা ও এরূপ উন্মুক্ত নিদর্শনসমূহ পাঠিয়েছিলাম যার দ্বারা এ ব্যাপারে সন্দেহাতীত ছিল যে, তিনি আসমান-যমীনের স্রষ্টার পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়ে এসেছেন।

৪৪. কিন্তু এই সতর্ক-সংকেতের পরও তারা তাদের খোদার বিধানের পরিপন্থী আচরণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের উপর তাদের চোখের সামনে দেখতে দেখতে এক আকস্মিক আযাব চেপে বসল।

৪৫. অতঃপর না তাদের উঠবার শক্তি ছিল, না তারা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম ছিল।

৪৬. আর এ সবের পূর্বে আমরা নূহের সময়কার লোকদেরকে ধ্বংস করেছি, কেননা তারা ফাসেক লোক ছিল।

রুকু-৩

৪৭. আকাশমন্ডল আমার নিজের শক্তি-বলে সৃষ্টি করেছি। আর আমরাই সে শক্তি রাখি[১৫]।

৪৮. ভূ-পৃষ্ঠকে আমরাই বিস্তীর্ণ করে বিছিয়েছি। আর আমরা উত্তম সমতল রচনাকারী।

৪৯. আর প্রত্যেকটি জিনিসেরই

১৫। মূল শব্দগুলো হচ্ছে وانا لموسعون - موسع এর অর্থ শক্তিমান ও ক্ষমতাশালীও হতে পারে এবং প্রসারকারীও হতে পারে। প্রথম অর্থ অনুসারে এরশাদের মর্ম হচ্ছে– এ আসমান আমি কারুর সাহায্যে নয় বরং নিজের শক্তিতে সৃষ্টি করেছি । আর এর সৃষ্টি আমার ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল না। সুতরাং তোমাদের মস্তিষ্কে এ ধারণা কেমন করে স্থান লাভ করেছে যে– আমি দ্বিতীয় বার তোমাদের সৃষ্টি করতে পারবো না? দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে মর্ম হচ্ছে– এই বিশ্বকে আমি একবার সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে যায়নি, বরং ক্রমাগত এর মধ্যে প্রসারতা সৃষ্টি করে চলেছি, এবং প্রতি মুহূর্তেই এর মধ্যে আমার সৃষ্টির নব নব মহিমা প্রকাশিত হচ্ছে। এরূপ যবরদস্ত পরমস্রষ্টা সত্তাকে তোমরা পুনর্বার সৃষ্টি করতে অক্ষম জ্ঞান করছো কেন?

আমরা জোড়া সৃষ্টি করেছি[১৬]। –সম্ভবতঃ তোমরা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করবে[১৭]।

৫০. অতএব দৌড়াও আল্লাহর দিকে। আমি তোমাদের জন্যে তাঁর পক্ষ হতে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

৫১. আর আল্লাহর সাথে দ্বিতীয় কোন মাবুদ বানিয়ো না। আমি তোমাদের জন্যে তাঁর দিক হতে সুস্পষ্ট সাবধানকারী[১৮]।

৫২. এ ভাবেই হয়ে এসেছে। এদের পূর্ববর্তী জাতি-সমূহের নিকটও কোন রসূল এমন আসেনি যাকে তারা বলেনি যে,এ যাদুকর কিম্বা জ্বিন-প্রভাবিত।

৫৩. এরা কি পরস্পরে কোন চুক্তি করে নিয়েছে? না, এরা সকলে সীমালংঘনকারী লোক[১৯]।

১৬। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল বস্তুকে 'জোড়ার' নীতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। সারা বিশ্ব-ব্যবস্থা এই নিয়মে চলছে যে কতক জিনিসের সংগে কতক জিনিসের 'জোড়' লাগে। এবং এই সংযুক্তির ফলে নানা প্রকার বিন্যাস ও গঠনের উদ্ভব ঘটে। এখানে এমন কোন একক বস্তু নেই যার জোড়া অন্য কোন বস্তু না হয়, বরং প্রত্যেকটি বস্তুই নিজের 'জোড়ার' সংগে মিলিত হয়ে ফলপ্রসূ ও সার্থক হয়ে থাকে।

১৭। অর্থাৎ এই শিক্ষা যে– দুনিয়ার জোড় হচ্ছে আখেরাত, এ ছাড়া এই পার্থিব জীবন অর্থহীন হয়ে যায়।

১৮। এই বাক্যাংশগুলি যদিও আল্লাহতা'আলারই বাণী এখানে বক্তা আল্লাহতা'আলা নন বরং নবী করীম (সঃ)। প্রকৃতপক্ষে যেন আল্লাহতা'আলা নবীর যবানে বলাচ্ছেন ঃ আল্লাহর দিকে ধাবিত হও, আমি তাঁর পক্ষথেকে তোমাদেরকে সতর্ক করছি।

১৯। অর্থাৎ নবীগণের দাওআতের মুকাবিলায় হাজার হাজার বছর ধরে প্রত্যেক যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতির লোকদের একই রূপ ব্যবহার করার কারণ এ হতে পারেনা যে, এই সব পূর্বের ও পরের বংশধারাসমূহ একটি পরামর্শ সভায় মিলিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে এই স্থির করে নিয়েছিল যে, যখনই কোন নবী এসে এ দা'ওআত পেশ করবে তখন তাকে এই একই উত্তর দেয়া হবে। প্রকৃত কথা, এদের এরূপ ব্যবহারের কারণ এ ছাড়া আর কিছু নয় যে– তাদের সকলের মধ্যে বিদ্রোহ–অবাধ্যতার একই দোষ বর্তমান।

৫৪. অতএব হে নবী! তাদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নাও। তোমার উপর কোন তিরস্কার নেই।

৫৫. অবশ্য নসীহত করতে থাক। কেননা নসীহত ঈমানদার লোকদের জন্যে উপকারী।

৫৬. আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি কেবল এ জন্যে সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার বন্দেগী করবে[২০]।

৫৭. আমি তাদের নিকট কোন রিয্ক চাই না। এও চাইনা যে, তারা আমাকে খাওয়াবে।

৫৮. আল্লাহ নিজেই তো রিয্ক-দাতা, বিরাট মহান শক্তিধর ও প্রবল পরাক্রান্ত।

৫৯. কাজেই যে সব লোক যুল্ম করেছে[২১] তাদের অংশেরও তেমনি আযাব প্রস্তুত, যেমন তাদের মত লোকেরা তাদের ভাগের আযাব পেয়েছে। তার জন্যে এরা যেন তাড়াহুড়া না করে।

৬০. শেষ পর্যন্ত ধ্বংস কুফরকারী লোকদের জন্যে সেদিন যার ভয় তাদেরকে দেখানো হয়েছে।

২০। আমি তাদেরকে অন্যের বন্দেগীর জন্যে নয় বরং নিজের বন্দেগীর জন্যে সৃষ্টি করেছি । আমি তাদের স্রষ্টা– আর এই কারণেই আমার বন্দেগী করা তাদের কর্তব্য । অন্য কেউ যখন তাদের সৃষ্টি করেনি তখন অন্যের বন্দেগী করার কি হক তাদের আছে? এবং তাদের পক্ষে কেমন করে এ বৈধ হতে পারে যে– আমিতো হলাম তাদের স্রষ্টা, কিন্তু তারা বন্দেগী করে ফিরবে অন্যদের?

২১। যুল্ম অর্থ এখানে প্রকৃত তত্ত্ব ও সত্যের প্রতি যুল্ম করা, এবং নিজের নিজের প্রকৃতির উপর যুল্ম করা।

সূরা আত-তূর

নামকরণঃ সূরার প্রথম শব্দ الطور -কেই এ সূরাটির নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল ঃ এ সূরায় আলোচিত বিষয়াদীর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-সাবুদ হতে অনুমান করা যায়, এ সূরাটিও মক্কা শরীফে থাকাকালীন জীবনের সেই অধ্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছিল যখন সূরা 'যারিয়াহ্' নাযিল হয়েছিল। এ সূরাটি পড়াকালে এ কথা স্পষ্টভাবেই মনে হয় যে, এ সূরাটির নাযিল হওয়ার সময়ে নবী করীম (সঃ)-এর উপর নানা প্রশ্ন, অভিযোগ, দোষারোপ ও বদনামী-দুর্নামের তীর বৃষ্টির ফোঁটার মত বর্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু যুলুম ও নিপীড়নের যাঁতাকল খুব প্রচন্ডভাবে চলতে শুরু করেছিল, তা এ সূরা পড়াকালে মনে হয় না।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ এ সূরার প্রথম রুকুর আলোচ্য বিষয় পরকাল। ইতিপূর্বে সূরা'যারিয়াহ্'-এ তার সম্ভাব্যতা, ও বাস্তবতা পর্যায়ের যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এ কারণে এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। অবশ্য পরকালের সত্যতা প্রমাণকারী কথাগুলো মহাসত্যের ও কতিপয় নিদর্শনাদির কসম করে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে- পরকাল অবশ্য অবশ্যই হবে। তা যে হবে, তাতে একবিন্দুও সন্দেহের অবকাশ নেই। তার সংঘটিত হতে বাধা দিতে পারে, তাকে রুখতে পারে এমন শক্তি কারও নেই। এর পর বলা হয়েছে, তা যখন সংঘটিত হবে তখন পরকাল-অবিশ্বাসী ও অমান্যকারীদের পরিণতি কি হবে! আর যারা তাকে বিশ্বাস ক'রে তাক্ওয়ামূলক আচরণ করবে তাদেরকে আল্লাহতা'আলার নিয়ামতসমূহ দিয়ে কিভাবে ধন্য করা হবে।........... এ সব কথার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে।

অতঃপর দ্বিতীয় রুকুতে কুরাইশ সরদারদের সে আচরণের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে যা তারা রসূলে করীম (সঃ)-এর পেশ করা দ্বীনি দা'ওআতের ব্যাপারে গ্রহণ করেছিল। তারা তাঁকে কখনও গণক, কখনও পাগল, জ্বিন-আহত, আর কখনও কবি বলে আখ্যায়িত করে জনগণকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করতে চেষ্টা করতো। জনতা রসূলে করীম (সঃ)-এর দ্বীনী দা'ওআত কবুল করার ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-বিবেচনা করার যাতে সুযোগই পেতে না পারে তাই ছিল তাদের চরম লক্ষ্য। তারা রসূলে করীম (সঃ)-এর ব্যক্তি-সত্তার অস্তিত্বকে তাদের পক্ষে একটা হঠাৎ উড়ে আসা কঠিন বিপদ মনে করতো এবং প্রকাশ্য ভাবে বলে বেড়াত যে, এর উপর কোন কঠিন বিপদ আসলেই আমরা এর প্রচার অভিযান জনিত অসুবিধা হতে রক্ষা পেতে পারি। তারা রসূলে করীম (সঃ) এঁর উপর দোষারোপ করতো এই বলে যে, তিনি নিজে কুরআন রচনা করে খোদার নামে প্রচার করেছেন আর নাউযুবিল্লাহ-এ একটা প্রতারণা, তিনি এ প্রতারণার জালে সকলকে জড়াচ্ছেন। খোদা নবুয়্যাত দেয়ার জন্যে এ ব্যক্তিকেই পেয়েছিলেন- এঁকে ছাড়া তিনি আর কাকেও পান নি! .... এ বলে তারা বার বার ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করতো। রসূলে করীম (সঃ)- এর দ্বীনী দা'ওআত ও প্রচারকার্যের প্রতি এমন অনীহা ও অসন্তোষ প্রকাশ করতো যে, মনে হত, যেন নবী করীম (সঃ) তাদের নিকট হতে কিছু ভিক্ষা চাইছেন, তারা দিতে রাজী হয় না বলে তিনি তাদের পিছনে লেগে গেছেন এবং তারা তা দেয়া হতে নিজেদেরকে রক্ষাকরার জন্যে তাঁর নিকট হতে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে কোন্ কূটকৌশলটা চালালে তাঁর এই দ্বীনী দাওআত প্রচার অভিযান খতম হয়ে যেতে পারে, তা নিয়ে তারা একত্রে বসে বৈঠক-মজলিস করে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা চালাত। আর এ সব কিছু করতে গিয়ে তারা যে কত বড় মূর্খতামূলক ধ্যান-ধারণায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে তার অনুভূতিটুকুও তাদের থাকতো না। কেননা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তো তাদেরকে অন্ধকার হতে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থভাবে প্রাণ-

পাত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, অথচ তাঁরই বিরুদ্ধে তাদের এসব ষড়যন্ত্র! আল্লাহতা'আলা তাদের এ সব আচরণের তীব্র সমালোচনা করে পর পর কতগুলি প্রশ্ন উথাপন করেছেন। প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটা হয় তাদের কোন আপত্তির জবাব; কিংবা তাদের কোন মূর্খতার সমালোচনা। তার পর বলা হয়েছে, এ লোকদেরকে আপনার নবুয়্যতের প্রতি বিশ্বাসী বানাবার জন্যে মু'জেযা দেখানো একেবারেই নিরর্থক। কেন না এরা এমন হঠকারী লোক যে, তাদেরকে যাই দেখানো হোক না কেন, তারা তার মন্দ অর্থ করে তাঁর প্রতি ঈমান আনার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চেষ্টা চালাবে।

এ রুকূর শুরুতেও রসূলে করীম (সঃ)-কে এ হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, এসব বিরুদ্ধবাদী ও শত্রু মনোভাব-সম্পন্ন লোকদের অভিযোগ-দোষারোপের কোনরূপ পরোয়া না করেই স্বীয় দা'ওআত ও নসীহতের অভিযান ক্রমাগত ও অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যান। আর শেষ দিকেও তাঁকে তাকীদ করে বলা হয়েছে যে, অত্যন্ত ধৈর্য ও তিতিক্ষা সহকারে এসব প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের মুকাবিলা করতে থাকুন– যতক্ষণ না আল্লাহতা'আলার চূড়ান্ত ফয়সালা এসে পৌছায়। সে সংগে তাঁকে নিশ্চয়তা ও নিশ্চিন্ততা দেয়া হয়েছে যে, আপনার খোদা আপনাকে সত্যের শত্রুদের সম্মুখে ঠেলে দিয়ে অসহায় করে ছেড়ে দেন নি। বরং তিনি প্রতি মুহূর্তে আপনার রক্ষণাবেক্ষণ করে যাচ্ছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর চূড়ান্ত ফায়সালার মুহূর্ত এসে না পৌছায় ততক্ষণ আপনি সব কিছু সহ্য করে যেতে থাকুন এবং আপনার খোদার হামদ্ ও তসবীহ্ করে এমন শক্তি অর্জন করতে থাকুন যা এরূপ অবস্থায় আল্লাহর কাজ করার জন্যে একান্তই প্রয়োজনীয়।

رُكُوْعَاتُهَا ٢ سُوْرَةُ الطُّوْرِ مَكِّيَّةٌ (٥٢) اٰيَاتُهَا ٤٩

দুই রুকূ মক্কী আত-তূর সূরা (৫২) উনপঞ্চাশ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীবমেহেরবান অশেষদয়াবান আল্লাহর নামে (শুরুকরছি)

وَ الطُّوْرِ ۝١ وَ كِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝٢ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝٣

শপথ তূর (পাহাড়ের) এবং (শপথ) একখানা কিতাবের (যা) লিখিত মধ্যে চামড়ার কাগজের উন্মুক্ত

وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝٤ وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝٥ وَ الْبَحْرِ

এবং (শপথ) ঘরের চির আবাদ এবং (শপথ) ছাদের (অর্থাৎ আকাশের) সুউচ্চ এবং (শপথ) সাগরের

الْمَسْجُوْرِ ۝٦ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝٧ مَا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۝٨

উদ্বেলিত নিশ্চয় আযাব তোমাররবের ঘটবে অবশ্যই নাই তারজন্যে কোন প্রতিরোধকারী

রুকূঃ১

১. তূর এর শপথ,

২-৩. আর এমন একখানি উন্মুক্ত কিতাবের যা পাতলা চর্মপৃষ্ঠায় লিখিত হয়ে আছে;

৪. আর চির আবাদ ঘরের;

৫. আর উচ্চ ছাদের;

৬. আর তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের;

৭. এই যে, তোমার খোদার আযাব অবশ্যই সংগঠিত হবে;

৮. যার কেউই প্রতিরোধকারী নেই[১];

১। এখানে প্রভূর শাস্তির অর্থ হচ্ছে পরকাল, কেননা অমান্যকারীদের পক্ষে পরকালের সংঘটনই শাস্তিস্বরূপ। পরকালের সংঘটন সম্পর্কে পাঁচটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। কেননা এ জিনিসগুলি পরকালের আগমন সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণ দান করেঃ ১ তূর, এখানে এক অত্যাচারিত জাতিকে উত্থিত ও এক অত্যাচারী জাতিকে পতিত করার ফয়সালা করা হয়েছিল। এ ফয়সালা এ সত্যের নিদর্শন স্বরূপ যে খোদার খোদায়ী 'আন্ধের নগরী'-উদ্দেশ্যহীন স্বেচ্ছাচারমূলক রাজত্ব নয়। ২.পবিত্র আসমানী গ্রন্থ সমূহের সমষ্টি- প্রাচীন কালে যা পাতলা চর্মপত্রে লিখিত হতো- সাক্ষ্যদান করে যে প্রত্যেক যুগে আল্লাহর পক্ষথেকে আগত পয়গম্বরগণ পরকালের আগমন সম্পর্কে সংবাদ দান করেছেন। ৩. 'আবাদ ঘর' অর্থাৎ কাবাঘর- মরুভূমির বুকে তা নির্মিত হয়েছিল এবং আল্লাহতা'আলা তাকে সেরূপ আবাদী দান করেন যা দুনিয়াতে অন্য কোন ইমারতকে দান করা হয়নি। এ ব্যাপারটি এই সত্যের নিদর্শন যে, আল্লাহর পয়গম্বরগণ শুন্যগর্ভ কথা বলেন না। হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন জনশুন্য পাহাড়সমূহের মধ্যে এ ঘর নিমার্ণ করে হজ্বের জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন সে সময় কেউ ধারণাও করতে পারতো না যে হাজার হাজার বৎসর ধরে জগৎবাসী তার দিকে আকর্ষিত হয়ে চলে আসতে থাকবে। ৪. উচ্চছাদ অর্থাৎ আসমান এবং ৫. مسجور উদ্বেলিত সমুদ্র- আল্লাহর শক্তি-মহিমার এক সুস্পষ্ট নিদর্শন- সাক্ষ্যদান করে যে, তার নির্মাতা পরকাল সংঘটনে অক্ষম হতে পারে না;

৯. তা সেই দিন সংগঠিত হবে যখন আকাশমন্ডল খুব মারাত্মকভাবে থরথর করে কাঁপবে,
১০. আর পর্বত সমূহ উড়ে বেড়াবে।
১১-১২. ধ্বংস সেদিন সেই অমান্যকারীদের জন্যে যারা আজ হুজ্জতবাজিতে মেতে আছে।
১৩. যে দিন তাদেরকে ধাক্কা মেরে মেরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে,
১৪. তখন তাদেরকে বলা হবে যে, এটা সেই আগুন যাকে তোমরা অসত্য ও ভিত্তিহীন মনে করতেছিলে।
১৫. এখন বল এটা কি যাদু না কি, তোমাদের সাধারণ কান্ডজ্ঞানটুকুও নেই?
১৬. এখন যাও তার ভিতরে ভস্ম হতে থাক, তোমরা তা সহ্য করতে পার, আর না পার; তোমাদের জন্যে সবই সমান। তোমাদেরকে সে রকম প্রতিফলই দেয়া হচ্ছে যেমন তোমরা আমল করতেছিলে!

১৭. মুত্তাকী লোকেরা সেখানে বাগান সমূহে ও নিয়ামত-সম্ভারের মধ্যে অবস্থিত হবে,

১৮. মজা নিতে ও স্বাদ আস্বাদন করতে থাকবে সে সব জিনিষ হতে যা তাদের খোদা তাদেরকে দেবেন। আর তাদের খোদা তাদেরকে দোযখের আযাব হতে রক্ষা করবেন।

১৯. (তাদেরকে বলা হবে) খাও ও পান কর স্বাদ ও মজাসহকারে, তোমাদের সে সব কাজের প্রতিফলরূপে যা তোমরা করতেছিলে।

২০. তারা সামনা-সামনি বসানো আসন সমূহে ঠেস লাগায়ে বসবে। আর আমরা সুলোচনা হূরদেরকে তাদের সাথে বিয়ে দেব।

২১. যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানের কোন এক মাত্রায় তাদের পদাংক অনুসরণ করেছে, তাদের সেই সন্তানদেরকেও আমরা (জান্নাতে) তাদের সাথে একত্রিত করব, আর তাদের আমলে কোন হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় উপার্জনের বিনিময়ে গচ্ছিত[২] রাখা আছে।

২। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করে যেমন বন্ধকী বস্তু ছাড়াতে পারে না; সেইরূপ কেউ ফরজ (অবশ্য পালনীয়) পালন না করে নিজেকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পারে না। সন্তান নিজে যদি সৎ না হয় তবে পিতা-পিতামহের পুণ্য তার বন্ধক-মুক্তি করাতে পারে না।

২২. আমরা তাদেরকে সর্বপ্রকার ফল ও গোশত– যে জিনিষই তাদের মন চাইবে- খুব বেশী বেশী দিয়ে যেতে থাকব।

২৩. তারা পান-পাত্র পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আগায়ে আগায়ে গ্রহণ করতে থাকবে। সেখানে কোনরূপ হল্লা কোলাহল বা চরিত্র হীনতা[৩] হতে পারবে না,

২৪. আর তাদের সেবা-যত্নে সে সব বালক দৌড়া-দৌড়ি করতে নিযুক্ত থাকবে যারা কেবলমাত্র তাদের জন্যেই হবে। এরা এমন সুন্দর-সুশ্রী, যেমন লুকিয়ে রাখা মুক্তা।

২৫. এরা পারস্পরিকভাবে একে অপরের নিকট (দুনিয়ায় অতিবাহিত হয়ে যাওয়া অবস্থা সম্পর্কে) জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

২৬. তারা বলবে যে, আমরা এর পূর্বে নিজেদের ঘরের লোকদের মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় জীবন-যাপন করতে ছিলাম[৪] ,

২৭. শেষে আল্লাহতা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন

৩। অর্থাৎ সে 'শরাব' নেশাকর দ্রব্য নয় যে, তা পান করে বেহুদা কথা শুরু করবে বা গালি মন্দ ও ঝগড়া বিবাদে রত হবে; বা সেরূপ অশ্লীল ও অশোভন আচরণ করতে আরম্ভ করবে যেমন দুনিয়ার মদ্যপেরা করে থাকে।

৪। অর্থাৎ আমরা সেখানে আয়েশ-আরাম মত্ত হয়ে নিজেদের পার্থিব ব্যাপারে পরিপূর্ণ মগ্ন থেকে গাফলতির জীবন-যাপন করেনি। বরং সব সময় এই আকাঙ্খা আমাদের মনে জাগ্রত থাকতো-আমরা এরূপ কোন কাজ যেন না করে ফেলি যার জন্যে খোদার কাছে আমরা ধৃত হবো। এখানে বিশেষ ভাবে নিজের পরিজন– পরিবারবর্গের মধ্যে ভয়ে ভয়ে জীবন-যাপন করার কথা এই জন্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ নিজের সন্তান-সন্ততির সুখ-সাধনের ও তাদের দুনিয়া বানানোর চিন্তাতেই সব থেকে বেশী করে পাপে লিপ্ত হয়।

এবং আমাদেরকে ঝলসায়ে দেওয়া বাতাসের আযাব হতে রক্ষা করলেন।

২৮. আমরা বিগত জীবনে তাঁর নিকটই দো'আ করতাম। তিনি বস্তুতঃই অতি বড় অনুগ্রহকারী ও দয়াবান।

রুকুঃ২

২৯. অতএব হে নবী! তুমি উপদেশ দিয়ে যেতে থাক। তোমার খোদার অনুগ্রহে, না তুমি গণক, না পাগল[৫]।

৩০. এই লোকেরা বলে নাকি যে, এই ব্যক্তি কবি, যার জন্যে আমরা কালের আবর্তনের অপেক্ষা করছি?

৩১. এদেরকে বলঃ ঠিক আছে, অপেক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

৩২. এদের বিবেক-বুদ্ধি কি এদেরকে এ ধরণের কথাবার্তা বলতে আদেশ ও উদ্বুদ্ধ করে?

৫। পরকালের চিত্র পেশ করার পর এখন মক্কার কাফেররা যেসব হঠকারিতাসহ রসূলুল্লাহর দা'ওআতের মুকাবিলা করতো, সে সবের দিকে ভাবণের গতি ফেরানো হয়েছে। এই আয়াতে বাহ্যতঃ দেখতে গেলে সম্বোধন রসূলুল্লাহকে করা হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকে শোনানোই হচ্ছে উদ্দেশ্য।

কিংবা প্রকৃতপক্ষে এরা শত্রুতা বশতঃ সীমা-লংঘনকারী লোক[৬]?

৩৩. এরা বলে না কি যে, এই ব্যক্তি কুরআন নিজে রচনা করে নিয়েছে? আসল কথা হল এরা ঈমান গ্রহণ করতে চায় না।

৩৪. এরা যদি নিজেদের এই কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকে, তা হলে তারা এরূপ মর্যাদার একটা কালাম বানিয়ে আনুক না!

৩৫. এরা কি কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া নিজেরাই অস্তিত্ব লাভ করেছে? কিংবা এরা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা?

৩৬. অথবা পৃথিবী ও আকাশ মন্ডল এরাই সৃষ্টি করেছে? আসল কথা হল এরা কোন কথায় প্রত্যয়শীল নয়[৭]।

৬। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশ গুলিতে বিরোধীদের সমস্ত অপপ্রচারকে নস্যাৎ করে দেয়া হয়েছে। যুক্তির সার কথা হচ্ছে- কুরাইশ সর্দার ও শেখরা তো বড় বুদ্ধিমান সেজে বেড়াচ্ছে; কিন্তু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কি তাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছে যে-যে ব্যক্তি কবি নয় তাকে কবি বল; যাকে সমস্ত জাতি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলে জানে তাকে পাগল বল; এবং যে ব্যক্তির সংগে কাহেনের (ভবিষ্যৎ-বক্তা-গণকের) কাজ-কারবারের দূরতম সম্পর্কও নেই তাকে অনর্থক 'কাহেন' বল। তাছাড়া, যদি তারা জ্ঞান-বুদ্ধির ভিত্তিতে কোন কথা বলতো, তাহলে কোন একটি কথাই বলতো- একই সংগে নানা পরস্পর-বিরোধী কথা বলতে পারতো না। একই লোক একই সময়ে কেমন করে কবি, পাগল ও 'কাহেন' হতে পারে।

৭। অর্থাৎ মুখে তো স্বীকার করে যে তাদের ও সারা দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ! কিন্তু যখন বলা হয়- তবে বন্দেগী একমাত্র সেই খোদারই কর; তখন তারা লড়তে উদ্যত হয়ে যায়। তাদের এ ব্যবহার এই কথা প্রামাণ করে যে- আল্লাহতে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস নেই।

৩৭. তোমার খোদার ধন-ভান্ডার কি এদের মুঠির মধ্যে? কিংবা তার উপর এদেরই শাসন চলে[৮]?
৩৮. এদের নিকট কোন সিঁড়ি আছে নাকি, যার উপর চড়ে এরা উচ্চতর জগতের কথা গোপনে শুনে নেয়? এদের মধ্যে যে লোকই গোপনে কিছু শুনে নিয়েছে, সে আনুক না কোন অকাট্য স্পষ্ট দলীল।
৩৯. এ কেমন কথা যে, আল্লাহর জন্যে তো কেবল কন্যা-সন্তান আর তোমাদের জন্যে আছে পুত্র-সন্তান[৯]?
৪০. তুমি কি এদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, এরা জোর পূর্বক গ্রহণ করা জরিমানার বোঝার তলায় পড়ে নিষ্পেষিত হচ্ছে?

৮। এ হচ্ছে মক্কার কাফেরদের এই আপত্তির উত্তর যে, আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ (সঃ)-কে রসূল বানানো হয়েছে কেন? এ উত্তরের মর্ম হচ্ছেঃ এদেরকে গুমরাহী থেকে মুক্ত করার জন্যে যে, কোন অবস্থায় কাউকে না কাউকে তো রসূল নিযুক্ত করতেই হতো। এখন প্রশ্ন, খোদা কাকে নিজের রসূল বানাবেন ও কাকে বানাবেন না এ সিদ্ধান্ত করা কার কাজ? যদি এরা খোদার বানানো রসূলকে মানতে অস্বীকার করে তবে তার অর্থ হয়- হয় তারা নিজেদেরকে খোদার খোদায়ীর মালিক বলে মনে করে অথবা তাদের ধারণা, নিজের খোদায়ীর মালিকতো স্বয়ং খোদা কিন্তু সে ব্যাপারে হুকুম চলবে তাদেরই।
৯। অর্থাৎ যদি রসূলের কথা স্বীকার করতে তোমরা না চাও তবে তোমাদের কাছে প্রকৃত সত্য তত্ত্ব জানবার অন্য কোন্ উপায় আছে? তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কি উর্দ্ধ জগতে পৌছে আল্লাহতা'আলা অথবা তাঁর ফেরেশতাদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে একথা জেনে নিয়েছে যে তোমরা যে বিশ্বাস ও ধর্মের উপর তোমাদের ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করে রেখেছ তা ঠিক সত্য-সম্মত? যদি তোমরা এরূপ দাবী না করতে পারো তবে তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো- জগতের প্রভু আল্লাহর জন্যে সন্তান-সন্ততি সাব্যস্ত করা কিরূপ হাস্যকর ধারণা-বিশ্বাস? -আবার তাও হলো কন্যাসন্তান- যা তোমরা নিজেরাই নিজেদের জন্যে অপমানকর মনে কর!

৪১. এদের নিকট কি অদৃশ্য তত্ত্ব সমূহের জ্ঞান আছে যে, এরা তার ভিত্তিতে লিখছে[১০]?

৪২. এরা কি কোন চাল চালতে চায়? (তাই যদি হয়ে থাকে) তাহলে কুফরকারী লোকদের উপর তাদের চাল উল্টোভাবে পড়বে।

৪৩. আল্লাহ ছাড়া এদের আরও কোন মাবুদ আছে না কি? আল্লাহ মহান পবিত্র সেই শির্ক হতে যা এই লোকেরা করছে।

৪৪. এরা আকাশ মন্ডলের ভগ্নাংশ পড়ে যেতে দেখলেও বলবে, এ তো মেঘমালা, যা চারিদিক হতে পুঞ্জিভূত হয়ে আসছে।

৪৫. কাজেই হে নবী! এদেরকে এদের অবস্থায় থাকতে দাও– শেষ পর্যন্ত যেন এরা এদের সেই দিনটিতে পৌছে যেতে পারে, যে দিন এদেরকে বেহুঁশ করে ফেলা হবে।

১০। অর্থাৎ তারা কি একথা লিখে দিতে পারে যে– তারা গায়েবের (অদৃশ্য জগতের) পর্দাভেদ করে দেখতে পেয়েছে যে রসূল অদৃশ্য জগতের সত্যসমূহ সম্পর্কে যা বর্ণনা করছেন সত্য তা নয়, এবং তাদের এই প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিত্তিতেই তারা রসূলের কথাকে মিথ্যা বলছে।

৪৬. যে দিন না এদের নিজেদের কোন চাল এদের কোন কাজে আসবে, না এদের সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসবে।

৪৭. আর সেই সময়ের উপস্থিতির পূর্বেও যালেমদের জন্যে একটি আযাব রয়েছে, কিন্তু এদের অনেক লোক তা জানে না,

৪৮. হে নবী! তোমার খোদার চূড়ান্ত ফয়সালা আসা পর্যন্ত তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর। তুমি তো আমাদেরই দৃষ্টিপথে রয়েছ। তুমি যখন উঠবে, তখন তোমার খোদার হাম্‌দসহ তাঁর তসবীহ করবে[১১]।

৪৯. রাতের বেলায়ও তার তসবীহ করতে থাক এবং তারকা সমূহ যখন অন্তর্হিত হয়ে যায়, সেই সময়ও[১২]।

১১। অর্থাৎ যখন তোমরা নামাযের জন্যে দাঁড়াও তখন আল্লাহতা'আলার হামদ (প্রশংসা) ও তসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা) দ্বারা নামাযের সূচনা কর। এই আদেশ পালনে রসূলুল্লাহ (সঃ) তকবীর তহরীমার পর নিম্ন শব্দগুলির দ্বারা নামাযের সুচনা করতে নির্দেশ দিয়েছেনঃ 'সুবহানাকা আল্লাহুমা অ-বেহামদেকা অ-তাবারাকাছমুকা অ-তআ'লা জাদ্দুকা অ-লাইলাহা গায়রুকা'।

১২। এর অর্থ – উষাকালীন নামায।

সূরা আন্-নাজম

নামকরণঃ সূরার প্রথম শব্দ والنجم ই এর নাম রূপে গৃহীত হয়েছে। বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে এটা সূরার শিরোনাম নয়। শুধুমাত্র লক্ষণ হিসেবেই এ শব্দটিকে এ সূরার নাম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী গ্রন্থসমূহে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছেঃ اول سورة انزلت فيها سجدة النجم -সিজদার আয়াত আছে এমন সূরা এই আন্-নাজ্ম্-ই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইব্নে মস'উদ (রাঃ) হতেই এ হাদীসের যে সব অংশ ও টুকরা আসওয়াদ ইবনে ইয়াজীদ, আবু ইসহাক ও যুহাইর ইব্নে মু'আরিয়া সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তা হতে জানা যায়– এ কুরআন মজীদের এমন একটা সূরা যা নবী করীম (সঃ) কুরাইশদের একটা সাধারণ সভায় (আর ইব্নে মারদুইয়ার বর্ণনানুযায়ী হেরেম শরীফে) সর্বপ্রথম পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। সভায় কাফের ও মু'মিন উভয় শ্রেণীর লোকই উপস্থিত ছিল। শেষের দিকে তিনি যখন সিজদার আয়াত পাঠ করে সিজদা করলেন, তখন উপস্থিত সমস্ত জনতাও তাঁর সংগে সংগে সিজদায় চলে গেল। মুশরিকদের বড় বড় সরদাররা পর্যন্ত– যারা সকলের অপেক্ষা বেশী বিরোধী ছিল– সিজদা না করে পারল না। হযরত ইব্নে মস'উদ (রাঃ) বলেন– আমি কাফেরদের মধ্যে মাত্র একজন উমাইয়া ইব্নে খাল্ফকে দেখলাম, সে সিজদা করার পরিবর্তে কিছুটা মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে নিল– এবং বলল, আমার জন্যে এটাই যথেষ্ট। পরে আমি দেখেছি যে, লোকটি কুফরী অবস্থায়ই নিহত হ'ল।

এ ঘটনার দ্বিতীয় প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হচ্ছেন হযরত মুত্তালিব ইবনে আবু অদা'আ। তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম কবুল করেন নি। নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদে তাঁর নিজের দেয়া বিবরণ উদ্ধৃত হয়েছে– নবী করীম (সঃ) যখন সূরা 'নাজ্ম্' পাঠ পূর্বক সিজদা করলেন এর্বং উপস্থিত সমস্ত জনতাও তাঁর সংগে সংগে সিজদায় পড়ে গেল, তখন আমি সিজদা করলাম না। বর্তমানে তার ক্ষতি পূরণ আমি এভাবে করি যে, এ সূরাটি পাঠ কালে আমি কক্ষণই সিজদা না করে ছাড়ি না।

ইব্নে সা'আদ বলেছেন, ইতিপূর্বে নবূয়্যতের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে সাহাবা-এ কেরামের একটি সংক্ষিপ্ত দল আবিসিনীয়ার দিকে হিজরত করেছিল। এ বছরই রমজান মাসে রসূলে করীম (সঃ) কুরাইশদের সাধারণ সম্মেলনে সূরা আন্-নাজ্ম্ তেলাওয়াত করলেন এবং মু'মিন ও কাফের সকলেই তাঁর সাথে সিজদায় পড়ে গেল। আবিসিনীয়ায় হিজরত করে যাওয়া লোকদের নিকট এ খবর পৌছিল ভিন্ন এক রূপ নিয়ে। তাতে বলা হল যে, মক্কার কাফেররা সব মুসলমান হয়ে গেছে। এরূপ সংবাদ পেয়ে হিজরতকারীদের মধ্যে কিছু লোক নবুয়্যতের ৫ম বর্ষে মক্কায় ফিরে এলেন। কিন্তু তাঁরা এখানে ফিরে এসে দেখতে পেলেন, যুল্মের চাকা পূর্বানুরূপই সব কিছু নিষ্পিষ্ট করে চলছে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা পুনরায় হিজরত করে আবিসিনীয়ায় চলে যান। এ প্রেক্ষিতে এ কথা নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, এ সূরাটি নবুয়্যতের ৫ম বর্ষে অবতীর্ণ হয়েছিল।

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ নাযিল হওয়ার সময়-কাল সংক্রান্ত এ বিস্তারিত আলোচনা হতে যে অবস্থার মধ্যে এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল তাও জানা যায়। নবুয়্যত লাভের পর পাঁচটি বছর পর্যন্ত রসূলে করীম (সঃ) কেবলমাত্র অপ্রকাশ্য বৈঠক-মজলিসে ও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে আল্লাহর কালাম শুনিয়ে শুনিয়ে লোকদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন সাধারণ জন-সমাবেশে কুরআন মজীদ পড়ে শুনাবার কোন সুযোগই তাঁর হয়নি। কাফেরদের কঠিন প্রতিরোধই ছিল তার পথের

প্রতিবন্ধক। রসূলে করীম (সঃ)-এর ব্যক্তিত্বে, তাঁর তাবলীগী কার্যাবলী ওতৎপরতায় কি তীব্র আকর্ষন ছিল এবং কুরআন মজীদের আয়াতসমূহে কি সাঙ্ঘাতিক রকমের প্রভাব ছিল, সে বিষয়ে তারা সবিশেষ অবহিত ছিল। এ কারণেই তারা নিজেরাও এ কালাম না শুনবার এবং অন্যরাও যাতে শুনতে না পারে, সে জন্যে চেষ্টা ও যত্নের কোন ত্রুটি করতো না। রসূলে করীম (সঃ)-এর বিরুদ্ধে নানা প্রকারের ভুল ধারণা প্রচার করে কেবলমাত্র নিজেদের মিথ্যা প্রচারণার বলে তাঁর এই দ্বীনী আন্দোলনের দা'ওআতকে অবরুদ্ধ ও দমন করে দিতে চেয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে একদিকে তারা নানা স্থানে এ কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছিল যে, মুহাম্মদ বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে এবং এক্ষণে অন্য লোকদেরকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করছে। অপর দিকে তিনি যেখানেই কুরআন শুনাবার জন্যে চেষ্টা করতেন সেখানে হট্টগোল, কোলাহল ও চিৎকার করা তাদের একটা স্থায়ী নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁকে কি কারণে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত বলা হচ্ছে, লোকেরা যাতে তা জানতেই না পারে, এরূপ করার মূলে তাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এরূপ অবস্থায় একদিন রসূলে করীম (সঃ) হারাম শরীফের মধ্যে ভাষণ দেবার জন্যে আকস্মিকভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। এখানে কুরাইশ বংশের লোকদের একটা বিরাট সমাবেশ হয়েছিল। এ সময় আল্লাহতা'আলার তরফ হতে রসূলে করীম (সঃ)-এর মুখে যে ভাষণটি বিঘোষিত হয়, তাই আমাদের সামনে রয়েছে সূরা আন্-নাজ্‌ম্ রূপে। এ কালামের প্রভাব এত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, তিনি যখন এ শুনাতে শুরু করলেন, তখন তার বিপরীত চিৎকার ও কোলাহল করার কোন হুঁশই বিরুদ্ধবাদীদের ছিল না। ভাষণ শেষে নবী করীম (সঃ) যখন সিজদায় পড়ে গেলেন, তখন তারাও সিজদায় পড়ে গেল। এ ছিল তাদের একটা বড় দুর্বলতা। এ দুর্বলতা যখন তারা দেখিয়ে ফেললো, তখন তারা বিশেষ ভাবে বিব্রত হয়ে পড়লো। সাধারণ লোকেরাও তাদেরকে ভর্ৎসনা করতে লাগল এ বলে যে, যে কালাম শুনতে তারা অন্য লোকদেরকে নিষেধ করে বেড়াচ্ছে, তারা নিজেরাই সে কালাম শুধু যে মনোযোগ সহকারে শুনেছে তাই নয়, বরং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে তারা সিজদাও করেছে। লোকদের এ ভর্ৎসনা হতে বাঁচবার জন্যে তখন তারা একটা মিথ্যা কথাও বলতে শুরু করলো। তারা বলতে লাগল, দেখুন আমরা তো শুনতে পাচ্ছিলাম যে, মুহাম্মাদ (সঃ) افرأيتم اللت والعزى ومنوة الثالثة الاخرى পড়ার পর যেন পড়ছেন- تلك الغرانقة العلى وان شفاعتهن لترجى 'এই উচ্চসম্মানিত দেবী। আর তাদের শাফাআত পাওয়ার খুবই আশা করা যায়'। এ কারণে আমরা মনে করেছিলাম, মুহাম্মদ আমাদের আকীদা-বিশ্বাসের পথে ফিরে এসেছে। এ কারণেই আমরা তাঁর সংগে একত্রিত হয়ে সিজদা করতে কোন দোষ মনে করিনি।

অথচ তারা যে বাক্য ক'টি শুনতে পেয়েছে কালে দাবী করেছে,এই গোটা সূরার পূর্বাপর প্রেক্ষিতের সাথে তার বিন্দুমাত্রও সামঞ্জস্য আছে এবং তাতে এই বাক্য ক'টিও পড়া হয়ে থাকতে পারে, এরূপ কথা কেবলমাত্র পাগলেরাই চিন্তা করতে পারে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ মক্কার কাফেরগণ কুরআন মজীদ ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যে আচরণ অবলম্বন করে আছে, তা যে একান্তই ভুল সে কথা জানিয়ে দেয়া ও তাদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়াই এ ভাষণটির মূল বিষয়বস্তু।

কথা শুরু করা হয়েছে এভাবে যে, মুহাম্মদ (সঃ) কোন বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তি নন, তোমরা যেমন তার সম্পর্কে রটিয়ে বেড়াচ্ছ। ইসলামের এই শিক্ষা ও দা'ওআত তিনি নিজের কল্পনা হতেও বানিয়ে নেন নি- যেমন তোমরা মনে করে নিয়েছ। বরং তিনি যা কিছু পেশ করছেন, তা একান্তই অহী- অহী ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়। তোমাদের সামনে তিনি যে মহাসত্য বর্ণনা করেন, তা তাঁর নিজের ধারণা-অনুমান-কল্পনায় রচিত নয়। তা সবই তাঁর নিজ চোখে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা মহাসত্য-বিশেষ। এ জ্ঞান তাঁকে যে ফেরেশতার

মাধ্যমে দেয়া হয়, তাঁকে তিনি নিজে দেখতে পেয়েছেন। তাঁর খোদার বিরাট মহান নিদর্শনাবলী তাকে প্রত্যক্ষভাবে ও সরাসরি দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি নিজের কল্পনার ভিত্তিতে কোন কথা বলেন না, যা বলেন, নিজের চোখে প্রত্যক্ষভাবে দেখে তবে বলেন। কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি দৃষ্টিমান ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করে– এমন জিনিস নিয়ে যা সে নিজে দেখতে পায় না, দেখতে পায় চক্ষুষ্মান ব্যক্তি, তাহলে যে হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এক্ষণে ঠিক তাই হচ্ছে। এরপর পর-পর তিনটি বিষয়ে কথা বলা হয়েছেঃ

১. শ্রোতাদের বুঝানো যে, তোমরা যে ধর্মের অনুসরণ কর নিছক ধারণা-অনুমান ও মনগড়াভাবে ধরে- নেয়া কতকগুলো কথার উপরই তার ভিত্তি সংস্থাপিত। তোমরা লাত-মানাত ও উযযার ন্যায় কতিপয় দেবীকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছ, অথচ প্রকৃত 'ইলাহ্' হওয়ার ব্যাপারে এগুলোর একবিন্দুও অংশ নেই। তোমরা ফেরেশতাগণকে মনে করে বসেছো খোদার কন্যা-সন্তান। অথচ তোমরা নিজেরা কন্যা-সন্তানকে নিজেদের জন্য লজ্জাকর মনে কর। তোমরা নিজেরা ধরে নিয়েছ যে, তোমাদের এ সব মা'বুদ আল্লাহতা'আলা দ্বারা তোমাদের কাজ উদ্ধার করিয়ে দিতে পারে। অথচ আসল ব্যাপার এই যে, তারা তো দূরের কথা, স্বয়ং খোদার নিকটবর্তী ফেরেশতাগণও একত্রিত হয়ে আল্লাহ দ্বারা কোন কথা মানিয়ে নিতে পারে না। তোমরা এ ধরনের যে সব আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করে নিয়েছ, তার মধ্যে কোন একটাও কোনরূপ নির্ভুল জ্ঞান কিংবা কোন প্রমাণের উপর ভিত্তিশীল নয়। বরং এর পশ্চাতে রয়েছে কিছু কামনা-বাসনা, যার কারণে তোমরা কতিপয় ভিত্তিহীন ধারণাকে প্রকৃত সত্য মনে করে নিয়েছ। তোমরা এরূপ একটা অতিবড় ও মৌলিক ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছ। বস্তুতঃ দ্বীন তো সেটিই সত্য ও যথার্থ যা প্রকৃত ব্যাপারের সাথে সামঞ্জস্যশীল। প্রকৃত সত্য তো লোকদের কামনা-বাসনার অধীন হয়না কখনও। তারা নিজেদের ইচ্ছামত যেটিকেই প্রকৃত সত্য মনে করবে, সেটিই প্রকৃত সত্য হয়ে যাবে এমন কথা কখনও হতে পারে না। প্রকৃত সত্যের সাথে সংগতির জন্য নিছক ধারণা-অনুমান কোন কাজ করতে পারে না, এ তার সাধ্যের অতীত। বরং প্রকৃত সত্যের সাথে সংগতি হতে পারে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে। এ জন্যে সঠিক বিবেক-বুদ্ধি ও নির্ভুল জ্ঞান অপরিহার্য। কিন্তু সেই নির্ভুল জ্ঞান ও সত্যিকার বিবেক-বুদ্ধির কথা তোমাদের সামনে পেশ করা হলে তোমরা তা হতে বিমুখ হয়ে থাক, তা গ্রহণ কর না। বরং সত্য-সঠিক কথা যে ব্যক্তি তোমাদের সামনে পেশ করে তাকেই তোমরা বল 'গুমরাহ'– 'পথভ্রষ্ট'। এ ধরনের একটা মারাত্মক ভুল ও বিভ্রান্তিতে তোমাদের নিমজ্জিত হয়ে পড়ার আসল কারণ হ'ল, তোমরা পরকালের বিষয় কোন চিন্তাই কর না। ইহকাল ও বৈষয়িকতাই তোমাদের একমাত্র প্রার্থিত ও কাম্য হয়ে রয়েছে। এ কারণে প্রকৃত সত্যের জ্ঞান লাভ করার দিকেও তোমাদের কোন আকর্ষণ নেই, যে সব আকীদা-বিশ্বাস তোমরা অনুসরণ করে চলেছ, তা প্রকৃত সত্য-অনুরূপ ও তার সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ কি না, সে ব্যাপারে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজনও তোমরা বোধ কর না।

২.লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহতা'আলাই সমগ্র বিশ্বলোকের একচ্ছত্র মালিক ও নিরংকুশ অধিকর্তা। যে লোক তাঁর দেখানো পথের অনুসারী, সেই সত্যানুসারী। যে লোক তাঁর প্রদর্শিত পথের পথিক নয়, সেই পথভ্রষ্ট। পথভ্রষ্টের ভ্রষ্টতা ও সত্যানুসারীর সত্যানুসরণ তাঁর কিছুমাত্র অজানা নয়, নয় অগোচরীভূত। প্রত্যেকের আমল সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবহিত। আর তাঁর নিকট অন্যায়ের প্রতিফল খারাপ এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতিফল ভাল ও উত্তম হওয়া একান্তই অবশ্যম্ভাবী। তোমরা তোমাদের মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে নিজেদেরকে কি মনে কর, আর নিজেদের পবিত্র হওয়ার কথা নিজেদের মুখে যতই প্রচার করে এবং নিজেদের সম্পর্কে যত বড় বড় দাবী করে বেড়াও না কেন, চূড়ান্ত ফয়সালা তো তার ভিত্তিতে কক্ষণই হবে না। বরং চূড়ান্ত ফয়সালা হবে এ কথার ভিত্তিতে যে, আল্লাহ তোমাদেরকে 'মুত্তাকী' বলে জানেন; কিংবা গুমরাহ বলে। তোমরা যদি বড় বড় গুনাহের কাজ পরিহার করে চল তাহলে আল্লাহর রহমত এতই ব্যাপক যে, তিনি ক্ষুদ্র অপরাধ নিজ হতেই মা'ফ করে দেবেন।

৩.কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার শতশত বছর পূর্বে হযরত ইবরাহীম ও হযরত মূসা (আঃ)-এর সহীফাসমূহে সত্য দ্বীনের যে ক'টি মৌলিক বিষয় বিবৃত হয়েছে, তা এ সূরার মাধ্যমে লোকদের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে। মুহাম্মদ (সঃ) কোন অভিনব ও অপূর্ব দ্বীন নিয়ে এসেছেন এরূপ কোন ভুল ধারণায় লোকেরা নিমজ্জিত হয়ে না পড়ে, বরং তারা যেন জানতে পারে যে, এ গুলো হল মৌলিক মহাসত্য এবং শাশ্বত ও চিরন্তন– খোদার নবী ও রসূলগণ চিরকালই এ মহাসত্য লোকদের সম্মুখে পেশ করে এসেছেন। সে সব সহীফা হতে এ কথাও এতে উদ্ধৃত হয়েছে যে, 'আদ, সামূদ, নূহের জাতি ও লূতের জাতির ধ্বংস কোন তাৎক্ষণিক ও আকস্মিকভাবে সংঘটিত ঘটনাবলীর পরিণতি নয়। আল্লাহতা'আলা তাদেরকে যে যুল্‌ম ও খোদাদ্রোহিতার অনিবার্য প্রতিফল হিসাবেই ধ্বংস করেছিলেন যা হতে আজকের মক্কার কাফেররা বিরত থাকার জন্য কিছুতেই প্রস্তুত হচ্ছে না।

এ কথা ও বিষয়সমূহের উল্লেখের পর ভাষণের সমাপ্তি করা হয়েছে এ কথা দিয়ে যে, চূড়ান্ত ফয়সালার জন্যে নির্দিষ্ট সময় সমুপস্থিত প্রায়। তাকে কেউই প্রতিরুদ্ধ করতে পারে না। সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তটির উপস্থিতির পূর্বেই মুহাম্মদ (সঃ) ও কুরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে ঠিক সেভাবেই সতর্ক ও সাবধান করে দেয়া হয়েছে যেমন করে পূর্ববর্তী লোকদেরকে সাবধান করা হয়েছিল। এখন তোমরা কি এ ব্যাপারটিকে অভিনব ও বিরল বলে মনে করছো? ---- এ জন্যই কি তোমরা একে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করছো? আর এ কথা শুনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছ না ? আওয়াজ আসলেই তোমরা হট্টগোল ও কোলাহল করতে শুরু করে দাও– যেন অন্য কেউই তা শুনতে না পায় ? তোমাদের এ নির্লজ্জতার জন্যে তোমাদের কি কান্নার উদ্রেক হয় না ? তোমাদের এ আচরণ হতে বিরত হও, আল্লাহর নিকট নতি স্বীকারের– অবনমিত হও এবং একমাত্র তাঁরই বন্দেগী ও দাসত্ব কবুল কর।

সূরাটির উপসংহারের এ কথাগুলো অত্যন্ত মর্মস্পর্শী, অতিশয় প্রভাবশালী। এ কথাগুলো শুনে কঠিন-কঠোর খোদাদ্রোহী লোকেরাও নিজেদেরকে সংবরণ করতে পারেনি। রসূল করীম (সঃ) যখন খোদার কালামের এ বাক্যসমূহ পাঠ করে সিজদায় পড়ে গেলেন তখন উপস্থিত সমস্ত লোকই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর সংগে সংগে সিজদায় পড়ে গেল।

রুকুঃ১

১. শপথ তারকার– যখন তা অস্তমিত হল[১],

২. তোমাদের সঙ্গী না পথ ভ্রষ্ট হয়েছে, না বিভ্রান্ত[২];

৩. সে নিজের মনের ইচ্ছায় বলেনা।

৪. ইহা একটি ওহী যা তার প্রতি নাযিল করা হয়।

৫-৬ তাকে মহাশক্তিধর শিক্ষা দিয়েছে, যে বড় কৌশলী[৩]। সে সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

১। অর্থাৎ যখন শেষ তারা অস্তমিত হয়ে উষার আবির্ভাব হলো।

২। রফীক (সহচর) অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ)। তাঁকে রফীক বলা হয়েছে, কারণ তিনি মক্কার কাফেরদের কাছে কোন অপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন না। বরং তিনি তাঁদের মধ্যেই জন্মলাভ করে শৈশবকাল থেকে যৌবণ ও যৌবন থেকে পৌঢ় বয়সে উপনীত হয়েছেন। –অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাদের জানা-শোনা অতি পরিচিত ব্যক্তি। উজ্জ্বল প্রভাতের মত একথা অতিস্পষ্ট পরিষ্কার যে তিনি ভ্রান্ত বা ভ্রষ্ট মানুষ নন।

৩। এখানে আল্লাহতা'আলাকে বোঝানো হয়নি, বরং এর অর্থ জিবরাঈল (আঃ)। পরবর্তী বর্ণনা থেকে একথা স্বতঃই প্রকাশ পায়।

৭. যখন সে উচ্চতর দিগন্তে অবস্থিত ছিল[৪],

৮. পরে নিকটে আসল এবং উপরে ঝুলে থাকল-

৯. এমনকি দুই ধনুকের সমান কিম্বা তা হতে কিছুটা কম দুরত্ব থেকে গেল[৫],

১০. তখন সে আল্লাহর বান্দাকে ওহী পৌঁছাল, তাকে যে ওহী-ই পৌঁছানোর ছিল।

১১. দৃষ্টি যা কিছু দেখল, দিল্ তাতে মিথ্যা সংমিশ্রন করেনি[৬]।

১২. এখন তোমরা কি সে ব্যাপারে তার সাথে ঝগড়া কর যাসে নিজ চোখে দেখেছে।

১৩-১৪ আর একবার সে সিদরাতুল মুনতাহার[৭] নিকট তাকে অবতীর্ণ হতে দেখেছে।

৪। দিগন্ত অর্থাৎ আসমানের পূর্বপ্রান্ত যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় এবং দিনের আলো বিকশিত হয়। অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ) যখন প্রথমবার নবী করীমের দৃষ্টিপথে পড়েন সে সময় তিনি আকাশের পূর্বপ্রান্তে দৃশ্যমান হয়েছিলেন।

৫। অর্থাৎ আসমানের পূর্বপ্রান্তে উর্ধ্বে দৃশ্যমান হওয়ার পর জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহর (সঃ) দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন; এবং অগ্রসর হতে হতে শেষ পর্যন্ত তিনি রসূলুল্লাহর উর্ধ্বে শূন্যে অবস্থিত হলেন। তারপর তিনি তাঁর দিকে নেমে এসে তাঁর এতটা নিকটবর্তী হন যে তাঁদের মধ্যে মাত্র দুইধনুক বা তার থেকে কিঞ্চিত কম ব্যবধান বর্তমান ছিল। সমস্ত ধনুক এক প্রকারের হয় না, সেজন্যে দুরত্বের পরিমাপ বলতে গিয়ে দুই ধনুকের সমান বা তার থেকে কিছু কম বলা হয়েছে।

৬। অর্থাৎ দিনের আলোকে পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় উন্মুক্ত চক্ষে মুহাম্মদ (সঃ) যে দিব্যদর্শন করলেন তার প্রতি তাঁর অন্তর এ সাক্ষ্য দিলোনা যে- এ দৃষ্টি-ভ্রম বা কোন দানব বা শয়তান আমার দৃষ্টিতে উদয় হয়েছে, অথবা আমার সামনে কোন কাল্পনিক মূর্তি উদিত হয়েছে; আর আমি জাগ্রত অবস্থায় কোন স্বপ্ন-দর্শন করছি। বরং তাঁর চক্ষু যে দৃশ্য অবলোকন করছিল তাঁর অন্তকরণ যথার্থরূপেই তা উপলব্ধি করছিল। এ বিষয়ে তাঁর অন্তকরণে বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয় ছিলনা যে- তিনি যা'কে দেখছিলেন, তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে জিবরাঈল (আঃ), এবং যে-বাণী তিনি দান করছিলেন তা ছিল প্রকৃত পক্ষে আল্লাহতা'আলারই পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ-বাণী।

৭। আরবী ভাষায় বদরী বৃক্ষকে 'সিদরা' বলে। মুনতাহা অর্থ শেষপ্রান্ত। 'সিদরাতুলমুনতাহা'- এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-"সেই বদরীবৃক্ষ যা শেষ প্রান্তে অবস্থিত"। জড়জগতের শেষ প্রান্তে অবস্থিত সেই বদরী গাছ কি রকম এবং তার যথার্থ স্বরূপ ও প্রকৃতি কি তা আমাদের পক্ষে জানা দুঃসাধ্য। এ হচ্ছে খোদার বিশ্বকারখানার সেইসব গুপ্ত রহস্যের অন্তর্গত যা আমাদের বোধগম্যতার বহির্ভূত। যা হোক, অন্ততঃ এতটুকু বোঝা যায় যে- তা এরূপ কোন বস্তু আল্লাহতা'আলার কাছে যার জন্যে মানবিক ভাষায় 'বদরী' ছাড়া অন্য কোন শব্দ সংগতভাবে প্রযুক্ত হতে পারেনি।

১৫. যেখানে নিকটেই জান্নাতুল মাওয়া রয়েছে।
১৬. তখন 'সিদরার' উপর সমাচ্ছন্ন হতেছিল, যা কিছুই আচ্ছন্ন হতেছিল।
১৭. দৃষ্টি না ঝলসে গেছে, না সীমা অতিক্রমকারী হয়েছে।
১৮. আর সে তার খোদার বড় বড় নির্দশনাদি দেখেছে[৮]।
১৯-২০. এখন বল, তোমরা কি এই 'লাত' এই 'উজ্জা' এবং তৃতীয় আর একটি দেবী 'মানাত' এর প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে কখনও কিছু চিন্তা-বিবেচনা করেছ[৯]?
২১. তোমাদের জন্যে কি পুত্র সন্তান! আর কন্যাগুলো খোদার জন্যে[১০]?
২২. এতো বড় প্রতারণা-পূর্ণ বন্টন!

৮। এ আয়াত এ বিষয়টি স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে দেয় যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহতা'আলাকে নয় বরং তাঁর মহান মহিমান্বিত নিদর্শনসমূহ দেখেছিলেন; এবং যেহেতু পূর্বাপর প্রসংগ অনুযায়ী এ দ্বিতীয় সাক্ষাৎও সেই সত্তার সংগে হয়েছিল যাঁর সংগে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল, সে জন্যে বাধ্য হয়ে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে উর্দ্ধ দিগন্তে প্রথমবার তিনি যাঁকে দেখেছিলেন তিনিও আল্লাহ ছিলেন না, এবং দ্বিতীয় বার তিনি সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে যাকে দেখেছিলেন তিনিও আল্লাহ নন। তিনি যদি এই ঘটনার মধ্যে কোন অবস্থায় আল্লাহ জাল্লাশানুহকে দেখতেন- তবে তো তা এতবড় কথা ছিল যে, এখানে অবশ্যই তা পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত করা হতো।

৯। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ) যে শিক্ষা তোমাদেরকে দিচ্ছেন তোমরা তাকে ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা বলে অভিহিত করছো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে এ শিক্ষা দান করা হচ্ছে; এবং তিনি যে সত্য সমূহের সাক্ষ্য তোমাদের সামনে দিচ্ছেন আল্লাহতা'আলা তাঁকে তাঁর স্বচক্ষে সে সব দর্শন করিয়েছেন। সুতরাং তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর, যে ধারণা ও বিশ্বাসের আনুগত্যের জন্যে তোমরা জিদ করে চলেছ তা কিরূপ অযৌক্তিক; এবং এর মুকাবিলায় যে ব্যক্তি তোমাদের সরল পথ দেখাচ্ছেন তাঁর বিরোধিতা করে তোমরা শেষ পর্যন্ত কাকে ক্ষতিগ্রস্থ করছো?

১০। অর্থাৎ এই দেবীগুলিকে তোমরা বিশ্বপ্রভু আল্লাহতা'আলার কন্যা মনে করে নিয়েছো, এবং এই অর্থহীন ভ্রষ্ট মনগড়া ধারণা করার সময় তোমরা এ কথাও চিন্তা করনি যে, তোমাদের নিজেদের জন্যে তো তোমরা কন্যা-সন্তানের জন্মকে অপমানকর মনে কর এবং কামনা কর তোমাদের পুত্র-সন্তান লাভ হোক; কিন্তু আল্লাহতা'আলার জন্যে যখন তোমরা সন্তান কল্পনা কর তখন কন্যা-সন্তান-ই কল্পনা কর।

২৩. আসলে এ কিছু নয়, শুধু কতগুলো নাম, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা রেখে নিয়েছে। আল্লাহ এ সবের জন্যে কোন সনদ নাযিল করেননি। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, লোকেরা নিছক ধারণা-অনুমানের অনুসরণ করছে, আর মনের কামনা-বাসনার ভক্ত সেজেছে। অথচ তাদের খোদার নিকট হতে তাদের নিকট হেদায়াত এসে গেছে।

২৪. মানুষ যাই কামনা করে তাই কি তার প্রাপ্য অধিকার[১১]?

২৫. ইহকাল ও পরকালের মালিক তো এক আল্লাহই।

রুকূঃ২

২৬. আকাশ মন্ডলে কত না ফেরেশ্তা রয়েছে! তাদের শাফাআত কোন কাজেই আসতে পারে না, যতক্ষণ না আল্লাহতা'আলা এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে তার অনুমতি দেবেন,

১১। এই আয়াতের দ্বিতীয় প্রকার মর্ম এও গ্রহণ করা যায় যে– মানুষের কি এই অধিকার আছে যে সে যাকে ইচ্ছা তাকে উপাস্য গণ্য করবে ? এবং তৃতীয় প্রকার এক অর্থ এও হতে পারে যে– মানুষ এই উপাস্যগুলির কাছ থেকে নিজের কামনা সিদ্ধির যে আশা পোষণ করে তা কখনো কি পূর্ণ হতে পারে?

যার জন্যে তিনি কোন আবেদন শুনতে ইচ্ছা করবেন এবং তা পছন্দ করবেন।

২৭. কিন্তু যে সব লোক পরকাল মানে না, তারা ফেরেস্তাদেরকে দেবীদের নামে অভিহিত করে।

২৮. অথচ এ ব্যাপারে তাদের কিছুই জানা নেই। তারা নিছক অনুমান-ধারণার অনুসরণ করছে। আর ধারণা-অনুমান দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিবর্তে কোন কাজই দিতে পারে না।

২৯. অতএব হে নবী! যে লোক আমাদের স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দুনিয়ার বৈষয়িক জীবন ছাড়া যার লক্ষ্য অন্য কিছু নয়, তাকে তারই অবস্থার উপর ছেড়ে দাও।

৩০. তাদের[১২], জ্ঞানের দৌড় শুধু এ পর্যন্তই। তাঁর পথ হতে কে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে, আর কে সরল-সঠিক পথে রয়েছে তা তোমার খোদাই বেশী জানেন।

১২। ভাষণের পারম্পর্য ছিন্ন করে মাঝখানে পূর্ববর্তী কথার ব্যাখ্যা স্বরূপ এ বাক্যটি উক্ত হয়েছে।

وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ

এবং আল্লাহরই মালিকানায় | যা কিছু | মধ্যে আছে | আকাশ মন্ডলীর | এবং | যা কিছু | মধ্যে আছে | পৃথিবীর | যেন | প্রতিফল দেন

الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَ يَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا

(তাদেরকে) যারা | মন্দ করেছে | ঐ বিষয়ে যা | তারা কাজ করেছে | এবং | প্রতিফলদেন (যেন) | (তাদেরকে) যারা | নেকী করেছে

بِالْحُسْنٰى ﴿٣١﴾ اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ اِلَّا

উত্তম (প্রতিফল) | যারা | বিরতথাকে | বড় বড় | গোনাহ (হতে) | ও | অশ্লীল কাজসমূহ (হতে) | কিন্তু

اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ

ছোট অপরাধ (হয়ে যায়) | নিশ্চয় | তোমাররব (সেক্ষেত্রে) | ব্যাপক বিশাল | ক্ষমায় | তিনি | খুব জানেন | তোমাদেরকে | যখন | তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন

مِّنَ الْاَرْضِ وَ اِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ

হতে | মাটি | এবং | যখন | তোমরা (ছিলে) | ভ্রুন অবস্থায় | মধ্যে | গর্ভসমূহের | তোমাদের মাদের

فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿٣٢﴾

না তাই | তোমরা প্রশংসা করো | তোমাদের নিজেদের | তিনি | খুব জানেন | (তার) সম্বন্ধে যে | পরহেজগারী করে

৩১. আর পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলের প্রত্যেকটি জিনিষের মালিক কেবলমাত্র আল্লাহ।-যেন[১৩] আল্লাহতা'আলা অন্যায়কারীদেরকে তাদের আমলের প্রতিফল দেন এবং নেক ও ভাল আচরণকারীদেরকে শুভ প্রতিফল দিয়ে ধন্য করেন।

৩২. যারা বড় বড় গুনাহ ও প্রকাশ্য স্পষ্ট অশ্লীল জঘন্য কাজকর্ম হতে বিরত থাকে- তবে কিছু অপরাধ তাদের দ্বারা ঘটে যায়। (স ক্ষেত্রে) তোমার খোদার ক্ষমাশীলতা যে অনেক ব্যাপক-বিশাল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি তোমাদেরকে সেই সময় হতে খুব ভালভাবেই জানেন যখন তিনি তোমাদেরকে পৃথিবী (মাটি) হতে সৃষ্টি করেছেন আর যখন তোমরা তোমাদের মায়েদের গর্ভে ভ্রূণ-অবস্থায় ছিলে। অতএব তোমরা তোমাদের আত্মপবিত্রতার দাবি করো না। প্রকৃত মুত্তাকি কে, তা তিনিই ভাল জানেন।

১৩। উপর থেকে যে ভাষণ চলে আসছিল এখান থেকে পুনরায় সেই ভাষণেরধারা শুরু হয়েছে, অর্থাৎ মাঝখানে বলা বাক্যটি ত্যাগ করে ভাষণের পারম্পর্য হবে নিম্নরূপঃ তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও, যাতে আল্লাহ কুকর্মকারীদেরকে তাদের কর্মের প্রতিদান দিতে পারেন।

রুকূ:৩

৩৩. হে নবী! তুমি কি সেই ব্যক্তিকেও দেখেছ, যে খোদার পথ হতে ফিরে গেছে,

৩৪. এবং সামান্য দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছে[১৪]?

৩৫. তার নিকট কি গায়েবের জ্ঞান আছে যে, সে প্রকৃত ব্যাপারটি দেখতে পাচ্ছে?

৩৬-৩৭. সে কি সে সব বিষয়ে অবহিত হয়নি যা মূসার সহীফা সমূহে এবং সেই ইবরাহীমের সহীফা সমূহে বলে দেয়া হয়েছে- যে ওয়াদা পালন ও আত্মোৎসর্গ-করনের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে[১৫]?

৩৮. -এই যে ,কোন বোঝা বহনকারী অন্য কোন লোকের বোঝা বহন করবে না[১৬];

৩৯. এবং এই যে, মানুষের জন্যে কিছুই নেই; কিন্তু শুধু তাই যার জন্যে সে চেষ্টা করেছে[১৭]।

১৪। এখানে কুরাইশদের বড় সরদারদের অন্যতম অলীদ-বিন্ মুগীরার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এ ব্যক্তি প্রথমে রসূলুল্লাহর (সঃ) দা'ওআত গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু যখন তার এক অংশীবাদী বন্ধু একথা জানতে পারলো যে অলীদ মুসলমান হওয়ার সংকল্প করেছে তখন সে তাকে বললোঃ তুমি পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করোনা, যদি তোমার পরকালের শাস্তির আশংকা হয় , তবে আমাকে এত অর্থ দাও, আমি তোমার পরিবর্তে সেখানে শাস্তি ভোগ করার দায়িত্ব গ্রহণ করছি। অলীদ এ কথা মেনে নিলো এবং খোদার পথে আসতে আসতে আবার ফিরে গেল। কিন্তু সে তার মুশরিক বন্ধুকে যে অর্থ দেয়ার সংকল্প করেছিলো তাও মাত্র কিছু পরিমান দিয়ে অবশিষ্ট দিলো না।

১৫। এরপর সেই শিক্ষা-সমূহের সার বর্ণনা করা হয়েছে যা হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ইবরাহীমের (আঃ) গ্রন্থে অবতীর্ণ হয়েছিল।

১৬। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজের কৃতকর্মের জন্যে দায়ী। এক ব্যক্তির দায়িত্ব অন্যের উপর চাপানো যেতে পারেনা। কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলেও অন্য ব্যক্তির কৃতকর্মের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে গ্রহণ করতে পারেনা। অপরাধীর পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করার জন্যে নিজেকে পেশ করার কারণে প্রকৃত অপরাধীকে মুক্তি দেয়া যেতে পারেনা।

১৭। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু পাবে নিজের কৃতকর্মের ফলই পাবে। একজনের কর্মফল অন্য জন লাভ করতে পারেনা; এবং চেষ্টা ও কর্ম ছাড়া কোন ব্যক্তি কিছু পেতে পারেনা।

৪০. এবং এই যে, তার চেষ্টা-প্রচেষ্টা খুব শীঘ্রই দেখা হবে;

৪১. এবং এর পূর্ণ প্রতিফল তাকে দেয়া হবে।

৪২. আর এই যে, শেষ পর্যন্ত তোমার খোদার নিকটই পৌঁছাতে হবে।

৪৩. আর এই যে, তিনিই হাসিয়েছেন এবং তিনিই কাঁদিয়েছেন[১৮]।

৪৪. আর এই যে, তিনিই মৃত্যু দিয়েছেন এবং তিনিই জীবন দান করেছেন।

৪৫-৪৬. আর এই যে, তিনিই পুরুষ ও স্ত্রীর জোড়া সৃষ্টি করেছেন এক ফোঁটা শুক্র হতে, যখন তা নিক্ষিপ্ত হয়।

৪৭. আর এই যে, দ্বিতীয় জীবন দানও তাঁরই দায়িত্বভুক্ত।

৪৮. আর এই যে, তিনিই ধনী বানিয়েছেন এবং বিষয়-সম্পত্তি দিয়েছেন।

১৮। অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ উভয়েরই কারণ তাঁরই পক্ষ থেকে ঘটে থাকে। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের উৎস-মূল তাঁরই হাতে। এই বিশ্ব-জগতের মধ্যে দ্বিতীয় এমন কেউ নেই ভাগ্যের ভাঙ্গা গড়ায় যার কোন প্রকারের সামান্যতম ক্ষমতাও থাকতে পারে।

৪৯. আর এই যে, তিনিই শে'রার খোদা[১৯]।

৫০. আর এই যে, প্রথম 'আদকে তিনিই ধ্বংস করেছেন.

৫১. এবং সামুদ-কে এমনভাবে নির্মূল করেছেন যে, তাদের একজনকেও বাঁচিয়ে রাখেননি।

৫২. আর তাদের পূর্বে নূহের জাতির জনগণকে ধ্বংস করেছেন। কেননা তারা আসলেই বড় কঠিন অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারী দুর্বিনীত লোক ছিল।

৫৩. এবং উপুড় হয়ে পড়ে থাকা জন-বসতি সমূহকে উঠিয়ে নিক্ষেপ করলেন।

৫৪. পরে বিছিয়ে দিলেন তাদের উপর সেই জিনিষ (তোমরাতো জানই যে) যা বিছিয়ে দিলেন[২০]।

৫৫. অতএব হে শ্রোতা! তোমার খোদার কোন্ নিয়ামত সমূহকে তুমি সন্দেহ বোধ করবে?

১৯। শে'রা' -আকাশের উজ্জ্বলতম তারকা। মিশর ও আরববাসীদের বিশ্বাস ছিল- এই তারা মানুষের ভাগ্যকে প্রভাবিত করে। এ জন্যে এ তারকা তাদের উপাস্য দেবতার মধ্যে গণ্য হতো।

২০। 'উপুড় হইয়া থাকা জনবসতি' অর্থাৎ লূত (আঃ)- এর কওমের বসতি, এবং 'বিছাইয়া দিলেন তাহাদের উপর সেই জিনিস' অর্থ- সম্ভবতঃ মরুসাগরের জলরাশি যা ভূ-মধ্যে ধ্বসে যাবার পর তাদের বসতিকে প্লাবিত করেছিল এবং আজ পর্যন্ত সেই অঞ্চলকে নিমজ্জিত করে রেখেছে।

৫৬. বস্তুতঃ এ এক সাবধান বাণী পূর্বে আসা সাবধানবাণী সমূহের মধ্য হতে।
৫৭. আগমনকারী মুহূর্ত নিকটে এসে পৌছেছে।
৫৮. আল্লাহ ছাড়া তা হটাতে পারে এমন কেউ নেই।
৫৯. তাহলে এসব কথায় কি তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করছ?
৬০. হাসছ, অথচ কাঁদছ না?
৬১. আর গান বাজনায় মগ্ন হয়ে এ সব এড়িয়ে যেতে চাচ্ছ?
৬২. ধুলোয় লুটিয়ে পড় আল্লাহর উদ্দেশ্যে। আর বন্দেগী কর। (সিজদা)

সূরা আল-ক্বামার

নামকরণঃ সূরার প্রথম বাক্য وانشق القمر এর القمر শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, এ সেই সূরা যাতে القمر শব্দটি উদ্ধৃত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ এতে شق القمر 'চন্দ্র দীর্ণ' হওয়ার ঘটনার উল্লেখ হয়েছে। এ হতে এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। এ ঘটনাটি হিজরতের প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে মক্কাশরীফে 'মিনা' নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিল। এ বিষয়ে সমস্ত হাদীসবিদ ও তফসীরকার সম্পূর্ণ একমত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ রসূলে করীম (সঃ)-এর দ্বীনী দা'ওআতের মুকাবিলায় মক্কার কাফেরগণ যে হঠকারিতা ও অনমনীয় আচরণ অবলম্বন করেছিল এ সূরায় সে বিষয়টি সম্পর্কে তাদেরকে হুঁশিয়ার ও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার বিস্ময়কর ঘটনা সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণ করছিল যে, হযরত রসূল করীম (সঃ) যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগাম সংবাদ দিচ্ছিলেন; তা বাস্তবিকই সংঘটিত হতে পারে, তা সংঘটিত হওয়া কোনক্রমেই এবং কিছুমাত্রই অসম্ভব ব্যাপার নয়। উপরন্তু তার সংঘটিত হওয়ার বেশী দেরী নেই, তা অতি নিকটে এসে পৌছেছে। চন্দ্র একটি বিরাটায়তন উপগ্রহ। তা লোকদের চোখের সম্মুখেই দীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তার দুটো অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পর হতে এতদূরে চলে গিয়েছিল যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা তার একটা অংশকে পাহাড়ের একপাশে আর অন্য অংশ তার অন্য পাশে দেখতে পেয়েছিল। পরে নিমেষের মধ্যে এ দু' অংশ পরস্পরের সাথে মিলে জুড়ে ও সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনাটা অকাট্য ভাবে প্রমাণ করছিল যে, বিশ্বলোক ও বিশ্ব-ব্যবস্থা অনাদি, অনন্ত ও অবিনশ্বর নয়। তা চূর্ণ-বিচূর্ণ ছিন্ন-ভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হতে পারে। বৃহদায়তন গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্ররাজি দীর্ণ-বিদীর্ণ হতে পারে, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হতে পারে। পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ লাগতে পারে এবং কিয়ামতের যে বিস্তারিত ঘটনাবলী কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হতে পারে। শুধু তাই নয়, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা হতে এ কথাও প্রকট হয়ে উঠেছিল যে, এ বিশ্বব্যবস্থার চূর্ণ-বিচূর্ণ ও দীর্ণ-বিদীর্ণ হওয়ার কাজটা শুরু হয়ে গিয়েছে। মূল কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার খুব বেশী বিলম্ব নেই। কিয়ামত হওয়ার মুহূর্তটি অতি নিকটে উপস্থিত। নবী করীম (সঃ) এ বিষয়ে লোকদেরকে এ হিসেবেই অভিহিত করেছেন, এদিকে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বলেছেনঃ তোমরা দেখ, লক্ষ্য কর এবং সাক্ষী থাক। কিন্তু কাফেররা একে যাদুর কীর্তি বলে চিহ্নিত করেছে। তারা তাদের এ অস্বীকৃতি ও অমান্যতায় অবিচল হয়ে রয়েছে। আলোচ্য সূরায় তাদের এ হঠকারিতা ও অনমনীয়তার জন্যে তাদেরকে তিরস্কৃত করা হয়েছে।

কথা শুরু করতে গিয়ে বলা হয়েছে– এ লোকেরা না বুঝালে বুঝে না ও মানে না, ইতিহাস হতে শিক্ষা গ্রহণ করে না। নিজেদের চোখে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করেও ঈমান আনে না। মনে হয় তারা কিয়ামত কার্যত অনুষ্ঠিত হলে তার পরেই মানবে যে, কিয়ামত সত্য, তার পূর্বে মানবে না। কিয়ামতের দিন কবরসমূহ হতে উঠে হাশরের ময়দানের দিকে যখন দৌড়াতে থাকবে, তখনই স্বীকার করবে যে, কিয়ামতের কথা যা বলা হয়েছিল তার সত্যতায় কোনই সন্দেহ নেই।

এর পর তাদের সামনে নূহ, 'আদ, সামুদ, লূত জাতিসমূহ এবং আলে-ফিরাউনের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করে বলা হয়েছে–খোদার পাঠানো নবী-রসূলগণের সাবধান ও সতর্কবাণীসমূহকে মিথ্যা মনে করে এ জাতি সমূহ কতই না তীব্র ও মর্মান্তিক আযাবে নিমজ্জিত হয়েছে। এক একটা জাতির কাহিনী বলার পর বারবার এ কথার পুনরুল্লেখ

করা হয়েছে যে, এ কুরআন হ'ল উপদেশ ও হেদায়াত গ্রহণের সহজতম মাধ্যম ও উপায়। এর সাহায্যে কোন জাতি শিক্ষা গ্রহণপূর্বক যদি হেদায়াতের সহজ-সরল নির্ভুল পথে আসে, তা হলে এ ধরনের আযাব ভোগ করার কোন কারণই থাকবে না যাতে এ জাতিসমূহ নিমজ্জিত হয়েছে। কিন্তু লোকেরা এ সহজ মাধ্যমের সাহায্যে উপদেশ ও হেদায়াত গ্রহণের পরিবর্তে কার্যতঃ আযাব নিজেদের চোখে দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত মেনে নিতে আদৌ প্রস্তুত হবে না, এ অপেক্ষা বড় নির্বুদ্ধিতা আর কি হতে পারে।

অনুরূপভাবে অতীত জাতি সমূহের ইতিহাস হতে শিক্ষামূলক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসমূহ পেশ করার পর মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যে কর্মপথ ও পন্থা গ্রহণের পরিণামে দুনিয়ার ইতিহাসের অন্যান্য জাতিসমূহ কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হয়েছে, তোমরা ঠিক অনুরূপ কর্মপথ ও পন্থা অবলম্বন করে অনুরূপ শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে না তার কি কারণ থাকতে পারে? তোমাদের সাথে স্বাভাবিক ও সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ গ্রহণ করা হবে এমন কি কারণ ঘটেছে? কিংবা তোমাদের প্রতি কোন বিশেষ ক্ষমার সনদ এসে গিয়েছে যে, যে-অপরাধে অন্যান্যরা ধরা পড়েছে ও শাস্তি পেয়েছে, অনুরূপ অপরাধ তোমরাও করবে অথচ ধরাও পড়বে না, শাস্তিও পাবে না? তোমরা যদি তোমাদের জন-শক্তির বলে এতটা স্ফীত ও গৌরবান্বিত হয়ে থাক, তা হলে মনে রেখ- তোমাদের এ দলীয়-শক্তি ও জন-বল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে ও তারা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতেও দেরী করবে না। কিয়ামতের দিন তোমাদের সাথে এ অপেক্ষাও কঠোর আচরণ গ্রহণ করা হবে।

সবশেষে কাফেরদের বলা হয়েছে- কিয়ামত সৃষ্টির জন্যে আল্লাহতা'আলাকে খুব বেশী কিছু প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন হবে না। বরং তাঁর অনুমতি বা নির্দেশ হওয়া মাত্রই নিমেষ-কালের মধ্যে তা সংঘটিত হয়ে যাবে। কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসের ন্যায় বিশ্ব-ব্যবস্থা ও মানবজাতির জন্যও একটা 'তকদীর' নির্দিষ্ট রয়েছে। এ হিসেবে এ কাজের জন্য যে সময় পূর্ব হতেই নির্দিষ্ট, সেই নির্দিষ্ট সময়ই তা সংঘটিত হবে, তার পূর্বে নয়। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে তখনই কিয়ামত খাড়া করে দেয়া হবে, এমনটা তো হতে পারে না। কিন্তু তাকে সংঘটিত হতে দেখ না বলে যদি কেউ খোদাদ্রোহীতার নীতি অবলম্বন কর তা হলে নিজেদের কুকর্মের দুঃখময় ফল নিজেরাই ভোগ করতে বাধ্য হবে। তোমাদের সব ভাল-মন্দ কাজের রেকর্ড খোদার নিকট তৈরী হচ্ছে, তোমাদের ছোট বা বড় কোন কাজই লিপিবদ্ধ হওয়া হতে বাদ পড়ে যাবে না- যাচ্ছে না।

রুকূঃ১

১. কিয়ামতের মুহূর্ত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে[১]।

২. কিন্তু এই লোকদের অবস্থা এই যে, কোন স্পষ্ট-প্রকট নির্দশন দেখতে পেলেও মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলেঃ এ তো পূর্ব থেকে চলে আসা যাদু।

৩. এরা (এই ঘটনাটিও) মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। এবং নিজেদের নফসের কামনা-বাসনাই অনুসরণ করে চলেছে। প্রত্যেকটি ব্যাপারকে শেষ পর্যন্ত একটি পরিণতি পর্যন্ত অবশ্যাই পৌছাতে হবে।

৪. এই লোকদের সামনে (অতীত জাতিসমূহের) সেই অবস্থা এসে গেছে, যাতে খোদাদ্রোহিতা হতে বিরত রাখার বহু শিক্ষাপ্রদ উপকরণই নিহিত রয়েছে,

১। অর্থাৎ চাঁদ বিদীর্ণ হওয়া কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষণ,- যে কোন সময় তার সংঘটন সম্ভব। এই বাক্যাংশও পরবর্তী বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করে যে, সে সময় চাঁদ প্রকৃত পক্ষে বিদীর্ণ হয়েছিল। যাঁরা স্বচক্ষে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁরা বর্ণনা করেন- চতুর্দশী রাত্রে উদিত হওয়ার কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ চন্দ্র বিদীর্ণ হল, এবং তার দুটি খন্ড সামনের পাহাড়ের দুই দিকে দৃষ্টি গোচর হলো। এবং পরমুহূর্তেই দুটি খণ্ড পুনঃ সংযুক্ত হয়ে গেলো। হাদিস অনুসারে দেখতে গেলে, ধর্মীয় প্রচারকদের এই বর্ণনার মধ্যে কোন সত্যতা নেই যে-এই ঘটনা হুযুরের (সঃ) ইংগিতে সংঘটিত হয়েছিল বা মক্কার কাফেররা মুজেযার দাবী করলে এই মুজেযা দেখানো হয়েছিল।

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۝٥ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ

বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি | উদ্দেশ্যপূর্ণকারী | না কিন্তু | কাজেআসে | সতর্কবাণী (তাদের জন্যে) | (হেনবী)অতএব মুখ ফিরাও | তাদের হতে

يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ۝٦ خُشَّعًا أَبْصَارُ

যেদিন | আহবানকরবে | এক আহবান কারী | দিকে | একটিজিনিষের | কঠিন দুঃসহ | অবনমিতঅবস্থায় (থাকবে) | দৃষ্টি

هُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ

তাদের | তারা বেরহবে (সেদিন) | হতে | কবরসমূহ | (মনে হবে) তারা যেন | পঙ্গপাল

مُّنتَشِرٌ ۝٧ مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۖ يَقُولُ الْكَافِرُونَ

বিক্ষিপ্ত | তারা দৌড়াবে (ভীতবিহ্বল হয়ে) | দিকে | আহবানকারীর | বলবে | কাফেররা

هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝٨ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ

এটা | দিন | কঠিন | মিথ্যারোপ করেছিল | তাদের পূর্বে | জাতি | নূহের

فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ۝٩

তারাঅমান্য আর করেছিল | আমাদের বান্দাকে | এবং | বলেছিল | সেউন্মাদ | ও | তাকে ধমকানো হয়েছিল

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ۝١٠

সে তখন ডেকেছিল | তার রবকে | যে আমি | পরাভূতহয়েছি | অতএব | প্রতিশোধ নাও

৫. এবং এমন বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তিও রয়েছে যা উপদেশ দানের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ মাত্রায় পূরণ করে। কিন্তু সাবধান-সতর্কবাণী তাদের উপর কার্যকর হয় না।

৬-৭. অতএব হে নবী। এদের হতে লক্ষ্য ফিরিয়ে নাও। যে দিন আহ্বানকারী এক কঠিন দুঃসহ জিনিষের দিকে আহ্বান জানাবে, সেদিন লোকেরা শংকাগ্রস্থ, কুণ্ঠিত চোখে নিজেদের কবর সমূহ হতে এমনভাবে বের হবে, মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল।

৮. তারা আহ্বানকারীর দিকে দৌড়িয়ে যেতে থাকবে। আর এই অমান্যকারীরাই (যারা দুনিয়ায় তার সত্যতা মেনে নিতে অস্বীকার করত) তখন বলবেঃ এ দিনটি তো বড়ই কঠিন কষ্টময়।

৯. ইতিপূর্বে নূহের জাতির জনগণ অমান্য করেছে। তারা আমাদের বান্দাহকে অসত্য মনে করে নিয়েছিল। আর বলেছিল, এ তো দিক ভ্রান্ত, পাগল। এবং সে তীব্রভাবে তিরস্কৃত ও উপেক্ষিত হয়েছে।

১০. শেষ পর্যন্ত সে তার খোদাকে ডেকেছে এই বলেঃ 'আমি পরাভূত ও বিজিত হয়েছি। এখন তুমিই এদের উপর প্রতিশোধ নাও'।

আরবি	অর্থ
فَفَتَحْنَآ	তখন আমরা খুলে দিয়েছিলাম
اَبْوَابَ	দ্বারসমূহকে
السَّمَآءِ	আকাশের
بِمَآءٍ	বৃষ্টিদ্বারা
مُّنْهَمِرٍ ⑪	প্রবল বর্ষণের
وَّ	এবং
فَجَّرْنَا	আমরা দীর্ণকরে বের করলাম
الْاَرْضَ	যমীন (হতে)

আরবি	অর্থ
عُيُوْنًا	প্রস্রবণ সমূহকে
فَالْتَقَى	অতঃপর মিলেগেল
الْمَآءُ	(সমস্ত) পানি
عَلٰٓى	উপর
اَمْرٍ	এক কাজ (সম্পূর্ণকরতে)
قَدْ قُدِرَ ⑫	(যা ছিল) নির্দিষ্ট করা
وَ	এবং

আরবি	অর্থ
حَمَلْنٰهُ	তাকে আমরা আরোহণ করালাম
عَلٰى	(নৌকার) উপর
ذَاتِ	(তৈরি) বিশিষ্ট
اَلْوَاحٍ	(অনেক) তক্তা
وَّ	ও
دُسُرٍ ⑬	(বহু) পেরেকের
تَجْرِىْ	চলে
بِاَعْيُنِنَا	আমাদের পর্যবেক্ষণে

আরবি	অর্থ
جَزَآءً	পুরস্কার
لِّمَنْ	তারজন্যে যে
كَانَ كُفِرَ ⑭	প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল
وَ	এবং
لَقَدْ	নিশ্চয়
تَّرَكْنٰهَآ	তা আমরা রেখেছি
اٰيَةً	একটি নিদর্শন হিসেবে

আরবি	অর্থ
فَهَلْ	কি তবে (আছে)
مِنْ	কোন
مُّدَّكِرٍ ⑮	উপদেশ গ্রহণকারী
فَكَيْفَ	তখন কেমন
كَانَ	ছিল
عَذَابِىْ	আমারশাস্তি (তা লক্ষ্যকর)
وَ	ও
نُذُرِ ⑯	আমার সতর্ক বাণী

আরবি	অর্থ
وَ	এবং
لَقَدْ	নিশ্চয়
يَسَّرْنَا	আমরা সহজ করেছি
الْقُرْاٰنَ	কুরআনকে
لِلذِّكْرِ	উপদেশ গ্রহণের জন্যে
فَهَلْ	তবে কি (আছে)
مِنْ	কোন
مُّدَّكِرٍ ⑰	উপদেশ গ্রহণ কারী

১১. তখন আমরা আকাশের দুয়ার সমূহ খুলে দিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষায়েছি,

১২. এবং যমীন দীর্ণ করে প্রস্রবনে পরিণত করে দিয়েছি। আর এ সমস্ত পানিই সেই কাজটি পূর্ণ করার কাজে লেগে গেল, যা পূর্বহতে সুনির্দিষ্ট হয়েছিল।

১৩. আর নূহকে আমরা কাষ্ঠফলক ও লৌহ শলাকাধারী জিনিষের উপর সওয়ার করে দিলাম[২]

১৪. যা আমাদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন চলতেছিল। এ ছিল পুরস্কার সেই ব্যক্তির নিমিত্ত যাকে অমান্য করা হয়েছিল।

১৫. সেই নৌকাটিকে আমরা নিদর্শন বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। এরূপ অবস্থায় উপদেশ গ্রহণ করতে আগ্রহী কেউ আছে কি?

১৬. আমার দেওয়া আযাবটা কি রকম ছিল এবং ভীতি প্রদর্শনটাই বা কত ভয়াবহ ছিল তা একবার লক্ষ্য কর।

১৭. আমরা এই কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্যে সহজ মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি[৩]। ইহা হতে উপদেশ গ্রহণে প্রস্তুত কেউ আছে কি?

২। অর্থাৎ তুফান আসার পূর্বেই আল্লাহতা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী হযরত নূহ (আঃ) যে নৌকা নির্মাণ করেছিলেন।

৩। অর্থাৎ অবাধ্য জাতিদের উপর খোদার যে শিক্ষনীয় আযাব অবতীর্ণ হয়েছে তাতো উপদেশের এক পন্থা স্বরূপ, কিন্তু উপদেশের দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে– এ কুরআন, যা যুক্তি-প্রমাণ উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা তোমাদের সোজা-সরল পথ দেখাচ্ছে। পূর্বোক্ত পন্থার তুলনায় এ পন্থা খুবই সহজ। তবে কেন তোমরা এর থেকে উপকার গ্রহণ না করে আল্লাহর আযাব দেখার জন্যে জিদ করে চলেছো?

كَذَّبَتْ	عَادٌ	فَكَيْفَ	كَانَ	عَذَابِىْ	وَ	نُذُرِ ⑱	اِنَّا
মিথ্যারোপ করেছিল	'আদ'	কেমন অতঃপর	ছিল	আমার শাস্তি	ও	আমার সতর্কবাণী (তা লক্ষ্যকর)	নিশ্চয় আমরা

اَرْسَلْنَا	عَلَيْهِمْ	رِيْحًا	صَرْصَرًا	فِىْ	يَوْمِ	نَحْسٍ
আমরা প্রেরণকরে ছিলাম	তাদের উপর	ঝড়ো বাতাস	প্রবল বেগে		দিনে	অশুভ

مُّسْتَمِرٍّ ⑲	تَنْزِعُ	النَّاسَ	كَاَنَّهُمْ	اَعْجَازُ	نَخْلٍ	مُّنْقَعِرٍ ⑳
ক্রমাগত	উঠিয়ে নিক্ষেপ করে	লোকদেরকে	তারা যেন	কান্ডসমূহ	খেজুরগাছের	উৎপাটিত (মূলহতে)

فَكَيْفَ	كَانَ	عَذَابِىْ	وَ	نُذُرِ ㉑	وَ	لَقَدْ	يَسَّرْنَا
কেমন অতএব	ছিল	আমার শাস্তি	ও	আমার সতর্কবাণী (লক্ষ্যকর)	এবং	নিশ্চয়	আমরা সহজ করেছি

الْقُرْاٰنَ	لِلذِّكْرِ	فَهَلْ	مِنْ	مُّدَّكِرٍ ㉒	كَذَّبَتْ	ثَمُوْدُ
কুরআনকে	উপদেশ গ্রহণের জন্যে	তবে কি (আছে)	কোন	উপদেশ গ্রহণকারী	মিথ্যারোপ করেছিল	'সামুদ'

بِالنُّذُرِ ㉓
সতর্কবাণী সমূহকে

১৮. 'আদ মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে, তাদের প্রতি আমাদের আযাবটা কি রকম ছিল এবং আমার সাবধান-সতর্কবাণী, তা লক্ষ্য কর।

১৯. আমরা এক বড় ও ক্রমাগত অশুভ দিনে প্রবল ঝড়ো-বাতাস তাদের উপর প্রেরণ করেছি;

২০. তা লোকদেরকে উপরে উঠিয়ে এমনভাবে নিক্ষেপ করতেছিল, যেন তারা মূল হতে উৎপাটিত খেজুর গাছের কান্ড।

২১. অতএব লক্ষ্য কর, কি রকমের ছিল আমাদের আযাব আর কত তীব্র ছিল আমার সাবধান-সতর্ক বাণী।

২২. আমরা এই কুরআন উপদেশ দানের জন্যে সহজ মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি, উপদেশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত এমন কেউ আছে কি?

রুকূঃ২

২৩. সামুদ সাবধান বাণী ও হুঁশিয়ারী সমূহকে মিথ্যা মনে করেছে।

فَقَالُوٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ اِنَّآ اِذًا

তারা তখন বলেছিল | মানুষ কি | আমাদের মধ্যেহতে | একজন | যাকে অনুসরণ করব আমরা | নিশ্চয় আমরা | তখন (হব)

لَّفِىْ ضَلٰلٍ وَّ سُعُرٍ ﴿٢٤﴾ ءَاُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ

অবশ্যই মধ্যে | ভ্রান্তির | ও | বিকৃতবুদ্ধির | অবতীর্ণ করা হয়েছে কি | উপদেশ (আল্লাহর বিধান) | তারউপর | হতে

بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا

আমাদের মাঝ | বরং | সে | খুবমিথ্যাবাদী | দাম্ভিক | (বলা হল) তারা জানবে | কালই

مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ﴿٢٦﴾ اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ

কে | খুব মিথ্যাবাদী | দাম্ভিক | নিশ্চয় আমরা | প্রেরণকারী | একটি উষ্ট্রী | পরীক্ষা হিসেবে | তাদের জন্যে

فَارْتَقِبْهُمْ وَ اصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾ وَ نَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ

অতএব তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ | ও | সবরকর। | এবং | তাদের জানিয়ে দাও | যে | পানি | বন্টনকরা (হয়েছে)

بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾

তাদেরমাঝে | প্রত্যেকে | পানকরতে | হাজিরহবে (পালাক্রমে)

২৪. এবং বলেছেঃ একজন একা মানুষ, যে আমাদেরই একজন, আমরা কি এখন তারই পিছনে চলতে শুরু করব? তার অনুসরণ করতে শুরু করলে তার অর্থ এই হবে যে, আমরাই-ই বিভ্রান্ত হয়ে গেছি এবং আমাদের বিবেক-বুদ্ধি বিনষ্ট হয়ে গেছে।

২৫. আমাদের মধ্যে শুধু এই এক ব্যক্তিই কি এমন ছিল যার প্রতি খোদার বিধান নাযিল করা হয়েছে?..... না, বরং এই ব্যক্তিই বড় মিথ্যাবাদী ও স্বতঃবিভ্রান্ত। (আমরা আমাদের নবীকে বললামঃ)

২৬. শীঘ্রই এরা জানতে পারবে, কে বড় মিথ্যাবাদী ও স্বতঃ-বিভ্রান্ত।

২৭. আমরা উষ্ট্রীকে তাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ করে পাঠাইতেছি, এখন খানিকটা ধৈর্য্য সহকারে দেখ ও লক্ষ্য কর যে. এই লোকদের কি পরিনামটা হয়।

২৮. এই লোকদের জানিয়ে সতর্ক করে দাও যে, পানি এদের ও উষ্ট্রীর মধ্যে বন্টিত হবে এবং প্রত্যেকেই নিজের জন্যে নির্দিষ্ট দিন ক্ষণে পানি-পান করতে আসবে[৪]।

৪। এ ব্যাখ্যা হচ্ছে আল্লাহর এই এরশাদের যে– "আমি উষ্ট্রীকে তাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ করে পাঠাচ্ছি"। পরীক্ষাটি ছিল হঠাৎ একটি উটনী নিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত করে দিয়ে তাদেরকে বলা হল– 'একদিন একাকী এ উটনী পানি পান করবে, এবং দ্বিতীয় দিন তোমরা সব লোক নিজেদের জন্যে ও নিজেদের পশুদের জন্যে পানি সংগ্রহ করতে পারবে। উটনীর পালার দিনে তোমাদের কোন ব্যক্তি নিজে পানি সংগ্রহের জন্যে অথবা নিজের পশুদের পানি পান করাতে যেন কোন ঝরনা বা কূপে না আসে'। এই চ্যালেঞ্জ সেই ব্যক্তির পক্ষথেকে দেয়া হয়েছিল যার সম্পর্কে তারা নিজেরা বলতো যে, এ ব্যক্তির সহায়তায় না আছে কোন সাজ ও সৈন্য, আর না আছে কোন বৃহৎ দল।

২৯. শেষ পর্যন্ত সেই লোকেরা নিজেদের লোককে ডাকল, সে এই কাজের দায়িত্ব নিল এবং উষ্ট্রীকে মেরে ফেলল।

৩০. তার পর দেখ আমার আযাব কত ভয়াবহ ছিল, এবং আমার হুঁশিয়ারী ছিল কত ভয়াবহ।

৩১. আমরা তাদের উপর শুধু একটি মাত্র ধ্বনি ছেড়েছি, ফলে তারা খোয়াড় প্রস্তুতকারীদের নিষ্পেষিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ ডালপালার মতই ভূষি হয়ে গেল[৫]।

৩২. আমরা এই কুরআনকে উপদেশ লাভের জন্যে সহজতম উপায় ও মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি। এখন উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?

৩৩. 'লূত' জাতির লোকেরা সমস্ত সতর্কবাণী ও হুঁশিয়ারীকে মিথ্যা মনে করেছে।

৩৪-৩৫. আমরা প্রস্তর নিক্ষেপকারী প্রবল বাতাস পাঠিয়ে দিয়েছি। কেবলমাত্র 'লূত'এর ঘরবাসীরাই তা হতে রক্ষা পেয়ে গেছে। তাদেরকে আমরা নিজেরই অনুগ্রহে রাতের শেষ প্রহরে বাঁচিয়ে বের করে দিয়েছি।

৫। যারা গৃহপালিত পশুপালন করে তারা নিজেদের পশুদের অবস্থান-ক্ষেত্রকে সুরক্ষিত করার জন্যে কাঠ বা গুল্মাদি দ্বারা এক বেষ্টনী নির্মাণ করে দেয়। এই বেষ্টনীর তৃণ-গুল্মাদি ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হয়ে ঝরে পড়ে ও পশুদের যাতায়াতে পদ-পিষ্ট ভূষিহয়ে যায়। সামূদ জাতির পদদলিত-পিষ্ট, জীর্ণ লাশগুলিকে সেই ভূষির সংগে তুলনা দেওয়া হয়েছে।

كَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾ وَ لَقَدْ

এভাবেই | পুরস্কার দেই আমরা | যে | শোকরকরবে | এবং | নিশ্চয়

اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾ وَ لَقَدْ رَاوَدُوْهُ

তাদেরকে সতর্ক করেছিল | আমাদেরপাকড়াও (সম্পর্কে) | তবে তারা সন্দেহ করেছিল | সতর্কবাণীকে | এবং | নিশ্চয় | তারা চেষ্টা করেছিল | তার হতে

عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَ

সম্পর্কে | তার মেহমান (দের) | তখন আমরা নিষ্প্রভ করেছিলাম | তাদের চোখ গুলোকে | এখন তোমরা স্বাদলও | আমার শাস্তির | ও

نُذُرِ ﴿٣٧﴾ وَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾

আমার সতর্ক বাণীর | এবং | নিশ্চয় | তাদের উপর ভোরে এসেছিল | খুব ভোরে | শাস্তি | বিরামহীন

فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَ نُذُرِ ﴿٣٩﴾ وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ

তোমরা এখন স্বাদলও | আমার আযাবের | ও | আমার সতর্ক বাণীর | এবং | নিশ্চয় | আমরা সহজ করেছি | কুরআনকে

لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾ وَ لَقَدْ جَآءَ اٰلَ

উপদেশ গ্রহণের জন্যে | কি তবে (আছে) | কোন | উপদেশ গ্রহণকারী | এবং | নিশ্চয় | এসেছিল | লোকদের (কাছে)

فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾

ফিরআউনের | সতর্কবাণী

এরূপ প্রতিফল আমরা এমন প্রত্যেককেই দিয়ে থাকি, যে কৃতজ্ঞতা-সম্পন্ন হয়।

৩৬. লূত নিজের জাতির লোকদেরকে আমাদের পাকড়াও সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল; কিন্তু তারা সমস্ত সতর্কবাণী ও হুঁশিয়ারীকে সংশয়পূর্ণ মনে করে কথায় কথায় তা উড়িয়ে দিল।

৩৭. পরে তারা তাকে তার অতিথিদের রক্ষণাবেক্ষণ হতে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের চক্ষু নিষ্প্রভ করে দিলাম যে, এখন আমার আযাবের ও আমার সাবাধানবাণী হুঁশিয়ারীর স্বাদ গ্রহণ কর।

৩৮. অতি প্রত্যুষেই একটি বিরামহীন অপ্রতিরোধ্য আযাব এসে তাদেরকে গ্রাস করে নিল।

৩৯. আস্বাদন কর এখন আমার আযাবের ও হুঁশিয়ারীর স্বাদ।

৪০. আমরা তো এই কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্যে সহজ মাধ্যম বানিয়েছি। এখন উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

রুকূঃ৩

৪১. আর ফিরআউনের লোকদের নিকটও সাবধানবাণী ও হুঁশিয়ারী এসেছিল।

৪২. কিন্তু তারা আমাদের সমস্ত নিদর্শনকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করল। শেষকালে আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম যে ভাবে কোন প্রবল পরাক্রমশালী পাকড়াও করে।

৪৩. তোমাদের কাফেররা কি সেই লোকদের অপেক্ষা ভাল[৬]? কিম্বা আসমানী গ্রন্থটিতে তোমাদের জন্যে কোন ক্ষমা লেখা হয়েছে?

৪৪. অথবা তাদের বক্তব্য এই যে, আমরা এক সুগঠিত-সুদৃঢ় গণবাহিনী, নিজেদের সংরক্ষণ নিজেরাই সম্পন্ন করে নিব?

৪৫. অতি শীঘ্র এই গণবাহিনী পরাজয় বরণ করবে, এবং এই সব লোককে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যেতে দেখা যাবে।

৪৬. বরং তাদের সাথে বুঝা-পড়া করার জন্যে আসল প্রতিশ্রুত সময় তো হল কিয়ামত এবং তা বড়ই ভয়াবহ এবং অতিশয় তিক্ত মুহূর্ত।

৪৭. এই পাপী-অপরাধী লোকেরা আসলে ভুল ধারণায় নিমজ্জিত এবং এদের বিবেক-বুদ্ধি তিরোহিত।

৬। কোরাইশদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। মর্ম হচ্ছেঃ তোমাদের মধ্যে এমন কি ভাল গুণ আছে– তোমাদের কোন্ সে মানিক লটকানো আছে যে, অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞতা, মিথ্যা ও হঠকারিতার পথ অবলম্বন করার কারণে যখন অন্য জাতিদের শাস্তি দেয়া হয়েছে তখন তোমরা সেই একই পথ অবলম্বন করলেও তোমাদের শাস্তি দেয়া হবেনা?

৪৮. যে দিন এরা উল্টোভাবে আগুনে হেচড়ায়ে নিক্ষিপ্ত হবে , সেদিন তাদেরকে বলা হবেঃ এখন আস্বাদন কর জাহান্নামের আগুনের স্বাদ।

৪৯. আমরা প্রত্যেকটি জিনিস একটি তকদীর সহকারে সৃষ্টি করেছি[৭]।

৫০. আর আমাদের সিদ্ধান্ত একটি একক ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই হয়ে থাকে এবং নিমেষ মধ্যে তা কার্যকর হয়ে যায়।

৫১. তোমাদের ন্যায় বহু 'কেউ-কেটা'-কে আমরা ইতিপূর্বে ধ্বংস করেছি । তা হলে আছে কেউ উপদেশ গ্রহণকারী?

৫২. যা কিছু তারা করেছে তা সবই খাতা কলমে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে,

৫৩. এবং সমস্ত ছোট-বড় কথা লিপিবদ্ধ আছে।

৫৪. খোদার নাফরমানী হতে বিরত থাকা লোকেরা নিশ্চিতরূপেই বাগানসমূহ ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে হবে;

৫৫. প্রকৃত সম্মান-মর্যাদার স্থানে, মহাশক্তিমান সম্রাটের নিকট।

৭। অর্থাৎ দুনিয়ার কোন বস্তুই 'আলালটপ' পয়দা করে দেয়া হয়নি, বরং প্রত্যেক জিনিসের একটি তকদীর, নির্দিষ্ট পরিমাণ ও পরিমাপ আছে যে অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তা সৃষ্টি হয়, একটি বিশেষ আকৃতি প্রাপ্ত হয়, এক বিশেষ নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বিকাশ ও বৃদ্ধি লাভ করে, এক নির্দিষ্ট সময় সীমা পর্যন্ত বাকী থাকে এবং এক নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়ে যায়।

সূরা আর্-রহমান

নামকরণঃ প্রথম শব্দটিকেই এ গোটা সূরার নাম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এ দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হ'ল এই সেই সূরা যা 'আর-রহমান' শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এ সূরার মূল বিষয়বস্তু ও আসল বক্তব্যের সাথে এ নামকরণের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কেননা এ সূরাটিতে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহতা'আলার রহমতের গুণ-পরিচয়ের বাহ্যিক প্রকাশ, প্রতিফল ও নিদর্শনাদিরই ব্যাপক উল্লেখ হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল তফসীর বিশারদগণ সাধারণত এ সূরাটিকে মক্কী সূরা বলেছেন। যদিও হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস, ইকরামা ও কাতাদাহ হতে এ কথাটি বর্ণিত হয়েছে যে, এ সূরাটি মদীনী। কিন্তু এ ব্যক্তিগণ হতে বর্ণিত অপর কিছু কিছু বর্ণনায় এর বিপরীত কথাও বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য মদীনী সূরার পরিবর্তে মক্কী সূরার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। শুধু এই নয়, মূল বক্তব্যের দৃষ্টিতে এ মক্কী জীবনেরও সেই প্রথিমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা বলে মনে হয়। উপরন্তু বহু ক'টি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতেও প্রমাণিত হয় যে, এ সূরাটি মক্কা শরীফেই– হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে– অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসনাদ আহমদ গ্রন্থে হযরত আসমা বিন্‌তে আবু বকর (রাঃ)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে– তিনি বলেছেনঃ আমি রসূলে করীম (সঃ)-কে হারাম শরীফে কাবা ঘরের সেই কোণের দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখেছি, যেখানে হাজরে আস্‌ওয়াদ অবস্থিত। এ সেই সময়ের কথা, যখন পর্যন্ত فاصدع بما تؤمر 'তোমাকে যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তুমি তাহা উদাত্তকণ্ঠে চতুর্দিকে প্রচার করে দাও'– আয়াতটি নাযিল হয়নি। মুশরিক লোকেরা এ নামাযে রসূল করীম (সঃ)-এর মুখে فبأي آلاء ربكما تكذبان শব্দগুলো শুনছিল। এ হতে জানা গেল যে, আলোচ্য সূরাটি সূরা আল-হিজর-এর পূর্বেই নাযিল হয়েছিল।

আল-বাযযার ইব্‌নে যরীর, ইব্‌নুল মুন্‌যির, দারে কুতনী (ফিল-আফরাদ), ইবনে মারদুইয়া ও আল-খতীব (ইতিহাস গ্রন্থ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, একবার রসূলে করীম (সঃ) সূরা আর-রহমান নিজে তেলাওয়াত করলেন; কিংবা তাঁর সামনে এ সূরাটি পড়া হ'ল। অতঃপর তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ জ্বিনেরা তাদের খোদার এ প্রশ্নের যে রকম উত্তম জবাব দিয়েছিল, তোমাদের নিকট হতে এ প্রশ্নের সে রকম উত্তম জবাব শুনতে পাইনা কেন? লোকেরা জিজ্ঞাসা করলোঃ তাদের জবাব কি রকমের ছিল? রসূলে করীম (সঃ) বললেনঃ আমি যখন আল্লাহতা'আলার জিজ্ঞাসা.... فبأي آلاء ربكما تكذبان.....পাঠ করতাম, তখন তারা জবাব প্রসংগে বলে যেতঃ لا بشيء من نعمة ربنا نكذب..'আমরা আমাদের খোদার কোন একটা নিয়ামতও অস্বীকার করি না'। তিরমিযী, হাকিম ও হাফেজ আবু বকর, বাযযার, হযরত জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ হতে প্রায় এ ধরনের কথাই উদ্ধৃত করেছেন। এ বর্ণনাটির বক্তব্য হ'ল– লোকেরা সূরা আর-রহমান শুনে যখন নির্বাক ও চুপ চাপ হয়ে থাকল, তখন নবী করীম (সঃ) বললেনঃ.......................................

لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا احسن مردودا منكم كنت كلما اتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد.

যে রাতে জ্বিনেরা... কুরআন শুনবার জন্যে একত্রিত হয়েছিল, আমি সে রাতে এ সূরাটি জ্বিনদেরকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। তারা এর জবাব তোমাদের অপেক্ষা অনেক ভালভাবে দিচ্ছিল। আমি যখনই এ কথাটি পাঠ করতামঃ 'হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার বা অসত্য মনে করবে?' তখন তারা এর জবাবে

বলতোঃ 'হে আমাদের পরোয়ারদিগার খোদা! আমরা তোমার কোন নিয়ামতকেই অস্বীকার বা অসত্য মনে করছি না। অতএব সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্যে'।

এ বর্ণনা হতে জানা গেল, সূরা আল-আহকাফ (২৯-৩২নম্বর আয়াত)-এ রসূল করীম (সঃ)-এর পবিত্র মুখে জ্বিনদের কুরআন শ্রবণের যে ঘটনাটির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তখন নবী করীম (সঃ) নামাযে সূরা আর-রহমান তেলাওয়াত করছিলেন। এ নবুয়্যত লাভের দশম বছরের ঘটনা। নবী করীম (সঃ) তখন তায়েফ সফর হতে প্রত্যাবর্তন কালে 'নাখলা' নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। যদিও অন্যান্য কিছু কিছু বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে যে, জ্বিনেরা যে রসূলে করীম (সঃ)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করছে, তা তিনি নিজে জানতেন না। বরং পরে আল্লাহতা'আলাই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা তাঁর কুরআন পাঠ শুনছিল। কিন্তু আল্লাহতা'আলা যে ভাবে নবী করীম (সঃ)-কে জ্বিনদের কুরআন শ্রবণের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন, অনুরূপভাবে তিনি তাঁকে এ কথাও জানিয়ে দিয়ে থাকবেন যে, জ্বিনেরা কুরআন শুনার সময় এ জিজ্ঞাসার জবাবে কি বলেছিল– এ কিছু মাত্র ধারণাতীত ব্যাপার নয়।

এ সব বর্ণনা হতে শুধু এতটুকুই জানা যায় যে, সূরা আর-রহমান, সূরা হিজর ও সূরা আহকাফ-এর পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এর পর আর একটা বর্ণনা আমাদের সামনে থাকে। তা হতে জানা যায়, এ মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের মধ্যে একটা। ইব্‌নে ইসহাক হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, একদা সাহাবা-এ-কেরাম (রাঃ) পরস্পর বলাবলি করলেন যে, কুরাইশরা কখনও কাকেও প্রকাশ্যভাবে ও উচ্চ স্বরে কুরআন পড়তে শুনেনি। আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে তাদেরকে একবার আল্লাহর এ পবিত্র কালাম শুনিয়ে দেবে? হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে মস'উদ (রাঃ) বললেনঃ আমি এ কাজটি করবো। সাহাবা-এ-কেরাম আশংকা বোধ করলেন যে, তারা কুরআন শুনে হয়ত বাড়াবাড়ি বা অত্যাচার করতে পারে। আমাদের মতে এ কাজটি এমন ব্যক্তির করা উচিত যার বংশ ও পরিবার খুব প্রবল পরাক্রমশালী হবে। তা হলে কুরাইশরা তেমন কিছু বাড়াবাড়ি করলে তার গোটা বংশ ও পরিবারই তার সাহায্যার্থে মাথা তুলে দাঁড়াবে। হযরত 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেনঃ আমাকে এ কাজটি করতে দাও, আল্লাহই আমার রক্ষক। অতঃপর কিছুটা বেলা হলে তিনি হারাম শরীফে প্রবেশ করলেন। কুরাইশ-সরদাররা এ সময় সেখানে নিজের নিজের মজলিস বেশ জমিয়ে বসেছিল। হযরত 'আবদুল্লাহ মাকামে ইবরাহীম-এ পৌছে বলিষ্ঠ কণ্ঠে সূরা আর-রহমান তেলাওয়াত করা শুরু করে দিলেন। কুরাইশের লোকেরা প্রথমে ভাবতে চেষ্টা করলো, 'আবদুল্লাহ কি বলছে। পরে তারা যখন টের পেয়ে গেল যে, এ সেই কালাম, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যা খোদার কালামরূপে পেশ করছেন, তখন তারা হযরত 'আবদুল্লাহর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারা তাঁর মুখের উপর থাপ্‌পড় মারতে শুরু করলো। কিন্তু হযরত 'আবদুল্লাহ কিছুমাত্র পরোয়া করলেন না। এক দিকে তাঁকে পিটান হচ্ছিল, অন্যদিকে তিনি কুরআন পড়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর দেহে যতক্ষণ জীবনী শক্তি অবশিষ্ট থাকল, ততক্ষণ তিনি তাদেরকে কুরআন শুনিয়ে যেতে থাকলেন। শেষ কালে তিনি যখন তাঁর আহত ক্ষতবিক্ষত ও ফুলে উঠা মুখমন্ডল নিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন, তখন সংগী-সাথীরা বললেন, আমরা তো এরই ভয় করছিলাম। তিনি জবাবে বললেন, খোদার এ দুশমনরা আজকের তুলনায় আমার জন্য অধিক গুরুত্বহীন আর কখনও ছিল না। তোমরা বললে আমি আবার তাদেরকে কুরআন শুনাব। সকলে বললেন, না আর নয়, এ পর্যন্তই যথেষ্ট। তারা যা শুনতে চায় না, তুমি তো তাদেরকে শুনিয়ে দিয়েছ (সীরাতে ইবনে হিসাম, ১মখন্ড, ৩৩পঃ)।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য ঃ কুরআন মজীদের এই একটি সূরাই এমন যাতে মানুষের সংগে সংগে পৃথিবীতে দ্বিতীয় ইচ্ছা-ক্ষমতা সম্পন্ন জীব জীনদেরকেও সরাসরিভাবে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। আর উভয়কেই আল্লাহতা'আলার কুদরাতের পরিপূর্ণতা, অপরিসীমতা, তাঁর সীমা-শেষহীন দয়া-অনুগ্রহ, তাঁর মুকাবিলায় এদের অক্ষমতা, অসহায়ত্ব এবং তাঁর নিকট এদের জবাবদিহি করার চেতনা ও অনুভূতি জাগিয়ে খোদার না-ফরমানি করার অতীব সাংঘাতিক পরিণতি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। সে সংগে খোদানুগত্য করার অতীব উত্তম ও কল্যাণময় ফল অবহিত করা হয়েছে। অবশ্য কুরআন মজীদে আরও কয়েকটা স্থানে এমন সুস্পষ্ট কথা-বার্তা রয়েছে যার দরুন মনে হয় যে, জ্বিনও মানুষের মতই স্বাধীন ইচ্ছা-ক্ষমতা সম্পন্ন এবং জবাবদিহি করতে বাধ্য জীব; আল্লাহর সাথে কুফরী করা, ঈমান আনা, তাঁর আনুগত্য করা ও নাফরমানী করা– এই উভয় ধরনের কাজের স্বাধীনতা তাদের রয়েছে এবং তাদের মধ্যেও মানব-সমাজের মতই কাফের-মু'মীন, অনুগত– নাফরমান উভয় ধরনের 'লোক' রয়েছে। নবী রসূল এবং আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান গ্রহণকারী গোষ্ঠী তাদের মধ্যেও আছে। কিন্তু এই সূরাটি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, রসূলে করীম (সঃ) ও কুরআন মজীদের দা'ওয়াত জ্বিন ও মানুষ উভয়ের জন্যই উপস্থাপিত হয়েছে এবং রসূলে করীম (সঃ)-এর রিসালত কেবলমাত্র মানুষ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়।

সূরার সূচনায় তো কেবলমাত্র মানুষকেই সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা পৃথিবীর খিলাফত মানুষই পেয়েছে, খোদার নবী-রসূল মানুষের মধ্য হতেই এসেছেন, খোদার কিতাবসমূহ মানুষের ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পরে ১৩ নম্বর আয়াত হতে মানুষ ও জ্বিন উভয়কে সমানভাবেই সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে এবং উভয়ের সামনে এই দা'ওআত পেশ করা হয়েছে। সূরার মূল বক্তব্য ছোট ছোট বাক্যে একটা বিশেষ পরম্পরা ও বিন্যাস সহকারে পেশ করা হয়েছেঃ

১-৪ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, এ কুরআনের সব কিছুই আল্লাহতা'আলার নিকট হতে এসেছে। এ আদর্শ শিক্ষা দ্বারা মানব জাতির হেদায়াতের ব্যাবস্থা করে দেয়া আল্লাহতা'আলার মূল রহমতেরই অনিবার্য দাবী। কেননা মানুষকে এক সচেতন ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন জীব হিসেবে তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

৫-৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, বিশ্বলোকের সমগ্র ব্যবস্থা আল্লাহতা'আলার আনুগত্যের ভিত্তিতে চলছে। পৃথিবী ও সমগ্র আকাশমন্ডলের সমস্ত জিনিসই আল্লাহর বিধানের অধীন ও অনুগত। এখানে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও খোদায়ী চলছে না।

৭-৯ নম্বর আয়াতে অন্য একটা মহা গুরুত্বপূর্ণ সত্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তা হ'ল এই যে, আল্লাহতা'আলা বিশ্বলোকের এ গোটা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ভারসাম্যতা সহকারে 'ইনসাফের' উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ বিশ্বব্যবস্থার প্রকৃতিই এইরূপ যে, তাতে বসবাসকারী সকলকেই নিজেদের ইচ্ছামূলক কাজের সীমার মধ্যেও 'মূল ইনসাফ ও সুবিচার-নীতি'র উপর অবিচল হয়ে থাকবে এবং ভারসাম্যকে কোনক্রমেই চূর্ণ বা ক্ষুন্ন করবে না।

১০-২৫ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতসমূহে আল্লাহতা'আলার কুদরত ও বিস্ময়কর কার্যকলাপের কথা বলার সংগে সংগে মানুষ ও জ্বিন যে সব নিয়ামত সামগ্রী ভোগ করছে তার দিকেও ইংগিত করা হয়েছে।

২৬-৩০ নম্বর পর্যন্তকার আয়াত ক'টিতে মানুষ ও জ্বিন উভয়কেই একটা মহাসত্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। তা এই যে– এ বিশ্বলোকে এক খোদা ছাড়া চিরন্তন ও শাশ্বত সত্তা আর কেউ নেই, কিছু নেই। আর ক্ষুদ্র হতে বিরাটাকারের কোন সত্তাই এমন নেই যা নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে অপরিহার্য দ্রব্যাদি পাওয়ার জন্যে প্রতিমূহূর্ত খোদার মুখাপেক্ষী নয়। পৃথিবী হতে নভোমন্ডল পর্যন্ত দিনরাত যা কিছুই হচ্ছে, ঘটছে, তা সবই একমাত্র আল্লাহর কার্যকারিতার দরুনই সুসম্পন্ন হচ্ছে।

৩১-৩৬ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতসমূহে এই উভয় শ্রেণীর সত্তাকে সাবধান করে বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের নিকট জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসেব নেয়া হবে ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে; সে দিন মোটেই দূরে নয়। এই হিসাব-নিকাশ দেয়া ও জবাবদিহি করা হতে তোমরা কোনক্রমেই নিষ্কৃতি পেতে পার না। খোদার খোদায়ী শক্তি তোমাদেরকে চতুর্দিক হতে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। তা হতে বের হয়ে কোথাও পালিয়ে যাওয়ার কোন সাধ্যই তোমাদের নেই। তাঁর এই বেষ্টন ও বন্ধন হতে পালিয়ে যেতে পার মনে করে যদি তোমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাক, তাহলে একবার পালিয়ে গিয়ে দেখাও না, পরিণতিটা কি হয় তা তখনই বুঝতে পারবে।

৩৭-৩৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, এ জিজ্ঞাসাবাদ ও হিসাব-নিকাশ কিয়ামতের দিনই অনুষ্ঠিত হবে।

৩৯-৪৫নম্বর পর্যন্তকার আয়াতে দুনিয়ায় আল্লাহর না-ফরমান জ্বিন ও মানুষের মর্মান্তিক পরিণতির কথা বলা হয়েছে।

আর ৪৬ নম্বর আয়াত হতে সূরার শেষ পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে আল্লাহর নিয়ামতসমূহের কথা বলা হয়েছে। এ নিয়ামত সে সব মানুষ ও জ্বিনদেরকে দেয়া হবে যারা দুনিয়ায় তাকওয়া-পরহেযগারীমূলক জীবন-যাপন করেছে এবং একদিন খোদার নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে, এ কথা মনে করে ও মনে রেখে কাজ করেছে।

এই গোটা সূরাই ভাষণ ও সম্বোধনমূলক বক্তৃতার ভাষায় রয়েছে। এ এক অত্যন্ত আবেগময়ী ও অতি উচ্চভাব সম্পন্ন ভাষণ। এতে আল্লাহতা'আলার শক্তি ও কুদরতের এক একটি বিস্ময়কর ব্যাপার, তাঁর দেয়া নিয়ামতসমূহের মধ্য হতে এক একটি নিয়ামত, তাঁর সর্বাত্মক আধিপত্য ও মহাপরাক্রমশীলতার বহিঃপ্রকাশের এক একটি প্রকাশের এবং তাঁর শাস্তিদান ও পুরস্কার দানের বিস্তারিতরূপ হতে এক একটি জিনিস উল্লেখ পূর্বক জ্বিন ও মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ আয়াতটির آلَاء শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। এ ভাষণের বিভিন্ন স্থানে এটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং জ্বিন ও মানুষের নিকট জিজ্ঞাসিত এই প্রশ্নটি ক্ষেত্র ও স্থান বিশেষে এক-একটা বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্য পেশ করে।

آياتها ٧٨ (٥٥) سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ مَدَنِيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٣

তিন রুকূ মক্কী আর রহমান সূরা (৫৫) আটাত্তর আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীবমেহেরবান অশেষদয়াবান আল্লাহর নামে (শুরুকরছি)

اَلرَّحْمٰنُ ۙ﴿۱﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ﴿۲﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ﴿۳﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿۴﴾

অশেষ দয়ালু (আল্লাহ) | শিক্ষাদিয়েছেন | (এই) কুরআন | তিনি সৃষ্টি করেছেন | মানুষদেরকে | তাকে শিখিয়েছেন | ভাব প্রকাশ করতে

اَلشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۙ﴿۵﴾ وَّ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ

সূর্য | ও | চন্দ্র | হিসাব মত (চলছে) | এবং | তারকা | ও | গাছপালা

يَسْجُدٰنِ ﴿۶﴾ وَ السَّمَآءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيْزَانَ ۙ﴿۷﴾ اَلَّا

উভয়ে সিজদারত | এবং | আকাশকে | তা সমুন্নত করেছেন | ও | স্থাপন করে ছেন | মানদন্ড | (ঐকান্তিক দাবি) না যেন

تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ﴿۸﴾ وَ اَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا

তোমরাসীমা লংঘনকর | মানদন্ডে | এবং | তোমরা প্রতিষ্ঠা কর | ওজন | ন্যায্যভাবে | এবং | না

تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ﴿۹﴾

তোমরা কম দিয়ো | দাড়িপাল্লায়

রুকুঃ১

১-২. অতি বড় মেহেরবান (খোদা) এই কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন।

৩. তিনিই মানুষদের সৃষ্টি করেছেন।

৪. এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন।

৫. সূর্য ও চন্দ্র একটা হিসাব অনুসরণে বাধ্য

৬. এবং তারকা ও গাছপালা সিজদায় অবনত[১],

৭. আকাশমন্ডলকে তিনি উচ্চ-উন্নত করেছেন এবং মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত করেছেন[২]-

৮. ইহার ঐকান্তিক দাবী এই যে, তোমরা মানদন্ডে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে না।

৯. সুবিচারের সাথে যথাযথ ওজন কর এবং পাল্লায় দাঁড়ি বাকা করো না[৩]।

১। অর্থাৎ অনুগত, আল্লাহর আদেশ থেকে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত হয়না।

২। প্রায় সমস্ত তফসীরকার এখানে 'মীযান' (তুলাদন্ড)-এর অর্থ ন্যায় বিচার গ্রহণ করেছেন; এবং মীযান কায়েম করার অর্থ তারা এই বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহতা'আলা সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থাকে ন্যায়-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন।

৩। অর্থাৎ যেহেতু তোমরা এক ভারসাম্য বিশিষ্ট বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান করছো – যার সমগ্র ব্যবস্থাপনাটি ন্যায়-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, সেজন্যে তোমাদেরও ন্যায়-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। যে সীমারেখার মধ্যে তোমাদের স্বাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে যদি তোমরা অন্যায়-অবিচার কর, তবে তোমাদের পক্ষে তা হবে বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতি বিদ্রোহ।

১০. পৃথিবীকে তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্যে বানিয়েছেন।

১১. তাতে সকল প্রকারের বিপুল পরিমাণের সুস্বাদু ফল রয়েছে, খেজুর গাছ রয়েছে, উহার ফল আবরণে আচ্ছাদিত।

১২. রকম বেরকমের শস্য , উহাতে ভূষিও হয় এবং দানা হয়।

১৩. অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ নিয়ামত সমূহকে[৪] অসত্য মনে করবে?

১৪.মানুষকে তিনি মাটির টিলের ন্যায় পচা শুষ্ক গারা হতে বানিয়েছেন।

১৫. আর জ্বিনকে আগুনের শিখা হতে সৃষ্টি করেছেন।

১৬. অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তুমি তোমার খোদার কোন্ কোন্ শক্তি-ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে?

১৭. উভয় উদয়স্থল এবং অস্তস্থল[৫]- সব কিছুরই মালিক ও পরোয়ারদিগার তিনিই।

১৮. অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ শক্তি-ক্ষমতাকে মিথ্যা মনে করবে?

৪। মূলে ءالاء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে এর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়েছে। আমি বিভিন্ন স্থানে এর মর্ম বিভিন্ন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছি। এর অর্থ নিয়ামতসমূহও হয়, শক্তির মহিমার পূর্ণতাও হয় এবং প্রশংসনীয় গুণরাজিও হয়। পূর্বাপর প্রসংগ অনুযায়ী যেখানে যে মর্ম গ্রহণ সমীচীন সেখানে সেই মর্ম গ্রহণ করতে হবে।

৫। 'উভয় উদয়স্থল এবং অস্তস্থল- 'দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিম'- এর অর্থ শীতকালের সব থেকে ছোট দিন ও গ্রীষ্মকালের সব থেকে বড় দিনের পূর্ব (উদয়স্থল), পশ্চিম (অস্তস্থল) হতে পারে এবং পৃথিবীর দুই গোলার্ধের পূর্ব ও পশ্চিমও হতে পারে।

১৯. দুটি সমুদ্রকে তিনি প্রবাহিত করেছেন, যেন পরস্পর মিলিত হয়।

২০. তা সত্ত্বেও উভয়ের মাঝে একটি আবরণ আড়াল হয়ে রয়েছে, যা সেই দুটি অতিক্রম বা লংঘন করে না।

২১. অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার শক্তি-ক্ষমতার কোন্ কোন্ কার্যকলাপকে অস্বীকার করবে?

২২. এসব সমুদ্র হতে মণি মুক্তা ও প্রবাল বের হয়।

২৩. অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার শক্তি-ক্ষমতার কোন্ কোন্ অসামান্যতাকে অস্বীকার করবে?

২৪. আর এ জাহাজ তাঁরই, যা সমুদ্র সমূহে পর্বতের ন্যায় উচু হয়ে রয়েছে।

২৫. অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ দয়া-অনুগ্রহকে অবাস্তব মনে করবে?

রুকুঃ২

২৬. প্রত্যেকটি জিনিষ– যা পৃথিবীতে রয়েছে ধ্বংসশীল।

২৭. এবং কেবলমাত্র তোমার মহীয়ান গরিয়ান খোদার মহান সত্ত্বাই অবশিষ্ট থাকবে।

২৮. কাজেই হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার কোন্‌ কোন্‌ মহত্ত্বতার মিথ্যা মনে করবে?

২৯. আকাশমন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছুই আছে প্রত্যেকেই নিজের নিজের প্রয়োজন তাঁরই নিকট প্রার্থনা করে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত তিনি নব মহিমায় বিরাজ করেন[৬]।

৩০. অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার কোন্‌ কোন্‌ গুণ-গরিমাকে অসত্য মনে করবে?

৩১. হে পৃথিবীর বোঝারা[৭], অতি শীঘ্রই আমরা তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে পূর্ণ অবসর সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছি[৮]।

৩২. (তখন দেখব) তোমরা তোমাদের খোদার কোন কোন দয়া অনুগ্রহকে অস্বীকার কর।

৩৩. হে জ্বিন ও মানুষের দল! তোমরা যদি পৃথিবী ও নভোমন্ডলের সীমানা লংঘন করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হও,

৬। অর্থাৎ সব সময়ে এই বিশ্ব-কারখানার মধ্যে তাঁর কার্যকারিতার এক সীমাহীন পরম্পরা জারী আছে, এবং তিনি সীমাহীন অসংখ্য বস্তু নূতন নূতন ভংগী, আকৃতি ও গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁর দুনিয়া কখনো একই অবস্থায় নেই, প্রতি মুহূর্তে তার অবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে, এবং তার স্রষ্টা প্রতিবারে তাকে এক নূতন আকারে সংগঠন করছেন, যা পূর্ববর্তী সমস্ত আকার থেকে ভিন্ন।

৭। মূলে ثقل শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাহনের উপর চাপানো বোঝাকে ثقلن বলে। ثقلن এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে 'দুই চাপানো বোঝা'। এখানে এ শব্দ জ্বিন (দানব) ও মানুষকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে; কেননা এরা উভয়ে ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত হয়েছে। এবং সম্বোধন বিশ্বপ্রভূর অবাধ্য জ্বিন ও মানুষদের করা হয়েছে– অর্থাৎ যেন ভূপৃষ্ঠের স্রষ্টা নিজ সৃষ্টির এই দুই অযোগ্য দলকে নির্দেশ করে বলেছেনঃ হে জ্বিন ও মানুষের দল– তোমরা যারা আমার পৃথিবীর বোঝা স্বরূপ হয়ে আছো সত্ত্বর আমি তোমাদের খবর নেয়ার জন্যে অবকাশ গ্রহণ করছি।

৮। এর মর্ম এই নয় যে– এ সময় আল্লাহতা'আলা এত ব্যস্ত আছেন যে এই অবাধ্য বান্দাহদের কৈফিয়ত নেয়ার তাঁর অবকাশই মিলছে না; বরং এর প্রকৃত মর্ম হচ্ছে– আল্লাহতা'আলা এ জন্যে এক সময় সূচী নির্দিষ্ট করে রেখেছেন যে অনুসারে মানুষ ও জ্বিনের শেষ বিচারের সময় এখনো আসেনি।

তবে পালিয়ে দেখ–না, পালিয়ে যেতে পার না, সে জন্যে তো খুব বেশী শক্তি-সামর্থের প্রয়োজন[৯]।

৩৪. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ শক্তি-ক্ষমতাকে তোমরা অস্বীকার করবে?

৩৫. (পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলে) তোমাদের উপর আগুনের শিখা ও ধুঁয়া ছেড়ে দেয়া হবে, তোমরা যার মুকাবেলা করতে পারবে না।

৩৬. হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ শক্তি-ক্ষমতাকে অসত্য মনে করে অস্বীকার করবে?

৩৭. (অতঃপর কি হবে তখন) যখন নভোমন্ডল দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে[১০] ও লাল চামড়ার মত রক্তবর্ণ ধারণ করবে?

৩৮. হে জ্বিন ও মানুষ! (তখন) তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ মহাশক্তিকে অমান্য করবে?

৯। 'যমীন' ও 'আসমান' –এর অর্থ বিশ্ব-জগৎ বা অন্য কথায় খোদার খোদাত্ব। আয়াতের মর্ম হচ্ছে– খোদার পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়া তোমাদের সাধ্যে নেই। খোদার যে বিচারের সংবাদ তোমাদের দেয়া হচ্ছে তার সময় এলে তোমরা যেখানেই যে অবস্থায় থাকনা কেন, তোমাদেরকে ধৃত করে আনা হবে। এ পাকড়াও থেকে রক্ষা পেতে হলে তোমাদেরকে খোদার খোদায়ী থেকে পালিয়ে যেতে হবে, কিন্তু সে ক্ষমতা তোমাদের নেই। যদি নিজেদের মনে এরূপ শক্তির দম্ভ তোমাদের থাকে, তবে নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করে একবার দেখ না!

১০। আসমান বিদীর্ণ হওয়ার অর্থ আকাশের বন্ধন খুলে যাওয়া, বিশ্ব-শৃঙ্খলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া, নক্ষত্র ও গ্রহসমূহের বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া।

৩৯. সেদিন কোন মানুষ ও কোন জ্বিনকে তার গুনাহ জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হবে না।

৪০. (তখন দেখা যাবে) তোমরা উভয় সম্প্রদায় নিজেদের খোদার কোন্ কোন্ দয়া অনুগ্রহ অস্বীকার করতে পার?

৪১. অপরাধী লোকেরা সেখানে নিজ নিজ চেহারা দিয়েই পরিচিত হয়ে যাবে এবং তাদেরকে কপালের চুল ও পা ধরে হেঁচড়ায়ে টেনে নেয়া হবে।

৪২. সেই সময় নিজেদের খোদার কোন্ কোন্ শক্তি পরাক্রমকে অসত্য মনে করবে?

৪৩. (তখন বলা হবে) ইহাই সেই জাহান্নাম, অপরাধী পাপীরা যাকে অসত্য মনে করে নিয়েছিল।

৪৪. সেই জাহান্নাম ও টগ্‌বগ্ করে ফুটন্ত উত্তপ্ত পানির মধ্যে তারা আবর্তন করতে থাকবে।

৪৫. তাহলে তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ শক্তি পরাক্রমকে অবিশ্বাস করবে?

রুকুঃ৩

৪৬. আর খোদার সামনে পেশ হবার ভয় পোষণ করে এমন[১১] প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই দুখানি বাগান রয়েছে।

১১। যে দুনিয়াতে ভয় করে জীবন-যাপন করেছে এবং এই বুঝে কাজ করেছে যে একদিন আমাকে নিজের প্রভুর সমনে দাঁড়াতে হবে এবং নিজের কাজের হিসাব দান করতে হবে।

৪৭. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ পুরস্কার তোমরা অস্বীকার করবে?
৪৮. সবুজ সতেজ ডাল-পালায় ভরপুর।
৪৯. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ পুরস্কারকে তোমরা মিথ্যা মনে করবে?
৫০. দুটি বাগানে দু'ধারা সদা প্রবহমান,
৫১. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অসত্য মনে করবে?
৫২. উভয় বাগানে প্রত্যেকটি ফলের দু'টি রকম হবে[১২]।
৫৩. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অসত্য মনে করবে?
৫৪. জান্নাতী লোকেরা এমন শয্যার উপর ঠেস লাগিয়ে বসে থাকবে যার আস্তরণ মোটা রেশমের তৈরী হবে আর বাগানের ডাল-পালা ফলের ভারে ঝুঁকে পড়া থাকবে।
৫৫. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

১২। এর এক অর্থ হতে পারেঃ দুটি উদ্যানের ফলের প্রকৃতি অনন্য হবে। একটি উদ্যানে গেলে দেখা যাবে শাখা-প্রশাখা এক প্রকৃতির ফলভারে ভারাক্রান্ত, তো দ্বিতীয় উদ্যানে গেলে দেখা যাবে তার ফলের প্রকৃতি ভিন্নরূপ। দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারেঃ উভয় উদ্যানের প্রত্যেকটিতে এক প্রকারের ফল থাকবে যা পরিচিত, দুনিয়াতে সে ফল জানা ছিল, স্বাদে তা পার্থিব ফল থেকে যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন। এবং দ্বিতীয় প্রকার ফল হবে অসাধারণ, দুনিয়াতে যা কখনো তাদের স্বপ্নে এবং কল্পনায়ও দেখা দেয়নি।

فِيهِنَّ (তাদের মধ্যে (থাকবে)) قٰصِرٰتُ (লজ্জাবনত) الطَّرْفِ (দৃষ্টির (রমণী)) لَمْ (নাই) يَطْمِثْهُنَّ (তাদেরকে স্পর্শ করেছে) اِنْسٌ (কোন মানব) قَبْلَهُمْ (তাদের পূর্বে)

وَ (আর) لَا (না) جَآنٌّ (কোন জ্বিন) ﴿٥٦﴾ فَبِاَيِّ (অতএব কোন কোন) اٰلَآءِ (দানসমূহকে) رَبِّكُمَا (তোমাদেরউভয়ের রবের) تُكَذِّبٰنِ (উভয়ে অস্বীকার করবে) ﴿٥٧﴾

كَاَنَّهُنَّ (তারা যেন) الْيَاقُوْتُ (হিরা) وَ (ও) الْمَرْجَانُ (মুক্তার (মত সুন্দরী)) ﴿٥٨﴾ فَبِاَيِّ (অতএব কোন কোন) اٰلَآءِ (নিয়ামত সমূহকে) رَبِّكُمَا (তোমাদেরউভয়ের রবের)

تُكَذِّبٰنِ (উভয়ে অসত্য মনে করবে) ﴿٥٩﴾ هَلْ (কি (হতে পারে)) جَزَآءُ (পুরস্কার) الْاِحْسَانِ (উত্তম (কাজের)) اِلَّا (ব্যতীত) الْاِحْسَانُ (উত্তম) ﴿٦٠﴾

فَبِاَيِّ (সুতরাং কোন কোন) اٰلَآءِ (উত্তম গুনাবলীকে) رَبِّكُمَا (তোমাদেরউভয়ের রবের) تُكَذِّبٰنِ (উভয়েঅস্বীকার করবে) ﴿٦١﴾ وَ (এবং) مِنْ دُوْنِهِمَا (সেদুটো ছাড়াও)

جَنَّتٰنِ (দুই উদ্যান (থাকবে)) ﴿٦٢﴾

৫৬. এই নিয়ামত সমূহের মধ্যে লজ্জাবনত-নয়না[১৩] ললনারাও থাকবে– তাদেরকে এই জান্নাতী লোকদের পূর্বে কোন মানুষ বা জ্বিন স্পর্শও করেনি[১৪]।

৫৭. তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ দানকে অসত্য মনে করবে?

৫৮. তারা এমনই সুন্দরী রূপসী যেমন হীরা ও মুক্তা।

৫৯. তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অসত্য মনে করবে?

৬০. শুভ কাজের বিনিময় শুভ কাজ ছাড়া আর কি হতে পারে?

৬১. তাহলে হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার কোন কোন উত্তম গুণাবলীকে অসত্য মনে করবে?

৬২. আর সেই দু'টি বাগান ছাড়াও আরো দু'টি বাগান হবে[১৫]।

১৩। নারীর আসল সৌন্দর্য হচ্ছে বে-সরম ও প্রগলভ না হওয়া– তার চক্ষুতে লজ্জা থাকা। এই কারণে আল্লাহতা'আলা জান্নাতের নেয়ামত সমূহের মধ্যে নারীর উল্লেখ করতে গিয়ে সর্বপ্রথম তার রূপ ও সৌন্দর্যের নয় বরং তার লজ্জাশীলতা ও সতীত্বের প্রশংসা করেছেন। রূপবতী নারীগণ তো যৌথ ক্লাবে ও সিনেমা স্টুডিওতেও জমা হতে পারে এবং রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় তো বেছে বেছে এক এক করে রূপবতী নারীদের নিয়ে আসা হয়; কিন্তু কু-রুচি ও কু-স্বভাব বিশিষ্ট লোকেরাই মাত্র তাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে পারে। সে রূপ ও সৌন্দর্য কোন সম্ভ্রমশীল মানুষের চিত্ত আকৃষ্ট করতে পারে না যা প্রতিটি কু-দৃষ্টিকে দৃষ্টি-পাতের আমন্ত্রন জানায় ও প্রতিটি অংকের শোভা বর্ধন করতে প্রস্তুত।

১৪ এর থেকে জানা গেল জান্নাতে সৎ মানুষদের ন্যায় সৎ জ্বিনও প্রবেশ করবে। মানুষের জন্যে মানবী স্ত্রী লোক ও জ্বিনদের জন্যে থাকবে জ্বিন জাতীয় নারী এবং আল্লাহর কুদরতে (শক্তি মহিমায়) সকলকে কুমারী করে দেওয়া হবে।

১৫। সম্ভবতঃ প্রথম দুই উদ্যান বাসস্থান ও দ্বিতীয় দুই উদ্যান প্রমোদ-ক্ষেত্র হবে।

৬৩. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অসত্য মনে করবে?
৬৪. ঘন সন্নিবেশিত সবুজ-শ্যামল সতেজ বাগান।
৬৫. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে তোমরা অস্বীকার করবে?
৬৬. দু'টি বাগানে দু'টি ধারা ঝর্ণার মত উৎক্ষিপ্তমান।
৬৭. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ অবদানকে তোমরা মিথ্যা মনে করবে?
৬৮. তাতে বিপুল পরিমাণ ফল, খেজুর ও ডালিম থাকবে।
৬৯. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে তোমরা অস্বীকার করবে?
৭০. এসব নিয়ামতের মধ্যেই থাকবে সচ্চরিত্রবান ও সুদর্শনা স্ত্রীরা।
৭১. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে?

حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِی الْخِیَامِ ﴿۷۲﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
হুরসমূহ (থাকবে) সুরক্ষিতা মধ্যে তাবুসমূহের অতএব কোন কোন অনুগ্রহ সমূহকে তোমাদের উভয়ের রবের

تُكَذِّبٰنِ ﴿۷۳﴾ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لَا جَآنٌّ ﴿۷۴﴾
উভয়ে মিথ্যা মনে করবে নাই তাদের স্পর্শ করেছে কোন মানব তাদের পূর্বে আর না কোন জ্বিন

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۷۵﴾ مُتَّكِـِٕیْنَ عَلٰی
অতএব কোন কোন অবদান সমূহকে তোমাদের উভয়ের রবের উভয়ে অসত্য মনেকরবে (জান্নাতীরা) হেলানদিয়ে বসবে উপর

رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّ عَبْقَرِیٍّ حِسَانٍ ﴿۷۶﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ
গালিচার সবুজ ও অমূল্য চাদরের (উপর) সুন্দর অতএব কোনকোন নিয়ামত সমূহকে

رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۷۷﴾ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِی الْجَلٰلِ
তোমাদের উভয়ের রবের উভয়ে অস্বীকার করবে বড়ই বরকতশালী নাম তোমাদের রবের মহত্বপূর্ণ

وَ الْاِكْرَامِ ﴿۷۸﴾
ও মহা সম্মানিত

৭২. তাঁবু সমূহের মধ্যে সুরক্ষিত হুররাও থাকবে[১৬]।
৭৩. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে তোমরা মিথ্যা মনে করবে?
৭৪. এই বেহেশ্‌তী লোকদের পূর্বে কোন মানুষ বা জ্বিন তাদেরকে স্পর্শও করেনি।
৭৫. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অসত্য মনে করবে?
৭৬. এই জান্নাতবাসী লোকরা সবুজ গালিচা এবং সুন্দর ও অমূল্য চাদরের উপর ঠেস লাগিয়ে বসবে।
৭৭. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ দানকে অস্বীকার করবে?
৭৮. বড়ই বরকতশালী মহান মহাসম্মানিত মাহাত্মপূর্ণ তোমার খোদার নাম।

১৬। তাঁবুর মর্ম সম্ভবতঃ সেই রকমের শিবির, রাজ-রাজন্যদের জন্য যা ভ্রমণ স্থলে স্থাপন করা হয়। ভ্রমণ ক্ষেত্রগুলির স্থানে স্থানে তাঁবু স্থাপিত থাকবে, যেখানে হুরগণ (পবিত্রা স্বর্গীয়া রমণীগণ) তাঁদের ভোগ ও আনন্দ বর্ধনের উপকরণ স্বরূপ অবস্থান করবে।

সূরা আল-ওয়াকে'আ

নামকরণঃ প্রথম আয়াতের الواقعة-কেই গোটা সূরার নামরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ সূরাসমূহের নাযিল হওয়ার পরম্পরা পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) যা কিছু বলেছেন তাতে তিনি বলেছেন– প্রথমে সূরা ত্বা-হা নাযিল হয়েছে, তার পর আল-ওয়াকে'আ, তারপর আশ্-শুরা (আল্-ইতকান সুয়ূতী)। ইকরামাও এই পরম্পরাই বলেছেন (বায়হাকী, দালায়েলুন্নবূয়াত)।

ঐতিহাসিক ইব্নে হিশাম, ইব্নে ইসহাক হতে হযরত উমরের ঈমান গ্রহণের যে কাহিনী ও বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন তা হতেও উপরোক্ত পরম্পরার কথা জানা যায়। সে কাহিনীতে বলা হয়েছে, হযরত উমর (রাঃ) যখন তাঁর বোনের ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে সূরা ত্বা-হা পড়া হচ্ছিল। তার পদধ্বনি শুনতে পেয়ে পাঠরত লোকেরা কুরআনের পৃষ্ঠাসমূহ লুকিয়ে ফেললেন। হযরত উমর প্রথমে তো তাঁর ভগ্নিপতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন! বোন যখন তাঁকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসলেন তখন তিনি তাঁকেও মারধোর করলেন। এর ফলে তাঁর (বোনের) মাথা ফেটে গেল। বোনের রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে হযরত উমর (রাঃ) খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। তিনি বললেনঃ আমাকে সে 'সহীফা' দেখাও যা তোমরা লুকিয়ে ফেলেছ। তাতে কি লেখা আছে তা একবার দেখিই না! বোন বললেনঃ আপনি শিরকী আকীদার কারণে অপবিত্রঃ وانه لا يمسها الا الطاهر. কুরআনের এ সহীফা কেবল মাত্র পবিত্র লোকই ছুঁতে ও ধরতে পারে। এই কথা শুনে হযরত উমর (রাঃ) গোসল করলেন ও পরে সেই সহীফাখানি হাতে নিয়ে পাঠ করলেন।

এ বিবরণ হতে জানা যায়, এ সময় অর্থাৎ– হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই– সূরা 'আল-ওয়াকে'আ' নাযিল হয়েছিল। কেননা لا يمسه الا المطهرون আয়াতাংশটি তো এ সূরাতেই রয়েছে। হযরত উমর (রাঃ) হাবশায় হিজরত করে যাওয়ার ঘটরার পর নবুয়্যতের ৫ম বর্ষে ঈমান এনেছিলেন,এ তো ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ পরকাল, তওহীদ ও কুরআন মজীদ সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের মনে যে সব সন্দেহ ও সংশয় ছিল তার প্রতিবাদ করাই হ'ল এ সূরাটির বিষয়বস্তু। কোন দিন কিয়ামত হবে, পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের বর্তমান গোটা ব্যবস্থাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, অতঃপর সমস্ত মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে, তাদের হিসাব-নিকাশ হবে, নেক্কার মানুষকে জান্নাতের বাগ-বাগিচায় থাকতে দেয়া হবে এবং পাপী গুনাহগার মানুষ দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে– এ সব কথাই তাদের নিকট খুব বেশী অবিশ্বাস্য ছিল। তারা এসব কথার প্রতি কোনরূপ বিশ্বাস স্থাপন করতেই প্রস্তুত ছিল না। তারা বলতোঃ এ সবই কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন কথা-বার্তা। এ বাস্তবায়িত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়।

এ সূরায় তাদের এ সব কথার জবাব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, বস্তুতই যখন কিয়ামতের এ ঘটনা সংঘটিত হবে, তখন তো আর কেউ বলতে পারবে না যে, এ সংঘটিত হয়নি। তাকে সংঘটিত হতে কেউ বাধাও দিতে পারবে না, ঘটনাকে অ-ঘটনা বানিয়ে দেয়ার সাধ্য কারো নেই। সে সময় সমস্ত মানুষ অনিবার্যভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক ভাগের লোক 'সাবেকীন'– সেই প্রাথমিক পর্যায়ের লোকরূপে গণ্য হবে। দ্বিতীয় ভাগের লোক হবে সব 'সালেহীন'– নেক্কার, সৎকর্মশীললোক; আর তৃতীয় ভাগে গণ্য হবে সে সব লোক, যারা পরকাল অবিশ্বাস করেছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত কুফরী, শিরক ও বড় বড় গুনাহে দারুনভাবে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। এ তিন শ্রেণীর সাথে যেরূপ আচরণ ও ব্যবহার হবে ৭-৫৬ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতসমূহে তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। এর পর ৫৭-৭৪ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতে তওহীদ ও পরকাল– ইসলামের এ দুটি মৌলিক বিশ্বাসের

সত্যতা-যথার্থতা প্রমাণের দলীলাদি ক্রমাগত ভাবে পেশ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের অন্যান্য সমস্ত জিনিস বাদ দিয়ে মানুষের নিজের সত্তা ও অস্তিত্বের প্রতি, তার খাদ্য-পানীয়ের প্রতি, খাদ্য রান্না করার মাধ্যমে আগুনের প্রতি লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাকে একটি কঠিন প্রশ্ন সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রশ্নটি হ'ল এই যে- খোদার সৃষ্টির কারণে- হে মানুষ তুমি অস্তিত্বশীল, যার দেয়া জীবন-সামগ্রী ও উপকরণে তুমি লালিত-পালিত, তাঁর আনুগত্য না ক'রে স্বাধীন-স্বেচ্ছাচারী হওয়া কিংবা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারোর বন্দেগী ও দাসত্ব গ্রহণ করা- পালন করার তোমার কি অধিকার আছে? তিনি এক বার তোমাকে অস্তিত্বদান করার পর এমন অক্ষম ও সামর্থ্যহীন হয়ে পড়েছেন যে, পুনরায় তোমাকে অস্তিত্ব দিতে চাইলেও তা তিনি করতে পারবেন না এমন কথা তুমি তাঁর সম্পর্কে কেমন করে ভাবতে পারলে?

৭৫-৮২নম্বর পর্যন্তকার আয়াতে মক্কার কাফেরদের মনে কুরআন সম্পর্কিত পুঞ্জীভূত যাবতীয় সন্দেহের প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদেরকে এরূপ বলে সচেতন বানাতে চেষ্টা করা হয়েছেঃ হে হতভাগারা! এতো তোমাদের প্রতি আল্লাহতা'আলার একটি অতীব বড় ও মহা মূল্যবান নিয়ামত। এ নিয়ামতের প্রতি তোমরা নিজেদের করণীয়রূপে এ আচরণ গ্রহণ করেছ যে, তোমরা একে অসত্য মনে করতে থাকছ এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তার প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করছ। কুরআনের সত্যতা পর্যায়ে দুটো সংক্ষিপ্ত বাক্য বলা হয়েছে ও তাতে দুটো তুলনাহীন প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। তা এই যে, এ কুরআনে যদি কেউ চিন্তা-গবেষণা চালায়, তাহলে সে দেখতে পাবে, এতেও সেরূপ দৃঢ় সুসংবদ্ধ শৃংখলা-ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন আকাশ-বিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্রের মাঝে রয়েছে এক সুদৃঢ় শৃংখলা-ব্যবস্থা আর এ জিনিসই অকাট্য ভাবে প্রমাণ করে যে, এ গ্রন্থের রচয়িতাও সে মহান খোদাই, যিনি বিশ্বলোকে নিহিত নিয়ম-শৃংখলা ব্যবস্থা কার্যকর করেছেন। এরপর কাফেরগণকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, এই কিতাব খানি সেই নিয়তি লেখনীতে উৎকীর্ণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত যা সৃষ্টিকুলের হস্তক্ষেপ ও হাত সাফাইর পরিধি-পরিসীমার আওতা-বহির্ভূত। তোমরা হয়ত মনেকর, মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট শয়তান এ কুরআন আনয়ন করে। অথচ 'লওহে মাহফুজ' হতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত যে মাধ্যমে এ কুরআন পৌঁছায়, তাতে পবিত্র-আত্মা ফেরেশতাগণ ছাড়া অন্য কারও এক বিন্দু হস্তক্ষেপেরও সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই।

সূরার শেষের দিকে মানুষকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, তুমি যতই হাঁক-ডাক ছাড় না কেন এবং স্বীয় স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার অহংকার-অহমিকায় পড়ে প্রকৃত মহাসত্যকে তুমি যতই উপেক্ষা-অবজ্ঞা করতে থাক না কেন, মৃত্যুর মুহূর্তে তোমার বিবেক-চক্ষু অবশ্যই উন্মীলিত হবে, মৃত্যু যন্ত্রণাই তোমার বিবেকের বদ্ধ কপাট খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। এ সময় তুমি নিতান্তই অসহায় হয়ে পড়বে। কেউ নিজের মা-বাপকে বাঁচাতে পারেনা, কেউ নিজের প্রিয়তম কলিজার টুকরা সন্তানদেরকেও বাঁচাতে পারনা; কেউ নিজের অনুসারী, অগ্রনেতা বা প্রিয়তম রাষ্ট্রনায়কগণকেও বাঁচাতে সক্ষম হয় না। প্রত্যেকেই এবং সকলেই তোমার চোখের সামনে মরে যায়। তুমি নীরব-নিষ্ক্রিয় হয়ে শুধু দেখতেই থাক- করবার মত কিছুই তোমার থাকে না। কোন উচ্চতর প্রশাসক তোমার উপর নেই- এটাই যদি সত্য হয়, দুনিয়ায় তুমি ছাড়া আর কেউ নেই- তোমার এ অহংকারও যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তা হলে কোন মরে যাওয়া ব্যক্তির প্রাণ তুমি ফিরিয়ে আন না কেন'?............না তা করার কোন ক্ষমতাই তোমার নেই। এ ব্যাপারে তুমি নিতান্তই অসহায়। অনুরূপভাবে খোদার জিজ্ঞাসাবাদ করা, হিসাব-নিকাশ লওয়া ও তার ভিত্তিতে শাস্তি ও পুরস্কার দানকে প্রতিরোধ করা- হতে না দেওয়াও তোমার সাধ্যের সম্পূর্ণ বাইরে। তুমি মানো আর নাই মানো, মৃত্যুর পর প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় জীবনের পরিণতি সুস্পষ্ট দেখতে পাবে। নিকটবর্তী লোকদের মধ্যে হলে তাদের পরিণতি দেখতে পাবে, সালেহীন-নেককার পুণ্যশীলদের মধ্যে হলে তাদের পরিণতি দেখতে পাবে। আর মিথ্যা মনে করেছে যারা তাদের মধ্যে হলে এরূপ অপরাধীদের জন্য যে পরিণতি, তাই সে দেখতে পাবে। এর ব্যতিক্রম হতে পারবে না কোনক্রমেই।

اٰيَاتُهَا ٩٦ (٥٦) سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٣

ছিয়ানব্বই আয়াত (৫৬) সূরা আল ওয়াকিয়া মক্কী তিন রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(শুরু করছি) আল্লাহর নামে অশেষদয়াবান অতীবমেহেরবান

اِذَا	وَقَعَتِ	الْوَاقِعَةُ ⑴	لَيْسَ	لِوَقْعَتِهَا	كَاذِبَةٌ ⑵
যখন	ঘটবে	ঘটনাটি (অর্থাৎ কিয়ামত)	না (হবে)	তার সংঘটনের (ব্যাপারে)	কোন অস্বীকারকারী

خَافِضَةٌ	رَّافِعَةٌ ⑶	اِذَا	رُجَّتِ	الْاَرْضُ	رَجًّا ⑷
(তাহবে কাউকে) অবনতকারী	(আবার কাউকে) সমুন্নতকারী	যখন	প্রকম্পিত করা হবে	পৃথিবী	(প্রবল) কম্পনে

وَّ	بُسَّتِ	الْجِبَالُ	بَسًّا ⑸	فَكَانَتْ	هَبَآءً	مُّنْبَثًّا ⑹
এবং	বিচূর্ণকরা হবে	পর্ব্বতসমূহকে	(সম্পূর্ণ রূপে) চূর্ণ বিচূর্ণ	অতঃপর তাহবে	ধূলিকনা	বিক্ষিপ্ত

وَّ	كُنْتُمْ	اَزْوَاجًا	ثَلٰثَةً ⑺	فَاَصْحٰبُ	الْمَيْمَنَةِ ۵
এবং	তোমরা হবে (বিভক্ত)	শ্রেণীতে	তিনটি	লোকগুলো অতঃপর	ডানহাতের

مَا	اَصْحٰبُ	الْمَيْمَنَةِ ⑻	وَ	اَصْحٰبُ	الْمَشْئَمَةِ ۵
কি (ভাগ্যবান)	লোকগুলো	ডানহাতের	এবং	লোকগুলো	বামহাতের

রুকূঃ১

১. যখন সে সংঘঠিত হবার ঘটনাটি সংঘঠিত হয়ে যাবে,

২. তখন তা সংঘঠিত হবার ব্যাপারটিকে মিথ্যা বলার কেউ থাকবেনা;

৩. –তা হবে উচু-নীচুকারী মহা-প্রলয়!

৪. পৃথিবীটা তখন হঠাৎ করে নড়িয়ে কাঁপিয়ে দেয়া হবে[১],

৫. আর পাহাড় এমনভাবে বিন্দু বিন্দু করে দেয়া হবে

৬. যে, তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হয়ে যাবে।

৭. তোমরা তখন তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে যাবে।

৮. ডান বাহুর লোক;ডান বাহুর লোকদের (সৌভাগ্যের কথা) আর কি বলা যায়!

৯. এবং বাম বাহুর লোক,-.......

১। অর্থাৎ তা কোন স্থানীয় ভূমিকম্প হবে না, বরং সমগ্র পৃথিবী একই সময়ে কম্পিত হবে।

مَآ اَصۡحٰبُ الۡمَشۡـَٔمَةِ ⑨ وَ السّٰبِقُوۡنَ السّٰبِقُوۡنَ ⑩

কি(দুর্ভাগা) লোকগুলো বামহাতের এবং অগ্রবর্তীরা (তো) অগ্রবর্তীই

اُولٰٓئِكَ الۡمُقَرَّبُوۡنَ ⑪ فِىۡ جَنّٰتِ النَّعِيۡمِ ⑫ ثُلَّةٌ

তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত (তারা থাকবে) মধ্যে জান্নাতের সুখের বেশীসংখ্যক (হবে)

مِّنَ الۡاَوَّلِيۡنَ ⑬ وَ قَلِيۡلٌ مِّنَ الۡاٰخِرِيۡنَ ⑭ عَلٰى

মধ্যহতে পূর্ববর্তীদের এবং অল্পসংখ্যক (হবে) মধ্যহতে পরবর্তীদের (তারা বসবে) উপর

سُرُرٍ مَّوۡضُوۡنَةٍ ⑮ مُّتَّكِـِٕيۡنَ عَلَيۡهَا مُتَقٰبِلِيۡنَ ⑯

আসন সমূহের স্বর্ণখচিত হেলানদিয়ে বসবে তার উপর মুখোমুখি হয়ে

يَطُوۡفُ عَلَيۡهِمۡ وِلۡدَانٌ مُّخَلَّدُوۡنَ ⑰ بِاَكۡوَابٍ

ঘুরাফিরা করবে তাদেরকাছে কিশোররা চিরন্তন পানপাত্রগুলোসহ

وَّ اَبَارِيۡقَ ۙ وَ كَاۡسٍ مِّنۡ مَّعِيۡنٍ ⑱ لَّا يُصَدَّعُوۡنَ

ও হাতলওয়ালা সূরাভান্ড(সহ) এবং পেয়ালা (ভরা) হতে প্রবাহিত সূরারঝর্ণা না মাথাঘুরাবে

عَنۡهَا وَ لَا يُنۡزِفُوۡنَ ⑲ وَ فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوۡنَ ⑳

তাথেকে আর না তারা জ্ঞানহারা হবে এবং ফলমূল (থাকবে) তাহতে যা (চাইবে) তারাবেছেনেবে

.বাম বাহুর লোকদের (দুর্ভাগ্য দুর্দশার) আর সীমা-পরিসীমা কি!

১০. আর অগ্রবর্তী লোকেরা তো অগ্রবর্তীই।

১১. তারাই তো সান্নিধ্যশালী লোক;

১২. নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান ও বসবাস করবে।

১৩. আগের কালের লোকদের মধ্যে বেশী সংখ্যক হবে,

১৪. আর পিছনের লোকদের মধ্যে কম সংখ্যক।

১৫-১৬. মনি-মুক্তা খচিত আসন সমূহের উপর হেলান দিয়ে মুখোমুখী হয়ে আসিন হবে।

১৭-১৮. তাদের মজলিশ সমূহে চিরন্তন ছেলেরা[২] প্রবহমান ঝর্ণার সুরায় ভরা পানপাত্র ও হাতলধারী সুরাভান্ড ও আচখোরা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে।

১৯. তা পান করায় তাদের মাথা ঘুরবে না, তাদের বিবেক-বুদ্ধিও লোপ পাবে না।

২০. আর তারা তাদের সামনে রকম-বেরকমের সুস্বাদু ফল পেশ করবে-যেন যেটা পছন্দ সেটাই তুলে নিতে পারে।

২। এর মর্ম এরূপ বালক যারা চিরদিন বালকই থাকবে। তাদের বয়স চিরস্থায়ীভাবে একই অবস্থায় থাকবে।

২১. এছাড়া পাখীর গোশত্ও সামনে রাখবে। যেটির গোশত্ ইচ্ছে হবে নিতে পারবে।

২২. আর তাদের জন্যে সুন্দর চক্ষুধারী হুরগণও থাকবে।

২৩. তারা সুশ্রী-সুন্দরী হবে- লুকিয়ে রাখা মুক্তার মত।

২৪. এ সব কিছুই সে সব আমলের শুভ প্রতিফল স্বরূপ তারা পাবে, যা তারা দুনিয়ার জীবনে করতেছিল।

২৫. সেখানে তারা কোন বাজে কথা ও পাপের বুলি শুনতে পাবে না।

২৬.যে কথা-বার্তাই হবে, তা ঠিক ঠিক ও যথার্থ হবে।

২৭. আর ডান বাহুর লোকেরা, ডান বাহুর লোকদের (সৌভাগ্যের) কথা আর কি বলা যায়!

২৮. তারা কাঁটাহীন কুল-বৃক্ষ সমূহ[৩],

২৯. থরে থরে সাজানো কলা সমূহ,

৩০. বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপী ছায়া,

৩১. সর্বদা প্রবহমান পানি,

৩। অর্থাৎ এরূপ বদরী যার গাছে কাঁটা থাকবে না। বদরী যতটা উৎকৃষ্ট হয় তার গাছে কাঁটাও কম হয়। এই কারণে জান্নাতের বদরী ফলের এই বলে প্রশংসা করা হয়েছে যে, তার গাছে কাঁটা আদৌও থাকবে না এরূপ উৎকৃষ্ট ধরনের ফল হবে, যা দুনিয়তে পাওয়া যেতে পারেনা।

وَّ فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۝٣٢ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَّلَا مَمْنُوعَةٍ ۝٣٣

এবং ফলমূল প্রচুর না শেষহবে আর না নিষিদ্ধ হবে

وَّفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۝٣٤ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ۝٣٥

এবং শয্যাসমূহে সুউচ্চ নিশ্চয় আমরা তাদের আমরা সৃষ্টি করব সৃষ্টি (নতুন করে)

فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۝٣٦ عُرُبًا أَتْرَابًا ۝٣٧ لِّأَصْحَابِ

অতঃপর আমরা বানাব তাদের কুমারী স্বামী-আসক্তা সমবয়স্কা লোকদের জন্যে

الْيَمِينِ ۝٣٨ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۝٣٩ وَثُلَّةٌ مِّنَ

ডানহাতের বহুসংখ্যক মধ্যহতে পূর্ববর্তীদের এবং বহুসংখ্যক মধ্যহতে

الْآخِرِينَ ۝٤٠ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ

পরবর্তীদের এবং লোকদের বামহাতের কি (দুর্ভাগা) লোকদের

الشِّمَالِ ۝٤١ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ۝٤٢ وَظِلٍّ مِّن

বামহাতের মধ্যে (থাকবে) লুহাওয়ার ও উত্তপ্ত পানির এবং ছায়ায়

يَحْمُومٍ ۝٤٣

কালধূয়ার

৩২-৩৩. শেষহীন অবারিত ও বিপুল পরিমাণে পাওয়া যাবে এমন ফল,

৩৪. এবং উচ্চ আসন সমূহে অবস্থিত হবে।

৩৫. তাদের স্ত্রীগণকে আমরা বিশেষভাবে সম্পূর্ণ নূতন করে সৃষ্টি করব,

৩৬. এবং তাদেরকে কুমারী বানিয়ে দেব।

৩৭. নিজেদের স্বামীদের প্রতি আসক্ত এবং বয়সে সমকক্ষ,

৩৮. এ সব কিছু ডানবাহুর লোকদের জন্যে।

রুকুঃ২

৩৯. তারা আগের কালের লোকদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক হবে,

৪০. আর পিছনের কালের লোকদের মধ্যে হতেও বহু।

৪১. আর বাম হাতের লোকেরা! বাম হাতের লোকদের চরম (দুর্ভাগ্যের) কথা আর কি জিজ্ঞাসা করবে!

৪২-৪৩. তারা 'লু' হাওয়ার প্রবাহ ও টগ্‌বগ্‌ করা ফুটন্ত পানি ও কাল কাল ধূঁয়ার ছায়ার অধীন থাকবে।

৪৪. তা না ঠান্ডা-শীতল হবে, না শান্তিপ্রদ।

৪৫. এরা এমন লোক যে, এই পরিণতি পর্যন্ত পৌছার পূর্বে তারা খুবই স্বচ্ছল ও স্বচ্ছন্দ ছিল।

৪৬. আর বড় বড় গুনাহ বার বার পৌনপুনিকভাবে করতে থাকত।

৪৭. তারা বলতঃ 'আমরা যখন মরে মাটি হয়ে যাব এবং অস্থি-পিঞ্জরটা শুধু পড়ে থাকবে, তখন কি আমাদেরকে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে?

৪৮. আর আমাদের সেই বাপ-দাদাদেরকেও কি উঠানো হবে যারা পূর্বেই চলে গেছে?'

৪৯. হে নবী! এই লোকদেরকে বল ঃ

৫০. নিশ্চয় নিঃসন্দেহে আগের ও পরের সকলকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করা হবে, তার সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

৫১. তা হলে হে ভ্রষ্ট-বিভ্রান্ত ও অমান্য-অবিশ্বাসকারী লোকেরা,

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۝٥٢ فَمَالِـُٔوْنَ

অবশ্যই আহার করবে | থেকে | বৃক্ষ | যাক্কুমের | অতঃপর | পূর্ণকরবে

مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝٥٣ فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ

তা'থেকে | পেটসমূহকে | অতঃপর | পানকরবে | তারউপর

الْحَمِيْمِ ۝٥٤ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۝٥٥ هٰذَا

ফুটন্তপানি | অতঃপর | পানকরবে | পানকরার (মত) | তৃষ্ণার্তউটসমূহের | এটা

نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝٥٦ نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا

তাদের আপ্যায়ন (হবে) | দিনে | প্রতিফলদানের | আমরা | তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি | কেন তবুও | না

تُصَدِّقُوْنَ ۝٥٧ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ۝٥٨ ءَاَنْتُمْ

তোমরা সত্যতা স্বীকার কর | তোমরা (ভেবে) দেখেছ কি তাহলে | যা | তোমরা বীর্যপাত কর | তোমরাকি

تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ۝٥٩ نَحْنُ قَدَّرْنَا

সৃষ্টিকর | তা | না | আমরা | সৃষ্টিকারী | আমরা | নির্ধারিত করেছি

بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۝٦٠

তোমাদের মাঝে | মৃত্যু | এবং | না | আমরা | অক্ষম হব

৫২. তোমরা যক্কুম বৃক্ষের খাদ্য অবশ্যই খাবে।
৫৩. তা দিয়েই তোমরা পেট ভর্তি করবে,
৫৪-৫৫. আর উপর হতে টগ্‌বগ্ করা ফুটন্ত পানি পিপাসা কাতর উষ্ট্রের ন্যায় পান করবে।
৫৬. এটাই হবে (সেই বামবাহুর লোকদের) আতিথ্যের জন্যে নির্দিষ্ট সামগ্রী, প্রতিফল দানের দিনে।
৫৭. আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। তাহলে তোমরা এর সত্যতা স্বীকার করবে না কেন[৪]?
৫৮. তোমরা কি কখনও চিন্তা-বিবেচনা করে দেখছ, তোমরা এই যে শুক্র নিক্ষেপ কর,
৫৯. তা হতে তোমরা সন্তান সৃষ্টি কর, না উহার সৃষ্টিকর্তা আমরা?
৬০. আমরাই তোমাদের মাঝে মৃত্যুকে বন্টন ও নির্ধারণ করেছি; আর আমরা কিছুমাত্র অক্ষম নই।

৪। অর্থাৎ এ কথার সত্যতা স্বীকার যে, আমিই তোমাদের প্রতিপালক প্রভু ও উপাস্য এবং আমি তোমাদের দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করতে সক্ষম।

৬১. এ কাজ হতে যে, তোমাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দেব এবং এমন এক আকৃতিতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করব, যা তোমরা জাননা।

৬২. নিজেদের প্রথম সৃষ্টি লাভকে তো তোমরা জান, তা হলে তোমরা কেন শিক্ষা লাভ করবে না?

৬৩. তোমরা কি কখনও চিন্তা-বিবেচনা করে দেখেছ, তোমরা এই যে বীজ বপণ কর,

৬৪. তা'হতে তোমরা ফসল উৎপাদন কর, কিম্বা তার উৎপাদনকারী আমরা?

৬৫. আমরা চাইলে এই ফসলকে ভূষি বানিয়ে ফেলতে পারি। আর তোমরা শুধু কথা বানাতে থাকবে,

৬৬. বলবে যে, আমাদের উপর তো দন্ড পড়েছে;

৬৭. বরং আমাদের ভাগ্যই বিড়ম্বিত হয়ে গেছে।

৬৮. তোমরা কখনও চক্ষু খুলে তাকিয়ে দেখেছ কি, এই যে পানি, যা তোমরা পান কর?

৬৯. তা মেঘমালা থেকে তোমরা বর্ষণ করিয়েছ, কিম্বা তার বর্ষণকারী আমরা?

৭০, আমরা চাইলে তাকে তীব্র লবণাক্ত বানিয়ে দিতে পারি। তা হলে তোমরা শোকর আদায় করবে না কেন?
৭১. তোমরা কখনও চিন্তা করেছ, এ আগুন যা তোমরা জ্বালাও?
৭২. তার গাছ তোমরা বানিয়েছ, না তার সৃষ্টিকারী আমরা[৫]?
৭৩. আমরা উহাকে স্মরণের মাধ্যম এবং প্রয়োজনশীলদের জন্যে জীবন-উপকরণ বানিয়েছি।
৭৪. অতএব হে নবী। তোমার বিরাট মহান খোদার নামে তসবীহ করতে থাক[৬]।

রুকু:৩

৭৫. অতএব নয়[৭], আমি শপথ করছি তারকা সমূহের অবস্থিতির স্থানের।

৫। অর্থাৎ যে সব গাছের কাঠ থেকে তোমরা আগুন জ্বালাও সে-সব তোমরা সৃষ্টি করেছ না আমি?
৬। অর্থাৎ তার পূণ্য নাম উল্লেখে এ কথা ব্যক্ত ও ঘোষণা কর যে, কাফের ও মুশরেকরা তার প্রতি যা কিছু আরোপ করে, এবং কুফর ও শেরেকের প্রতিটি ধারণা-বিশ্বাসের এবং পরকাল-অবিশ্বাবাসীদের প্রতিটি যুক্তি-ধারার মধ্যে যা কিছু অন্তর্নিহিত থাকে তিনি সে সবকিছু দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র।
৭। অর্থাৎ কথা তা নয় যা তোমরা বুঝেছ। এখানে কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে শপথ করার পূর্বে 'না' -এই শব্দের ব্যবহার দ্বারা স্বতঃই প্রকাশ পাচ্ছে যে- লোকে এই পবিত্র গ্রন্থ সম্পর্কে এমন কিছু মন-গড়া কথা রটাচ্ছিল যা খন্ডনের জন্যে এই শপথ করা হচ্ছে।

৭৬. তোমরা যদি বুঝতে পার ,তা হলে এটা একটি অতি বড় শপথ।

৭৭. বস্তুতঃ এটা এক অতীব উচ্চ মর্যাদার কুরআন[৮],

৭৮. এক সুরক্ষিত গ্রন্থে দৃঢ় লিপিবদ্ধ,

৭৯. যা 'পবিত্রতম' ছাড়া আর কেউ স্পর্শ করতে পারে না[৯]।

৮০ এটা রব্বুল আ'লামীনের নাযিল করা।

৮১. তা সত্ত্বেও কি তোমরা উহার প্রতি উপেক্ষার আচরণ গ্রহণ করবে?

৮২. আর এই নিয়ামতে তোমরা নিজেদের এই অংশ নির্দিষ্ট করে রেখেছ যে, তাকে তোমরা মিথ্যা মনে করছ , অবিশ্বাস করছ?

৮। নক্ষত্র ও গ্রহদের 'মওআকে'র অর্থঃ তাদের অবস্থান-স্থল; তাদের অবস্থান-পর্যায় এবং তাদের কক্ষপথগুলি। এবং কুরআনের উচ্চমর্যাদা-বিশিষ্ট গ্রন্থ হওয়া সম্পর্কে এ শপথ করার অর্থঃ উর্ধ্ব জগতে জ্যোতিষ্কমন্ডলীর শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা যেরূপ দৃঢ় ও অটল সেরূপ অটল ও দৃঢ় এই বাণীও! যে খোদা এই শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন তিনি এই বাণীও অবতীর্ণ করেছেন।

৯। অর্থাৎ বাণী পবিত্রাত্মা ফেরেশতাদের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে শয়তানদের কোন অধিকার নেই।

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ

কেন পরন্তু — নয় — যখন — পৌঁছবে (প্রাণ) — কণ্ঠনালীতে — এবং — তোমরা — সে সময়

تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا

তাকিয়ে থাকবে — এবং — আমরা — অধিকতর নিকটে — তার — তোমাদের চেয়ে — কিন্তু — না

تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا

তোমরা দেখতে পাও — কেন অতঃপর — না — "যদি — তোমরা হয়ে থাক — (এমন যে) নও — অধিনস্ত (কারো) — তা তোমরা ফিরাও

إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾

যদি — তোমরা হও — সত্যবাদী — আর — যদি — সে হয় — অন্যতম — নৈকট্যপ্রাপ্তদের

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۙ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِن كَانَ

(তার জন্যে)তবে শান্তি — ও — উত্তম রিয্ক — এবং — জান্নাত — নেয়ামতেভরা — আর — যদি — সে হয়

مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ

অন্তর্ভূক্ত — লোকদের — ডানহাতের — তবে (বলাহবে) — সালাম — তোমার জন্য — তুমি অন্তর্ভূক্ত — লোকদের

الْيَمِينِ ﴿٩١﴾

ডানহাতের

৮৩-৮৭. এখন তোমরা যদি কারও অধীন হয়ে না থাক, এবং এ মতে তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তা'হলে মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণ যখন গলদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, আর তোমরা নিজেদের চোখে দেখতে থাক যে, সে মরছে, তখন তার নিষ্ক্রমণকারী প্রাণকে তোমরা ফেরৎ নিয়ে আসনা কেন? তখন তোমাদের তুলনায় আমরা অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকি; কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাও না।

৮৮. অনন্তর সেই মুমূর্ষু ব্যক্তি যদি নৈকট্য-প্রাপ্ত লোকদের কেউ হয়ে থাকে,

৮৯. তা'হলে তার জন্যে শান্তি-আরাম; উত্তম রেয্ক ও নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত রয়েছে।

৯০. আর সে যদি ডান হাতধারীদের মধ্যে হতে হয়ে থাকে,

৯১. তা'হলে তার সম্বর্ধনা এ'ভাবে হয় যে, তোমার প্রতি সালাম, তুমি ডানহাতধারীদের মধ্যে গণ্য।

৯২. আর সে যদি অবিশ্বাসী-পথভ্রষ্ট লোকদের মধ্যে হতে হয়,

৯৩. তা'হলে তার আতিথ্যের জন্যে উত্তপ্ত পানি রয়েছে,

৯৪. এবং জাহান্নামে ঠেলে দেয়া অবধারিত।

৯৫. এই সব কিছুই চুড়ান্তভাবে সত্য।

৯৬. অতএব হে নবী! তোমার মহান-বিরাট খোদার নামে তসবীহ্ করতে থাক[১০]।

১০। এই নির্দেশ অনুযায়ী নবীকরীম (সঃ) রুকু'তে "সুবহানা রব্বিআল আযীম" -বলার নির্দেশ দিয়েছেন।

সূরা আল-হাদীদ

নামকরণঃ ২৫নম্বর আয়াতের বাক্যাংশ وانزلنا الحديد হতে এ সূরার নাম গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ এ সর্বসম্মতিক্রমে মদীনী সূরা। এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-বিবেচনা করলে মনে হয়, এই সূরাটি সম্ভবতঃ ওহুদ যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধি হওয়ার মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে নাযিল হয়েছিল। ঠিক এ সময়ই মদীনা কেন্দ্রীক ইসলামী রাষ্ট্রটিকে সর্বদিক দিয়ে কাফেররা তাদের পরিবেষ্টনীর মধ্যে আয়ত্ত করে নিয়েছিল। আর অত্যন্ত সহায়-সম্বলহীন অবস্থার মধ্যে মুষ্টিমেয় ঈমানদার লোকদের জামাআত সমগ্র আরব শক্তির মুকাবিলা করছিল। এ সময় ইসলামের জন্য তার অনুসারীদের নিকট হতে কেবল প্রাণের কুরবানীই জরুরী ছিলনা, উদার হাতে আর্থিক দানেরও প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত বেশী। বর্তমান সূরাতে এ আর্থিক দানের জন্যেই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে আবেদন রাখা হয়েছে। ১০নম্বর আয়াতে এ ধারণাটিকে অধিকতর বলিষ্ঠ করে তোলা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহতা'আলা ঈমানদার লোকদের সমাজকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, মক্কা বিজয়ের পর যারা নিজেদের ধন-মাল ব্যয় করবে ও খোদার পথে যুদ্ধ করবে, তারা সেই লোকদের সমান ও সমমর্যদা সম্পন্ন কখনই হতে পারেনা– যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে জান ও মালের কুরবানী দিয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস হতেও এরই সমর্থন পাওয়া যায়। ইবনে মারদুইয়া হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি কুরআনের আয়াতঃ اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ ـ

সম্পর্কে বলেছেন যে, কুরআন নাযিল হওয়ার সূচনা হতে ১৭ বছর পর ঈমানদার লোকদেরকে কাঁপিয়ে তুলবার জন্যে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এ হিসাবে আলোচ্য সূরাটির নাযিল হওয়ার সময়-কাল ৪র্থ ও ৫ম হিজরীর মধ্যবর্তী বলে নির্ধারিত হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ এ সূরার আলোচ্য বিষয় আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের উপদেশ দান। ইসলামী ইতিহাসের ঐ সংকটকালে যখন আরবের জাহেলিয়াতের সংগে ইসলামের চূড়ান্ত ফয়সালাদানকারী যুদ্ধ হচ্ছিল,তখন এ সূরাটি আল্লাহতা'আলা নাযিল করেছিলেন। নাযিল করেছিলেন মুসলমান জনগণকে বিশেষভাবে আল্লাহর পথে আর্থিক কুরবানী দানে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। সে সংগে এ কথাটিও তাদের মনে দৃঢ়মূল করে দেয়া উদ্দেশ্যে ছিল যে, কেবলমাত্র মৌখিক স্বীকৃতি ও কতিপয় বাহ্যিক আমলের নাম ঈমান নহে। আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে অকপট, অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ হওয়াই হ'ল ঈমানের মৌল ভাবধারা ও প্রকৃত মহাসত্য। যে লোক এ প্রাণ-উদ্দীপক মূল ভাবধারার সাথে পরিচিত নয়, যাদের দিল এ ভাবধারা শূন্য এবং যারা খোদা ও তাঁর দ্বীনের মুকাবিলায় নিজেদের জান-মাল ও স্বার্থটাকেই অধিক প্রিয় ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে, তাঁর ঈমানের স্বীকৃতি ও অংগীকার নিতান্তই অন্তঃসার শূন্য। আল্লাহর নিকট এ ঈমানের এক বিন্দু মূল্য নেই।

এ উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম আল্লাহতা'আলার গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে এ কোন মহান সত্তার নিকট হতে তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হচ্ছে সে বিষয়ে শ্রোতৃবৃন্দ সুস্পষ্ট অনুভূতি লাভ করাতে পারে। অতঃপর নিম্নোক্ত বিষয়াবলী পর পর বলা হয়েছেঃ

–ঈমানের অনিবার্য দাবী এই যে, কেউ খোদার পথে অর্থ ব্যয় করা হতে বিরত থাকতে পারে না। একাজ হতে বিরত থাকা শুধু ঈমানেরই পরিপন্থী নয়, প্রকৃত ব্যাপারের দৃষ্টিতেও অত্যন্ত ভুল। কেননা ধন-মাল আসলে খোদারই সম্পদ, খোদারই মালিকানা। তার উপর তোমাকে খলীফা– প্রতিনিধি হিসেবেই হস্তক্ষেপ করার, ব্যয়-

ব্যবহার করার অধিকার দেয়া হয়েছে। আগে এসব মাল-সম্পদ অন্য এক জনের দখলে ছিল, আজ তোমার দখলে এসেছে। পরে অন্য এক জনের দখলে চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত তা খোদার নিকটই থেকে যাবে। বস্তুতঃ তিনিই সব কিছুরই উত্তরাধিকারী। তবে এ মাল-সম্পদের কোন অংশ যদি তোমার কাজে আসতে পারে তবে তা তাই, যা তুমি তোমার মালিকানা আমলে খোদার পথে ব্যয় করেছ, খোদার কাজে লাগিয়েছ।

–খোদার পথে জান-মালের কুরবানী দেয়া যদিও সর্বাবস্থায়ই বিশেষ প্রশংসনীয় কাজ, কিন্তু অবস্থা ও ক্ষেত্রের নাজুকতার দৃষ্টিতে এ সব আর্থিক ত্যাগ-তিতিক্ষার মূল্যায়ণ হয়ে থাকে। একটা সময় এমন আসে যখন কুফরী শক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়ে থাকে। তখন প্রতি মূহুর্তে ইসলাম কুফরীর মুকাবিলায় পরাজিত হয়ে না পড়ে– এ ভয় ও আতংক থাকে। এমন একটা ক্ষেত্র বা সময়ও আসে যখন কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামে ইসলামী শক্তির পাল্লা ভারী হয়ে পড়বে এবং দ্বীন-ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলায় ঈমানদার লোকেরা বিজয় ও আধিপত্য লাভ করবে। গুরুত্বের দিক দিয়ে এ উভয় অবস্থা কোনক্রমেই এক সমান ও অভিন্ন নয়। ফলে অবস্থার দৃষ্টিতে আর্থিক কুরবানীর নব মূল্যায়ণ হয় এবং বিভিন্ন অবস্থায় তার মূল্য ও গুরুত্ব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ইসলামের দুর্বল অবস্থায় যারা তাকে শক্তিশালী, বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে আত্মদান করবে এবং অর্থ ব্যয় করবে, তাদের যে মর্যাদা তা ও পরবর্তী বিজয় যুগের ঐ ধরনের ত্যাগীদের মর্যাদা এক হতে পারে না।

–সত্যের পথে– অন্যকথায় দ্বীন ইসলামের জন্য যে অর্থ-সম্পদই ব্যয় করা হবে, তা আল্লাহর দায়িত্বে ঋণদান সমতুল্য হবে। আর আল্লাহ তার কয়েকগুণ বেশী বৃদ্ধ করে ফেরত দেবেন তাই নয়, বরং নিজের পক্ষ হতে অতিরিক্ত সওয়াবও সে সংগে দান করবেন।

–পরকালে 'নূর' লাভ করবে সেই সব ঈমানদার লোকেরা যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-মাল ব্যয় করেছে। আর যে সব মুনাফিক দুনিয়ায় কেবল নিজেদের স্বার্থটাই বড় করে দেখেছে এবং দুনিয়ায় সত্য দ্বীন বিজয়ী হ'ল,না বাতিল আদর্শ বিজয়ী হ'ল এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয় গাফিল হয়ে থাকলো– সে ব্যাপারে যারা কোন পরোয়াই করলো না, তারা এ দুনিয়ায় মু'মিনদের সাথে মিলে-মিশে থাকলেও পরকালে তাদেরকে মু'মিনদের হতে বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দেবেন। তারা 'নূর' হতে বঞ্চিত থাকবে এবং কাফেরদের সাথেই তাদের হাশর সংঘটিত হবে।

–মুসলমানদের সেই আহলি-কিতাবের মত হওয়া কখনও উচিত নয়, যাদের সমস্ত জীবন কেবলমাত্র দুনিয়া-পূজায়ই অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে এবং দীর্ঘ কালের গাফিলতির কারণে যাদের দিল পাথরের মত কঠিন ও নির্মম হয়ে গিয়েছে। যাদের দিল খোদার যিক্র-এ বিগলিত হয় না এবং তাঁর নাযিল করা মহাসত্যের সম্মুখে যাদের দিল বিনীত ও অবনমিত হয় না, তারা কি রকমের মু'মিন? তারা মু'মিন পদবাচ্য হতে পারে কিভাবে?

–আল্লাহর নিকট 'সিদ্দীক'ও 'শহীদ'কেবলমাত্র সেই সব ঈমানদার লোক, যারা কোনরূপ প্রদর্শনী ভাবধারা ব্যতিরেকেই হৃদয়-মনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা-আন্তরিকতা ও সত্যতার সাথে নিজেদের ধন-মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করে।

–দুনিয়ার জীবন মাত্র কয়েক দিনের চাকচিক্য ও প্রতারণার সম্পদ মাত্র। এখানকার খেল-তামাসা, এখানকার স্ফূর্তি-আনন্দ-আকর্ষণ এখানকার জাঁক-জমক ও সাজ-সজ্জা, এখানকার বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গৌরব-অহংকার এবং এখানকার ধন-দৌলত– যা নিয়ে লোকেরা পারস্পরিক প্রচন্ড প্রতিযোগিতায় নিমজ্জিত হয়ে থাকে– সব কিছুই অস্থায়ী, ক্ষণ-ভংগুর ও অ-শাশ্বত ও তা যেন এমন একটা ক্ষেত-ফসল যা প্রথমে হয় সবুজ-শ্যামল, পরে পীতবর্ণ ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত ভুষিতে পরিণত হয়। চিরস্থায়ী শাশ্বত জীবন আসলে কেবলমাত্র পরকালীন জীবন। পরকালের এ জীবনেই সব কাজের বড় বড় ফলাফল প্রকাশিত হবে। তোমরা পরস্পরের সাথে যে সব প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হও, এক জন অন্য সকলকে পিছনে ফেলে সকলের আগে চলে যেতে চেষ্টিত

হও, তা সবই হওয়া উচিত কেবল মাত্র জান্নাতে যাওয়ার জন্যে; জান্নাত প্রাপ্তির জন্যে যে প্রতিযোগিতা, তাই যথার্থ, তাইই কাম্য।

–দুনিয়ায় সুখ-শান্তি ও বিপদ-মুসীবত যাই আসুক-না কেন, তা আল্লাহতা'আলার পূর্ব হতে লিখিত ফয়সালা অনুযায়ীই এসে থাকে। এ উভয় ক্ষেত্রে ঈমানদার লোকের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর তা এই যে, বিপদ আসলে কোন ক্রমেই সাহস হারাবে না। আর সুখ-শান্তি আসলে গৌরবে মেতে যাবে না। আল্লাহতা'আলা নিয়ামত দিলে আত্মগতভাবে গৌরব বোধে ফুলে যাওয়া, আত্ম-অহংকার প্রকাশ করা এবং সেই খোদার কাজে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে নিজে অতীব সংকীর্ণমনা হওয়ার পরিচয় দেয়া এবং অন্যদেরকে এ ব্যাপারে কার্পণ্য দেখাবার পরামর্শ দেয়া নিঃসন্দেহে ও সুস্পষ্টরূপে মুনাফেকী আচরণ মাত্র।

–আল্লাহতা'আলা তাঁর রসূলকে সুস্পষ্ট-প্রকট নিদর্শনসমূহ এবং কিতাব ও সুবিচারের ভারসাম্যপূর্ণ মানদন্ড সহকারে পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন ইনসাফের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সে সংগে তিনি লৌহও নাযিল করেছেন। এর উদ্দেশ্য সত্যদ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ও বাতিল মতাদর্শ ও রীতি-রেওয়াযকে পরাজিত করার জন্য এ শক্তি পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করা। এরও মূলে চরম লক্ষ্য হ'ল, মানব সমাজে কোন্ সব লোক আল্লাহতা'আলার দ্বীনের সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য প্রাণপাত করতে প্রস্তুত, এ সবের মাধ্যমে আল্লাহতা'আলা তাই দেখতে চান। এসব সুযোগ ও ক্ষেত্র আল্লাহতা'আলা সৃষ্টি করেছেন তোমাদের নিজেদেরই উন্নতি, অগ্রগতি ও প্রাধান্য লাভের উদ্দেশ্যে। অন্যথায় আল্লাহতা'আলা তাঁর কাজের জন্য কারও প্রতি এক বিন্দু মুখাপেক্ষী নন।

–আল্লাহতা'আলার নিকট হতে প্রথমে নবী-রসূল আসতে থাকেন। তাঁদের দেয়া দা'ওআতের ফলে বেশ কিছু লোক সত্যপথ গ্রহণ করে। তবে অধিকাংশই ফাসেক হয়ে থাকে। অতঃপর এক সময় হযরত ঈসা (আঃ) এলেন। তাঁর দেয়া শিক্ষার ফলে লোকদের মধ্যে বহু অতীব উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জেগে উঠলো। কিন্তু উত্তরকালে তাঁর উম্মতের লোকেরা রাহবানিয়াতের বেদ'আত অবলম্বন করলো। এর পর শেষবারের জন্যে আল্লাহতা'আলা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে পাঠালেন। তাঁর প্রতি যারা ঈমান আনবে ও খোদাকে ভয় করে আদর্শ জীবন-যাপন করবে, আল্লাহতা'আলা তাঁদেরকে স্বীয় রহমতের দ্বিগুণ অংশ দান করবেন এবং তাদেরকে তিনি সেই নূর দান করবেন, যার দরুন দুনিয়ার জীবনে তারা প্রতি পদে– পথের প্রতি বাঁকে-বাঁকে ও চড়াই-উৎরাইয়ে বাঁকা-ভ্রান্ত পথসমূহের মধ্য হতে সরল-সোজা-ঋজু-সঠিক পথ সুস্পষ্টরূপে দেখতে-চিনতে ও তাতে চলতে সক্ষম হয়। আহলি-কিতাবগণ নিজেদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহের যতই এক চেটিয়া 'ঠিকাদার' মনে করুক না কেন, আল্লাহর অনুগ্রহ তো তাঁর নিজেরই হাতে নিবদ্ধ। তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ দানে ধন্য করবেন, এ ব্যাপারে আল্লাহতা'আলা সম্পূর্ণ স্বাধীন। এ সূরাটিতে পর-পর যেসব বিষয় ক্রমাগতভাবে আলোচিত হয়েছে, এখানে তারই সার নির্যাস তুলে দেয়া হ'ল।

اٰيَاتُهَا ٢٩ (٥٧) سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ مَدَنِيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٤

উনত্রিশ আয়াত — আল হাদীদ সূরা (৫৭) মাদানী — চার রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে (শুরুকরছি) অশেষ দয়াবান অতীবমেহেরবান

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ

মহিমাঘোষণা করছে / আল্লাহরই / যা কিছু / মধ্যে আছে / নভোমন্ডলের / ও / পৃথিবীতে / এবং / তিনি / পরাক্রমশালী

الْحَكِيْمُ ① لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَ

মহাবিজ্ঞ / তারইজন্যে / রাজত্ব (সার্বভৌমত্ব) / নভোমন্ডলের / ও / পৃথিবীর / তিনি জীবন দানকরেন / ও

يُمِيْتُ ۚ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ② هُوَ الْاَوَّلُ

মৃত্যু ঘটান / এবং / তিনিই / উপর / সব / কিছুরই / ক্ষমতাবান / তিনিই / প্রথম

وَ الْاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

ও / (তিনিই) শেষ / এবং / (তিনিই) প্রকাশমান / ও / তিনিই গুপ্ত / এবং / তিনিই / সব সম্বন্ধে / কিছু

عَلِيْمٌ ③

খুব অবহিত

১. আল্লাহর তসবীহ করেছে, এমন প্রত্যেকটি জিনিষই যা পৃথিবী ও আকাশ লোকে রয়েছে। আর তিনিই মহাপরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ।

২. পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের রাজত্ব-সার্বভৌমত্বের নিরংকুশ মালিক একমাত্র তিনিই। জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন তিনিই এবং সবকিছুর উপর তিনি শক্তিমান।

৩. তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিনি প্রকাশমানও তিনি গুপ্তও[১] এবং তিনি প্রত্যেকটি বিষয়ে অবহিত।

১। অর্থাৎ যখন কিছুই ছিল না। তখন তিনি ছিলেন এবং যখন কিছু থাকবে না তখনও তিনি থাকবেন। তিনি সব প্রকাশ্য থেকেও অধিক প্রকাশ্য, কেননা দুনিয়াতে যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে তা তাঁরই গুণ, তাঁরই কাজ এবং তাঁরই আলোর প্রকাশ। এবং তিনি প্রতিটি গুপ্ত জিনিস থেকেও অধিক গুপ্ত; কেননা অনুভূতি দ্বারা তার সত্তা অনুভব করা তো দূরের কথা, জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তা-কল্পনাও তার স্বরূপ ও প্রকৃত তত্ত্বের নাগাল পায়না।

فِيْ	الْاَرْضَ	وَ	السَّمٰوٰتِ	خَلَقَ	الَّذِيْ	هُوَ
মধ্যে	পৃথিবীকে	ও	আকাশ সমূহকে	সৃষ্টিকরেছেন	যিনি	তিনিই

مَا	يَعْلَمُ	الْعَرْشِ ط	عَلَى	اسْتَوٰى	ثُمَّ	اَيَّامٍ	سِتَّةِ
যা কিছু	তিনি জানেন	আরশের	উপর	সমাসীন হন	অতঃপর	দিনের	ছয়

يَنْزِلُ	مَا	وَ	مِنْهَا	يَخْرُجُ	مَا	وَ	الْاَرْضِ	فِي	يَلِجُ
অবতীর্ণহয়	যাকিছু	এবং	তাথেকে	বের হয়	যা	এবং	মাটির	মধ্যে	প্রবেশকরে

اَيْنَمَا	مَعَكُمْ	هُوَ	وَ	فِيْهَا ط	يَعْرُجُ	مَا	وَ	السَّمَاۤءِ	مِنَ
যেখানেই	তোমাদের সাথে	তিনি (আছেন)	এবং	তার মধ্য হতে	উত্থিতহয়	যাকিছু	ও	আকাশ	হতে

مُلْكُ	لَهٗ	بَصِيْرٌ ④	تَعْمَلُوْنَ	بِمَا	اللّٰهُ	وَ	كُنْتُمْ ط
রাজত্ব (সার্বভৌমত্ব)	তারই জন্যে	খুবদেখেন	তোমরা কাজ করছ	ঐসম্বন্ধে যা	আল্লাহ	এবং	তোমরা থাক

الْاُمُوْرُ ⑤	تُرْجَعُ	اللّٰهِ	اِلَى	وَ	الْاَرْضِ ط	وَ	السَّمٰوٰتِ
(সমস্ত) ব্যাপারে	প্রত্যাবর্তিত হয়	আল্লাহরই	দিকে	এবং	পৃথিবীর	ও	নভোমন্ডলের

৪. তিনি আকাশমন্ডল ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হলেন। যা কিছু মাটিতে প্রবিষ্ট হয়, যা কিছু তা হতে নিঃসৃত হয়, আর যা কিছু আকাশমন্ডল হতে অবতীর্ণ হয়, ও যা কিছু তাতে উত্থিত হয়[২] তা সবই তাঁর জানা আছে। তিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন; যেখানেই তোমরা থাক, যে কাজই তোমরা কর তা তিনি দেখতেছেন।

৫. তিনি পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের রাজত্ব-সার্বভৌমত্বের একমাত্র অধিকারী। সমস্ত ব্যাপার সিদ্ধান্তের ও মীমাংসার জন্যে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।

২। অন্যকথায় তিনি মাত্র সমগ্রের জ্ঞান রাখেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ-সমূহেরও জ্ঞান রাখেন। প্রতিটি বীজ যা ভূমিস্তরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, প্রতিটি পত্র ও অঙ্কুর যা ভূমি থেকে উদ্ভূত হয়, বৃষ্টির এক এক বিন্দু যা আসমান থেকে পতিত হয়, বাষ্পের প্রতিটি পরিমাণ যা সমুদ্র জলাশয় থেকে উত্থিত হয়ে আকাশপানে ধাবিত হয় সবই তাঁর গোচরীভূত। তিনি জানেন কোন বীজ ভূমির কোন স্থানে পতিত হয়েছে; তবেই তো তিনি তা দীর্ণ করে তা থেকে অংকুর উদ্গত করেন এবং তাকে লালন করে বিকাশ ও বৃদ্ধি করেন। তিনি জানেন– বাষ্পের কতটা পরিমাণ কোথা থেকে উত্থিত হয়েছে এবং কোথায় তা পৌঁছেছে, তবেই তো তিনি তা সবকে একত্রিত করে মেঘ প্রস্তুত করেন এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক জায়গায় এক হিসাব অনুযায়ী বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

يُولِجُ	الَّيْلَ	فِي	النَّهَارِ	وَ	يُولِجُ	النَّهَارَ	فِي
তিনি প্রবেশ করান	রাতকে	মধ্যে	দিনের	ও	প্রবেশকরান	দিনকে	মধ্যে

الَّيْلِ ط	وَ	هُوَ	عَلِيمٌ	بِذَاتِ	الصُّدُورِ ⑥	اٰمِنُوا
রাতের	এবং	তিনিই	খুবঅবহিত	অবস্থা সম্বন্ধে	অন্তর সমূহের	তোমরাঈমান আন

بِاللّٰهِ	وَ	رَسُولِهٖ	وَ	اَنْفِقُوا	مِمَّا	جَعَلَكُمْ	مُّسْتَخْلَفِينَ
আল্লাহরউপর	ও	তাঁর রসূলের উপর	এবং	তোমরাখরচ কর	তাহতে	তোমাদের করেছেন	খলীফা (বা উত্তরাধিকারী)

فِيهِ ط	فَالَّذِينَ	اٰمَنُوا	مِنْكُمْ	وَ	اَنْفَقُوا	لَهُمْ	اَجْرٌ
যার উপর	অতএব যারা	ঈমানআনে	তোমাদের মধ্যে হতে	ও	খরচকরে	তাদেরজন্যে (রয়েছে)	প্রতিফল

كَبِيرٌ ⑦	وَ	مَا لَكُمْ	لَا	تُؤْمِنُونَ	بِاللّٰهِ ج	وَ	الرَّسُولُ
বিরাট	এবং	তোমাদের কি হয়েছে	(যে) না	তোমরা ঈমান আন	আল্লাহর উপর	অথচ	রসূল

يَدْعُوكُمْ	لِتُؤْمِنُوا	بِرَبِّكُمْ	وَ	قَدْ	اَخَذَ	مِيثَاقَكُمْ
তোমাদেরকে ডাকছেন	তোমরা ঈমান যেন আন	তোমাদের রবের উপর	এবং	নিশ্চয়	তিনি নিয়েছেন	তোমাদের প্রতিশ্রুতি

৬. তিনিই রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করান। আর দিল সমূহের গোপন-প্রচ্ছন্ন তত্ত্বও তিনি জানেন।

৭. ঈমান আন আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের উপর[৩] এবং ব্যয়কর সে সব জিনিস হতে যে সবের উপর তিনি তোমাদেরকে খলিফা বানিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে হতে যে সব লোক ঈমান আনবে এবং সম্পদ ব্যয় করবে, তাদের জন্যে বিরাট প্রতিফল রয়েছে।

৮. তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন না? অথচ রসূল তোমাদেরকে তোমাদের খোদার প্রতি ঈমান আনার জন্যে আহ্বান করছে[৪]। আর সে তোমাদের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে[৫]

৩। এখানে ঈমান আনার অর্থ ইসলামের মাত্র মৌখিক স্বীকৃতি নয়, বরং আন্তরিকতাসহ দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন।

৪। এখানেও ঈমান আনার অর্থ খাঁটি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা।

৫। অর্থাৎ আনুগত্যের অংগীকার।

যদি তোমরা বাস্তবিকই মেনে নিতে প্রস্তুত হও।

৯. তিনি তো সেই আল্লাহ-ই যিনি তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট প্রকট আয়াত সমূহ নাযিল করতেছেন, তোমাদেরকে পুঞ্জিভূত অন্ধকারের মধ্য হতে বেরকরে আলোর মধ্যে নিয়ে আসার জন্যে। আর সত্যকথা এই যে, আল্লাহতা'আলা তোমাদের প্রতি অতীব করুণাময় ও মেহেরবান।

১০. আর কি কারণ রয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় কর না? অথচ পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্যে[৬]! তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পরে ব্যয় ও জিহাদ করবে, তারা কখনও সেই লোকদের সমান হতে পারে না যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ও জিহাদ করেছে।

৬। এর দুটি অর্থ। প্রথম– এ ধন তোমাদের কাছে চিরদিন থাকার নয়,একদিন তোমাকে অবশ্যই সমস্ত ত্যাগ করে যেতে হবে; এবং আল্লাহ এর উত্তরাধিকারী হবেন। দ্বিতীয় অর্থ– আল্লাহর পথে ব্যয় করতে গিয়ে তোমার মনে দারিদ্রের ও অসচ্ছলতার আশঙ্কা হওয়া ঠিক নয়, কেননা যে খোদার জন্য তুমি সম্পদ খরচ করবে তিনি যমীন-আসমানের সমগ্র ধনভান্ডারের মালিক। তিনি আজ তোমাকে যতটা দিয়ে রেখেছেন, তোমাকে দেবার জন্যে মাত্র ততটাই তাঁর কাছে ছিল না। বরং তিনি কাল তোমাকে এর থেকে অনেক বেশী দিতে পারেন।

أُولَٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا

ঐসব লোক শ্রেষ্ঠতর মর্যাদায় (তাদের) চেয়ে যারা খরচ করেছে

مِنۢ بَعْدُ وَ قَٰتَلُوا ۚ وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ

(বিজয়ের) পরে ও যুদ্ধ করেছে তবে প্রত্যেককে ওয়াদা দিয়েছেন আল্লাহ উত্তম

وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑩ مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ

এবং আল্লাহ ঐ বিষয়ে যা তোমরা কাজ করছ খুব অবগত কে (আছে) সেই (ব্যক্তি) যে কর্জদেবে

اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَ لَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ⑪

আল্লাহকে কর্জ উত্তম অতঃপর তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন তার জন্যে এবং তার জন্যে প্রতিফল (আছে) সম্মানজনক

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَٰتِ

সেদিন দেখবে মু'মিনরা ও মু'মিনারা

তাদের মর্যাদা পরে ব্যয় ও জিহাদকারীদের তুলনায় অনেক বেশী ও বিরাট, যদিও আল্লাহতা'আলা উভয়ের নিকটই ভাল প্রতিশ্রুতি করেছেন[৭]। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সব বিষয়ে অবহিত।

রুকুঃ২

১১. এমন কে আছে, যে আল্লাহতা'আলাকে ঋণ দেবে, উত্তম ঋণ?- যেন আল্লাহ তা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দিতে পারেন। এবং তার জন্যে অতীব উত্তম প্রতিফল রয়েছে[৮]।

১২. সে দিন যখন তোমরা মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে দেখবে যে,

৭। কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বের ফয়সলা ইসলামের অনুকূলে হয়ে যাওয়ার পর (অর্থাৎ ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পর) যারা কুরবানি দেয়, তারা মর্যাদায় সেই সব ব্যক্তিদের তুল্য হতে পারে না যারা যে সময় ইসলামের উপর কুফর ও কাফেরদের পাল্লা খুব ভারী থাকে এবং বাহ্যতঃ ইসলামের বিজয়ের কোন দূরবর্তী সম্ভাবনাও দেখা যায়না, সে সময়ে ইসলামের সহায়তায় জীবনপণ সংগ্রাম করে ও অর্থ ব্যয় করে।

৮। আল্লাহতা'আলার উদার মর্যাদা-মহিমার এ এক নিদর্শন যে, মানুষ তাঁরই প্রদত্ত ধন তাঁরপথে ব্যয় করলে তিনি নিজের দায়িত্বে তা ঋণ বলে গণ্য করেন। তবে শর্ত এই যে, এ ঋণেকে উত্তম ঋণ হতে হবে অর্থাৎ শুদ্ধ সংকল্পে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া নিঃস্বার্থভাবে দিতে হবে। এ ঋণ সম্পর্কে আল্লাহতা'আলা দুটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ১. তিনি কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে তা ফিরিয়ে দেবেন। ২. তিনি এর জন্য তাঁর পক্ষথেকে উৎকৃষ্ট পুরস্কার দান করবেন।

يَسۡعٰى	نُوۡرُهُمۡ	بَيۡنَ اَيۡدِيۡهِمۡ	وَ	بِاَيۡمَانِهِمۡ
দৌড়াতে	তাদেরনূর	তাদের সামনে	ও	তাদের ডানে

بُشۡرٰىكُمُ	الۡيَوۡمَ	جَنّٰتٌ	تَجۡرِىۡ	مِنۡ تَحۡتِهَا	الۡاَنۡهٰرُ
(বলাহবে)তোমাদের জন্যে সুসংবাদ	আজ	এক জান্নাতের	প্রবাহিত হয়	তার পাদদেশে	ঝর্ণাসমূহ

خٰلِدِيۡنَ	فِيۡهَا ؕ	ذٰلِكَ	هُوَ	الۡفَوۡزُ	الۡعَظِيۡمُ ﴿۱۲﴾	يَوۡمَ
তারা স্থায়ী হবে	তারমধ্যে	এটাই	সেই	সাফল্য	বিরাট	সেদিন

يَقُوۡلُ	الۡمُنٰفِقُوۡنَ	وَ	الۡمُنٰفِقٰتُ	لِلَّذِيۡنَ	اٰمَنُوا
বলবে	মোনাফেক পুরুষরা	ও	মোনাফেক নারীরা	(তাদের) কে যারা	ঈমান এনেছিল

انۡظُرُوۡنَا	نَقۡتَبِسۡ	مِنۡ	نُّوۡرِكُمۡ ۚ	قِيۡلَ	ارۡجِعُوۡا
আমাদের দিকে একটু দেখ	(আলোনিয়ে) আমরা উপকৃতহব	হতে	তোমাদের আলো	বলাহবে	তোমরা ফিরে যাও

وَرَآءَكُمۡ	فَالۡتَمِسُوۡا	نُوۡرًا ؕ	فَضُرِبَ	بَيۡنَهُمۡ	بِسُوۡرٍ	لَّهٗ بَابٌ ؕ
তোমাদের পিছনে	অতঃপর তোমরা সন্ধান কর	আলো	অতঃপর দাড়করান হবে	তাদেরমাঝে	প্রাচীর	তাতে একটি দরজা থাকবে

بَاطِنُهٗ	فِيۡهِ	الرَّحۡمَةُ	وَ	ظَاهِرُهٗ	مِنۡ	قِبَلِهِ	الۡعَذَابُ ﴿۱۳﴾
তার ভিতর দিকে	সেখানে আছে	রহমত	এবং	তারবহির্ভাগে	হতে	তার সামনের দিক	শাস্তি

তাদের আলো তাদের সামনে সামনে এবং তাদের ডানদিকে দৌড়াতে থাকবে[৯]। (তাদেরকে বলা হবে যে,) 'আজ সুসংবাদ রয়েছে তোমাদের জন্যে'।জান্নাত সমূহ হবে যে-সবের নিম্ন দেশে ঝর্ণা ধারাসমূহ প্রবহমান হয়ে থাকবে, যাতে তারা চিরকাল থাকবে।এটাই হল বড় সাফল্য।

১৩. সে দিন মুনাফিক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের অবস্থা এই হবে যে, তারা মু'মিনদেরকে বলবেঃ আমাদের দিকেও একটু দেখ, যেন আমরা তোমাদের 'আলো' হতে কিছুটা উপকার লাভ করতে পারি। কিন্তু তাদেরকে বলা হবেঃ পিছনে সরে যাও, অন্য কোথাও হতে নিজেদের জন্যে 'নূর' সন্ধান করে নাও। অতঃপর তাদের মাঝে একটি প্রাচীরের আড়াল দাড় করানো হবে, যাতে একটা দরজা থাকবে। সেই দরজার ভিতরে রহমত থাকবে এবং বাইরে থাকবে আযাব।

৯। এখানে মানুষের মনে একটি প্রশ্ন খটকা সৃষ্টি করতে পারেঃ আগে আগে আলোক ধাবিত হওয়ার কথা তো বোঝা যায়; কিন্তু আলোকের মাত্র ডানদিকে ধাবিত হওয়ার অর্থ কি? তার বাম দিকে কি অন্ধকার হবে? এর উত্তর হচ্ছে- একটি লোক নিজের ডানহাতে আলো নিয়ে চললে আলোকের রশ্মিতে তার বাম দিকও আলোকিত হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আলো তার ডান হাতে অবস্থিত।

১৪. তারা মু'মিন লোকদের ডেকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? মু'মিনরা জবাব দিবে, হ্যাঁ; কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপর্যয়ে নিক্ষেপ করেছ। সুযোগ সন্ধানে নিয়োজিত ছিলে, সন্দেহ-সংশয়ে ডুবে ছিলে এবং মিথ্যা আশা-আকাংখা তোমাদেরকে প্রতারিত করতেছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ফয়সালা এসে গেল। আর শেষ পর্যন্ত সেই বড় প্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা দিতে থাকল।

১৫. কাজেই আজ না তোমাদের নিকট হতে কোন বিনিময় কবুল করা হবে, আর না সেই লোকদের হতে যারা প্রকাশ্যভাবে কুফরী করেছিল। তোমাদের ঠিকানা, চূড়ান্ত আশ্রয়– জাহান্নাম। সেই জাহান্নামই তোমাদের খবরা-খবর গ্রহণকারী এবং অতিশয় নিকৃষ্ট পরিণতি।

১৬. ঈমানদার লোকদের জন্যে[১০], এখনো কি সেই সময় আসেনি যে,

১০। এখানে ঈমান আনয়নকারীর অর্থ– সকল মুসলমান নয়। বরং মুসলামানদের সেই বিশেষ গোষ্ঠী যারা ঈমানকে স্বীকার করে রসূলুল্লাহর (সঃ) মান্যকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাদের অন্তর ইসলামের প্রতি অনুরাগশূন্য ছিল।

তাদের দিল আল্লাহর যিক্‌র-এ বিগলিত হবে এবং তাঁর নাযিল করা মহাসত্যের সামনে অবনত হবে এবং তারা সেই লোকদের মত হয়ে যাবে না যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, পরে একটা দীর্ঘকাল তাদের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে, তাতে তাদের দিল শক্ত হয়ে গেছে , আজ তাদের অনেকেই ফাসেক হয়ে রয়েছে?

১৭. ভালভাবে জেনে নাও যে, আল্লাহতা'আলা ভূ-পৃষ্ঠকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন[১১]। আমরা তোমাদেরকে নিদর্শনসমূহ পরিস্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছি, সম্ভবতঃ তোমরা অনুধাবন করবে।

১১। যে প্রসংগে এখানে এ কথা এরশাদ হয়েছে তা ভাল করে বুঝে লওয়া দরকার! পবিত্র কুরআনে কয়েক স্থানে নবুয়্যত ও কিতাবের অবতরণকে বৃষ্টির কল্যাণের সংগে তুলনা করা হয়েছে। কেননা মানুষের উপর তার সেইরূপ প্রভাব পতিত হয় যেমন পৃথিবীর উপর বৃষ্টি ধারার প্রভাব। যে যমীনের মধ্যে কিছু মাত্রও উর্বরা শক্তি বর্তমান থাকে তা শ্যামলিমায় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। অবশ্য বন্ধ্যাভূমি যেরূপ অনুর্বর ছিল তেমনই পড়ে থাকে।

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
নিশ্চয় পুরুষরা দানশীল ও দানশীল নারীরা এবং যারা কর্জ দিয়েছে আল্লাহকে কর্জ উত্তম

يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝١٨ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ
তাদের জন্যে বহুগুণ বড়িয়ে দেওয়াহবে এবং তাদের জন্যে রয়েছে প্রতিফল সম্মানজনক এবং যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর

وَرُسُلِهِۦٓ أُولَٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ
ও তার রসূলদের (উপর) ঐসব লোক তারাই সিদ্দিক (সত্যনিষ্ঠ) এবং (তারাই) শহীদ

عِندَ رَبِّهِمْ ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ
কাছে তাদের রবের তাদেরজন্যে রয়েছে তাদের পুরস্কার ও তাদের জ্যোতি এবং যারা

كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِنَآ أُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ
কুফরীকরেছে ও মিথ্যা মনে করেছে আমাদের আয়াত গুলোকে ঐসবলোক অধিবাসী (হবে)

الْجَحِيمِ ۝١٩
জাহান্নামের

১৮. পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে যারা দান খয়রাত করে এবং যারা আল্লাহতা'আলাকে শুভ ঋণ[১২] দিয়েছে, তাদেরকে নিশ্চয় কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। আর তাদের জন্যে সর্বোত্তম প্রতিফল রয়েছে।

১৯. আর যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে, তারাই তাদের খোদার নিকট 'সিদ্দিক'[১৩] ও 'শহীদ'[১৪]। তাদের জন্যে তাদের প্রতিফল ও তাদের নূর রয়েছে। আর যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের আয়াত সমূহ মিথ্যা মনে করেছে, তারা জাহান্নামী।

১২। 'সাদকা' উর্দু ভাষায় তো খুবই খারাব অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় সেই দানকে সাদকা বলা হয় যা নির্মল অন্তকরণে শুদ্ধ সংকল্পে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দেওয়া হয় এবং যার মধ্যে কোন লোক দেখানো বা কারুর প্রতি উপকারের খোঁটা থাকে না।

১৩। এ 'সিদক' এর superlative degree। 'সাদক' অর্থ সাচ্চা, সিদ্দীক অত্যন্ত-সাচ্চা। অর্থাৎ এরূপ খাঁটি ন্যায় পরায়ণ মানুষ যার মধ্যে কোনই খোঁট নেই, যে কখনও সত্য ও ন্যায় থেকে বিচ্যুত হয়নি; যার থেকে এ আশা করা যেতেই পারে না যে সে বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবে, যে ব্যক্তি কোন কথা যখন মানে পূর্ণ আন্তরিকতার সংগে মান্য করে; সে তা মান্য করার হক আদায় করে, দায়িত্ব পালন করে, এবং নিজের কাজের দ্বারা এ কথা প্রমাণ করে যে- সে বাস্তবিক পক্ষে সে রূপ একজন মান্যকারী, প্রকৃত একজন মান্যকারীর পক্ষে যেরূপ হওয়া উচিত।

১৪। 'শহীদ' -এর অর্থ এখানে সেই ব্যক্তি যে নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষ্য দান করে।

আরবি	অর্থ
اِعْلَمُوْٓا	তোমরা জেনে রাখ
اَنَّمَا	প্রকৃতপক্ষে
الْحَيٰوةُ	জীবন
الدُّنْيَا	(এই) দুনিয়ার
لَعِبٌ	ক্রীড়া
وَّ	ও
لَهْوٌ	এবং কৌতুক (মাত্র)
وَّ	ও
زِيْنَةٌ	চাকচিক্য
وَّ	ও
تَفَاخُرٌۢ	পারস্পারিক গৌরব অহংকার
بَيْنَكُمْ	তোমাদের মাঝে
وَ	ও
تَكَاثُرٌ	অধিকঅর্জনের প্রতিযোগিতা
فِي	ক্ষেত্রে
الْاَمْوَالِ	সম্পদসমূহের
وَ	ও
الْاَوْلَادِ ؕ	সন্তানাদিতে
كَمَثَلِ	(এর) উপমা যেমন
غَيْثٍ	বৃষ্টি (হলে)
اَعْجَبَ	চমৎকৃতকরে
الْكُفَّارَ	কৃষককে
نَبَاتُهٗ	তার উদ্ভিদ সম্ভার
ثُمَّ	এরপর
يَهِيْجُ	শুষ্ক হয়ে যায়
فَتَرٰىهُ	তা তুমি অতঃপর দেখ
مُصْفَرًّا	হরিৎবর্ণ (হতে)
ثُمَّ	এরপর
يَكُوْنُ	হয়ে যায়
حُطَامًا ؕ	খড়কুটা
وَ	আর
فِي	মধ্যে আছে
الْاٰخِرَةِ	আখেরাতের
عَذَابٌ	শাস্তি
شَدِيْدٌ ۙ	কঠোর
وَّ	আর (আছে)
مَغْفِرَةٌ	ক্ষমা
مِّنَ	পক্ষ হতে
اللّٰهِ	আল্লাহর
وَ	এবং
رِضْوَانٌ ؕ	সন্তুষ্টিও
وَ	এবং
مَا	নয়
الْحَيٰوةُ	জীবন
الدُّنْيَا	দুনিয়ার
اِلَّا	এছাড়া
مَتَاعُ	সামগ্রী
الْغُرُوْرِ ۝٢٠	ধোকার

রুকূঃ৩

২০. ভালভাবে জেনে নাও, এ দুনিয়ার জীবনটা শুধু এই যে, এটা একটা খেলা-মন ভুলানোর উপায় এবং বাহ্যিক চাকচিক্য ও তোমাদের পরস্পরে গৌরব-অহংকার করা, আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দিক দিয়ে একজনের অন্যজন হতে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র। তা ঠিক এ রকমই, যেমন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, তখন তা হতে উৎপন্ন সবুজ শ্যামল গাছপালা-উদ্ভিদ দেখে কৃষক সন্তুষ্ট হয়ে গেল।পরে সেই ক্ষেতের ফসল পাকে, আর তোমরা দেখ যে তা হরিৎবর্ণ ধারণ করেছে। পরে তা ভূষি হয়ে যায়। তার বিপরীত হচ্ছে পরকাল। তা এমন স্থান যেখানে কঠিন আযাব রয়েছে; আর আল্লাহর ক্ষমা-মার্জনা, এবং তাঁর সন্তোষ। দুনিয়ার জীবনটা একটা প্রতারণা ও ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।

২১. দৌড়াও ও একে অপর হতে অগ্রসর হয়ে যেতে চেষ্টা কর, তোমাদের খোদার ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিশালতা ও বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায়[১৫], যা প্রস্তুত করা হয়েছে সেই লোকদের জন্যে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা একান্তভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ বিশেষ। তা তিনি যাকে চান দান করেন। আর আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।

২২. এমন কোন বিপদ নেই যা পৃথিবীতে কিম্বা তোমাদের নিজেদের উপর আপতিত হয়, আর আমরা তা সৃষ্টি করার পূর্বে একটি কিতাব (অর্থাৎ ভাগ্যলিপিতে) লিখে রাখিনি। এরূপ করা আল্লাহর পক্ষে খুব সহজ কাজ।

১৫। সূরা আলে-ইমরানের ১৩৩নং আয়াতের সংগে এ আয়াতে মিলিয়ে পাঠ করলে মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় যে- জান্নাতে এক ব্যক্তি যে উদ্যান ও প্রাসাদাদি লাভ করবে তা মাত্র তার বাসস্থানের জন্যে- কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিশ্ব হবে তার ভ্রমণ ক্ষেত্র ।

لِّكَيْلَا	تَأْسَوْا	عَلَىٰ	مَا	فَاتَكُمْ	وَ
না এটা এজন্যে যে	তোমরাহতাশ হও	উপর	যা	তোমরা হারাও	এবং

لَا	تَفْرَحُوا	بِمَا	آتَاكُمْ ۗ	وَ	اللَّهُ	لَا	يُحِبُّ
না	উল্লাসিত হও তোমরা	ঐ বিষয়ে যা	তোমাদের দানকরেন তিনি	এবং	আল্লাহ	না	ভালবাসেন

كُلَّ	مُخْتَالٍ	فَخُورٍ ﴿٢٣﴾	الَّذِينَ	يَبْخَلُونَ
কোন	উদ্ধত	অহংকারীকে	যারা	কৃপণতাকরে

وَ	يَأْمُرُونَ	النَّاسَ	بِالْبُخْلِ ۗ	وَ	مَن	يَتَوَلَّ
ও	নির্দেশদেয়	লোকদেরকে	কৃপণতার	এবং	যে কেউ	মুখফিরায় (সেজেনে রাখুক)

فَإِنَّ	اللَّهَ	هُوَ	الْغَنِيُّ	الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾	لَقَدْ	أَرْسَلْنَا
নিশ্চয় তবে	আল্লাহ	তিনিই	অভাবমুক্ত	প্রশংসিত	নিশ্চয়	আমরা প্রেরণ করেছি

رُسُلَنَا	بِالْبَيِّنَاتِ	وَ	أَنزَلْنَا	مَعَهُمُ	الْكِتَابَ
আমাদের রসূল দেরকে	সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহ	এবং	আমরা নাযিল করেছি	তাদের সাথে	কিতাব

وَ	الْمِيزَانَ
ও	ন্যায়দন্ড

২৩. (এ সব কেবল এ জন্যে) যেন যা কিছু ক্ষতি তোমাদের হয় সে জন্যে তোমরা হতাশাগ্রস্থ হয়ে না পড়, আর যা কিছু আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে দান করেন, তা পেয়ে তোমরা গৌরব-স্ফীত হয়ে না পড়। আল্লাহতা'আলা সেই লোকদেরকে পছন্দ করেন না যারা নিজেদেরকে খুব একটা কিছু মনে করে এবং অহংকার প্রকাশ করে,

২৪. যারা কার্পণ্য করে এবং অন্যদের ও কার্পণ্য করার জন্য উৎসাহিত করে। এখন যদি কেউ বিপরীত তৎপরতা গ্রহণ করে তা হলে আল্লাহ অনন্য নির্ভর ও স্বয়ং প্রশংসিত সত্তা।

২৫. আমরা আমাদের রসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও হেদায়াতসহ পাঠিয়েছি এবং সেই সঙ্গে কিতাব ও মানদন্ড নাযিল করেছি,

لِيَقُوْمَ	النَّاسُ	بِالْقِسْطِ ج	وَ	اَنْزَلْنَا	الْحَدِيْدَ
প্রতিষ্ঠিত করে যেন	লোকেরা	ইনসাফকে	ও	আমরাঅবতীর্ণ করেছি	লোহা

فِيْهِ	بَأْسٌ	شَدِيْدٌ	وَّ	مَنَافِعُ	لِلنَّاسِ
যারমধ্যে রয়েছে	শক্তি	প্রচন্ড	এবং	উপকারিতা সমূহ	লোকদেরজন্যে

وَ	لِيَعْلَمَ	اللّٰهُ	مَنْ	يَّنْصُرُهٗ	وَ	رُسُلَهٗ	بِالْغَيْبِ ط
এবং	(এউদ্দেশ্যে) জানেন যেন	আল্লাহ	কে	তাঁকে সাহায্য করে	ও	তাঁর রসূলদের	(তাঁকে)না দেখা অবস্থায়

اِنَّ	اللّٰهَ	قَوِيٌّ	عَزِيْزٌ ﴿٢٥﴾	وَ	لَقَدْ	اَرْسَلْنَا	نُوْحًا	وَّ
নিশ্চয়	আল্লাহ	শক্তিমান	পরাক্রমশালী	এবং	নিশ্চয়	আমরা প্রেরণ করেছি	নূহকে	ও

اِبْرٰهِيْمَ	وَ	جَعَلْنَا	فِيْ	ذُرِّيَّتِهِمَا	النُّبُوَّةَ	وَ	الْكِتٰبَ
ইবরাহীমকে	এবং	আমরা দিয়েছি	মধ্যে	উভয়ের বংশধরদের	নবুয়্যাত	ও	কিতাব

যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে [১৬] এবং লোহাও অবতীর্ণ করেছি, তাতে বিরাট শক্তি এবং লোকদের জন্যে বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে [১৭]। এ এই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যেন আল্লাহতা'আলা জানতে পারেন যে, কে তাঁকে না দেখেই তাঁর ও তাঁর রসূলদের সাহায্য সহযোগিতা করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহতা'আলা বড়ই শক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী।

রুকূঃ৪

২৬. আমরা নূহ ও ইবরাহীমকে পাঠিয়েছি এবং এই দুজনের বংশে নবুয়্যাত ও কিতাব রেখে দিয়েছি।

১৬। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে নবীগণের মিশনের পূর্ণ সারমর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে কত রসূলই এসেছেন তাঁরা সকলে তিনটি জিনিস নিয়ে এসেছিলেনঃ ১. অর্থাৎ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী, উজ্জ্বল যুক্তি-প্রমাণ ও সুস্পষ্ট পথ প্রদর্শন বা উপদেশ-নির্দেশ ; ২. গ্রন্থ-যার মধ্যে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় শিক্ষা লিখিত, যাতে মানুষ পথ নির্দেশের জন্যে সে গ্রন্থের দিকে আত্মনিয়োগ করতে পারে। ৩. মীযান (তুলাদন্ড) অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার সেই মানদন্ড যা ঠিক ঠিক তুলাদণ্ডে ওজন করে নির্দেশ দেয় চিন্তা, নৈতিকতা ও ব্যাপারসমূহের ক্ষেত্রে আতিশয্য ও ন্যূনতার বাড়াবাড়ি ও কমি-খামির বিভিন্ন প্রান্তিকতার মধ্যে ন্যায় বিচারের কথা কোনটি।

১৭। নবীগণের মিশন বর্ণনার সাথে সাথে এ কথার উক্তি স্বতঃই এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত করে যে- এখানে লৌহের অর্থ রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি এবং বাণীর মর্ম হলোঃ আল্লাহতা'আলা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে মাত্র একটি পরিকল্পনা পেশ করতে নিজের রসূলদের প্রেরণ করেন নি;... বরং তা কাজে রূপায়িত করার চেষ্টা-সাধনা করা ও সেই শক্তি সংগ্রহ করাও নবীদের মিশনের অর্ন্তভূক্ত যার সাহায্যে বাস্তবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তার বিনষ্টকারীদের শাস্তি বিধান করা যেতে পারে এবং তার প্রতিরোধকারীদের শক্তি চূর্ণ করা যেতে পারে।

আরবী	অর্থ
فَمِنْهُمْ	তাদের অতঃপর মধ্য হতে
مُّهْتَدٍ ۚ	(কিছুহয়েছে) সৎপথপ্রাপ্ত
وَ	আর
كَثِيرٌ	অনেকেই
مِّنْهُمْ	তাদের মধ্যে হতে
فَسِقُونَ ﴿٢٦﴾	ফাসেক
ثُمَّ	এরপর
قَفَّيْنَا	আমরাঅনুগামী করেছি
عَلَىٰٓ	উপর
اٰثَارِهِمْ	তাদের পদাঙ্কের
بِرُسُلِنَا	আমাদের রসূল দেরকে
وَ	এবং
قَفَّيْنَا	আমরাএরপর অনুগামীকরেছি
بِعِيسَى	ঈসাকে
ابْنِ مَرْيَمَ	'মরিয়মেরতনয়'
وَ	এবং
اٰتَيْنٰهُ	তাকে আমার দিয়েছি
الْاِنْجِيلَ ۙ	ইঞ্জিল
وَ	এবং
جَعَلْنَا	আমরাদিয়েছিলাম
فِىْ	মধ্যে
قُلُوبِ	অন্তরসমূহের
الَّذِينَ	(তাদের) যারা
اتَّبَعُوهُ	তার অনুসরণ করেছে
رَاْفَةً	করুণা
وَّ	ও
رَحْمَةً ۭ	দয়া
وَ	আর
رَهْبَانِيَّةَ	বৈরাগ্যবাদ
ابْتَدَعُوهَا	তারা প্রবর্তন করেছিল
	তা
مَا	না
كَتَبْنٰهَا	তার আমরা বিধান দিয়েছি
عَلَيْهِمْ	তাদের উপর
اِلَّا	কিন্তু
ابْتِغَآءَ	(তারা করেছিল) সন্ধানে
رِضْوَانِ	সন্তুষ্টির
اللّٰهِ	আল্লাহর
فَمَا	না কিন্তু
رَعَوْهَا	তা পালন করেছিল
حَقَّ	যথাযথ ভাবে
رِعَايَتِهَا ۚ	তা পালন করা (উচিৎ যেমন)
فَاٰتَيْنَا	আমরা অতঃপর দিয়েছিলাম
الَّذِينَ	(তাদেরকে) যারা
اٰمَنُوا	ঈমান এনেছিল
مِنْهُمْ	তাদের মধ্য হতে
اَجْرَهُمْ ۚ	তাদের পুরস্কার
وَ	এবং
كَثِيرٌ	অধিকাংশ
مِّنْهُمْ	তাদের মধ্যকার
فَسِقُونَ ﴿٢٧﴾	সত্যত্যাগী (ফাসেক)

উত্তর কালে তাদের সন্তানদের মধ্য হতে কেউ বা হেদায়াত গ্রহণ করেছে, আর অনেক লোকই ফাসেক হয়ে গেছে। ২৭. এর পর আমরা পরপর রসূলদেরকে পাঠিয়েছি। আর এ সবের পর মরিয়ম পুত্র ঈসাকে প্রেরণ করেছি, এবং তাকে ইন্জিল দান করেছি । যারা তা মেনে চলেছে , তাদের দিলে আমরা দয়া ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে দিয়েছি আর 'রাহবানিয়াত'[১৮] তারা নিজেরা রচনা ও উদ্ভবন করে নিয়েছে । আমরা তা তাদের প্রতি ফরজ করে দেয়ানি। কিন্তু আল্লাহর সন্তোষ সন্ধানে তারা নিজেরাই এই 'বেদ'আত' বানিয়েছে। আর তা যথার্থ পালন করার যে কর্তব্য ছিল তারা তা করেনি । তাদের মধ্যে যারা ঈমান গ্রহন করেছিল, তাদেরকে তাদের প্রাপ্য সুফল আমরা দান করেছি। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক লোকই ফাসেক!

১৮। 'রাহবানিয়াৎ'- এর অর্থ ঃ সংসার ত্যাগী হওয়া, বাস্তব জীবন থেকে পলায়ন করে পাহাড় পর্বত এবং বন-জংগলে আশ্রয় গ্রহণ করা বা নির্জনতার কোণায় গিয়ে অবস্থান করা।

২৮. হে ঈমানদার লোকেরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূল (হযরত মুহাম্মদ (সঃ))-এর প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ তোমাদেরকে তার রহমতের দ্বিগুন অংশ দান করবেন, যার আলোয় তোমরা চলবে এবং তোমাদের অপরাধ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

২৯. (তোমাদের এমন আচরণ অবলম্বন করা আবশ্যক) যেন আহলি-কিতাবেরা জানতে পারে যে, আল্লাহর অনুগ্রহের উপর তাদের কোন একচেটিয়া অধিকার নেই এবং এই কথাও যেন জানতে পারে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ তার নিজেরই ইচ্ছাধীন, যাকে তিনি চান তাকে তা দান করেন এবং তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল।

সূরা আল-মুজাদালা

নামকরণঃ এই সূরার নাম 'আল্-মুজাদালা' এবং 'আল-মুজাদিলা' এই দু'টি-ই। সূরার প্রথম আয়াতের تجادلك শব্দ হতে এ নাম গৃহিত। সূরার শুরুতেই এমন একজন মহিলার উল্লেখ হয়েছে যে রসূলে করীম (সঃ)-এর সম্মুখে নিজ স্বামীর 'যিহার' (–স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে রূপকভাবে বলা যে, তুমি আমার প্রতি হারাম) সংক্রান্ত মামলা পেশ করেছিল এবং বারবার দাবী জানাচ্ছিল যে, আপনি এমন কোন উপায় ও ব্যবস্থা করে দিন, যার ফলে তার ও তার সন্তানদের জীবন নিশ্চিত ধ্বংস ও বিপর্যয় হতে রক্ষা পেতে পারে। তার এরূপ পৌনপুনিক কথাকে আল্লাহতা'আলা 'মুজাদিলা' শব্দ দ্বারা বুঝিয়েছেন। আর এ কারণে তাকেই এই সূরার নাম রূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ শব্দটিকে যদি 'মুজাদালা' পড়া যায়, তাহলে এর অর্থ হবে 'তর্ক-বিতর্ক'; আর 'মুজাদিলা' পড়া হলে অর্থ হবে 'তর্ক-বিতর্ককারী নারী'।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ 'মুজাদালা'র এ ঘটনা কবে ও কখন সংঘটিত হয়েছিল, হাদীসের কোন বর্ণনায় তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য মূল সূরার বিষয়বস্তুতে এ বিষয়ে কিছুটা ইংগিত পাওয়া যায় এবং তার উপর ভিত্তি করে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, এ ঘটনা 'আহযাব' যুদ্ধের (৫ম হিজরীর শওয়াল মাস) পরে সংঘটিত হয়েছিল। সূরা আহ্যাবে 'মুখে ডাকা পুত্র প্রকৃত পুত্র নয়' এ কথার পর শুধু এতটুকু বলা হয়েছিলঃ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الّٰئِى تُظٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهٰتِكُمْ -

'তোমরা তোমাদের যে সব স্ত্রীদের সহিত 'যিহার' কর আল্লাহতা'আলা তাহাদিগকে তোমাদের মা বানাইয়া দেন নাই'।

কিন্তু 'যিহার' করা যে কোন পাপ বা অপরাধ, তা সেখানে কিছুই বলা হয়নি। এ ধরনের কাজ– যিহার করা সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ কি, সে সম্পর্কেও কোন কথা বলা হয়নি। কিন্তু আলোচ্য সূরায় 'যিহার' সংক্রান্ত সমস্ত বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এ হতে জানা গেল যে, সূরা আহ্যাবে বলা উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত কথারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা তারপর এ সূরায় নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচনাঃ সে সময়ে মুসলিম সমাজ যে সব বিভিন্ন সমস্যা ও অবস্থার সম্মুখীন ছিল, আলোচ্য সূরায় সে সব বিষয়ে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। সূরার শুরু হতে ৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত যিহার সংক্রান্ত শরীয়তের বিধি-বিধান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সে সংগে খুব দৃঢ়তা ও গুরুত্ব সহকারে মুসলমানদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, ইসলাম গ্রহণের পরও জাহেলিয়াতের নিয়ম-নীতির উপর অবিচল হয়ে থাকা, আল্লাহর নির্দিষ্ট করা সীমাসমূহ লংঘন করা কিংবা তা পালন করতে অস্বীকৃতি জানানো কিংবা তার বিপরীতে নিজের ইচ্ছা ও মর্যী মত অন্য ধরনের কিছু নিয়ম-নীতি ও আইন-বিধান বানিয়ে নেয়া ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী আচরণ। আর এরূপ আচরণের শাস্তি হবে দুনিয়ায় অপমান ও লাঞ্ছনা এবং পরকালে সে জন্যে কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ।

৭-১০নম্বর আয়াতে মুনাফিকদের অসদাচরণের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। এ লোকেরা পরস্পরের সংগে গোপনে কান-পরামর্শ করে নানাবিধ দুস্কৃতির পরিকল্পনা তৈরী করছিল। তাদের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষ লুকিয়ে ছিল ব'লে তারা রসূলে করীম (সঃ)-কে সালাম করতো তেমনিভাবে যেমন করতো ইহুদীরা। তাতে সালামের মূল উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হ'ত। তাতে দো'আ ও শুভ কামনার পরিবর্তে বদ-দো'আ ভাবটাই প্রবল হ'ত। এ প্রসংগে মুসলিম জনগণকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এই বলে যে, মুনাফিকদের এরূপ আচরণে তোমাদের কোন অনিষ্ট বা

অকল্যাণ হবে না। তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কাজেই তোমরা আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে নিশ্চিন্তে নিজেদের কাজ করতে থাক। সে সংগে তাদেরকে বিশেষ নৈতিক শিক্ষাও দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে পাপ, যুলম, বাড়াবাড়ি ও রসূলের না-ফরমানী করার উদ্দেশ্যে পরস্পরে কান-পরামর্শ করা সত্যিকার ও নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকের কাজ হতে পারে না। তারা পরস্পরে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে কোন কথা বললেও তা অবশ্যই নেক কাজ ও তাকওয়া-পরহেযগারী সংক্রান্ত কথা-বার্তা হতে হবে।

১১-১৩নম্বর আয়াতে মুসলমান জনগণকে মজলিসি সভ্যতা সংক্রান্ত কতিপয় নিয়ম-নীতি ও কায়দা-কানুন শিখানো হয়েছে। সে সংগে আগে হতে চলে আসা ও তৎকালে প্রচলিত কতগুলি সামাজিক দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করে তা দূর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোন মজলিসে যদি বহু লোক আসন গ্রহণ করে থাকে এবং এরূপ অবস্থায় বাইরে থেকে আরো কিছু লোক এসে পড়ে, তা হলে আগে থেকে উপস্থিত লোকেরা সামান্য একটু সরে গিয়ে তাদের জন্যে বসবার স্থান করে দেয়ার মত উদারতা ও সামান্য ভদ্রতাটুকু দেখাতেও কুণ্ঠিত হয়ে থাকে। এর ফলে শেষে আগত লোকেরা বৈঠকে দঁড়িয়ে থাকে, কিংবা বাইরে দলিজে আসন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অথবা কোনরূপ স্থান না পেয়ে বৈঠক ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। অনেক সময় তারা বৈঠকে এখনো অনেক লোকের সংকুলান হতে পারে মনে ক'রে উপবিষ্ট লোকদের গায়ের উপর বা কাঁধের উপর ভর দিয়ে ভিতরের দিকে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে। নবী করীমের (সঃ) মজলিস সমূহে এ ধরনের অবস্থা প্রায়ই সৃষ্টি হ'ত। এ কারণে– এ সম্পর্কে সঠিক নিয়ম-নীতি জানিয়ে দেয়ার প্রয়োজন তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল। এ প্রসংগে আল্লাহতা'আলা বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের সভা-সম্মেলন ও বৈঠকে, মজলিসে স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় দিও না। শেষে-আসা লোকদের জন্যে উদার-উম্মুক্ত হৃদয়ে আসন করে দেয়া তোমাদের একান্তই কর্তব্য।

এ পর্যায়ে লোকদের মধ্যে নানারূপ ত্রুটিপূর্ণ স্বভাব ও আচরণ লক্ষ্য করা যায়। কারও সঙ্গে– বিশেষ করে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে গেলে সেখানে শক্তভাবে আসন গেড়ে বসে থাকা লোকদের মধ্যে একটা সাধারণ বদ-অভ্যাস। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটু সময়ও যে তার নষ্ট হতে দেয়া উচিৎ নয়– দিলে সংশ্লিষ্ট লোকের ক্ষতি হতে পারে; কিংবা মানসিক অসন্তোষের কারণ ঘটতে পারে, এতটুকু চেতনাও তাদের মনে জাগে না। সে লোক অতিষ্ঠ হয়ে যদি বলে 'জনাব, এখন আপনি চলেযান, কিংবা আমি তো আপনাকে আর সময় দিতে পারি না' অথবা যদি তাকে বসিয়ে রেখে নীরবে উঠে চলে যায় তখন কিন্তু লোকটি দুর্ব্যবহারের জন্যে চিৎকার করতে শুরু করে। সে যদি ইশারা-ইংগিতে বলেও যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। সে জন্যে তাকে যেতে বা সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে তা হলেও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র করে না। এ ধরনের আচরণ মূলতঃ এবং স্বভাবতঃই অশালীন ও ভদ্রতা বিবর্জিত। নবী করীম (সঃ)ও এ ধরনের আচরণের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তাঁর সংস্পর্শে ও সান্নিধ্যে বসবার আগ্রহাতিশয্যে লোকেরা এতটুকুও বুঝতে পারতো না যে, তারা অনেক অমূল্য কাজকর্মের ক্ষতি সাধন করছে। এ অশোভন অভ্যাস ও আচরণ খতম করার জন্যে শেষ পর্যন্ত আল্লাহতা'আলাকেই এ নির্দেশ জারী করতে হল। তিনি বলে দিয়েছেন– যখনি সভা বা মজলিস বরখাস্ত করার কথা বলা হবে তখনি স্থান ত্যাগ করতে হবে। বিনা কারণে আর মুহূর্ত-কালও বিলম্ব করা চলবে না।

লোকদের মধ্যে আর একটা ত্রুটি ছিলঃ প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই নবী করীমের (সঃ) সাথে নিবিড় একাকীত্বে কথা বলবার বাসনা প্রকাশ করতো এবং এর পিছনে তেমন কোন বিশেষ কারণ থাকতো না। কিংবা সর্বসাধারণের উপস্থিতিতেই কেউ কেউ তাঁর নিকটে গিয়ে কানে কানে কথা বলতে চেষ্টা করতো। কিন্তু এ ধরনের সব আচরণই নবী করীম (সঃ)-এর জন্য খুবই দুঃসহ ও কষ্টদায়ক হ'ত এবং মজলিসে উপস্থিত অন্যান্য লোকদের পক্ষেও এ খুবই অসহ্য ঠেকতো। এ কারণে আল্লাহতা'আলা এ বাধ্য-বাধকতা আরোপ করে দিলেন যে, যে লোকই নবী করীম (সঃ)-এর সাথে একাকীত্বে কথা বলতে চায় সে যেন পূর্বেই সাদকা দেয়। বস্তুতঃ লোকদের এ বদ-অভ্যাস

ছাড়ানো এবং এ বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়াই এর উদ্দেশ্য ছিল। আর এ বাধ্য-বাধকতাও কার্যতঃ অতঃপর খুব অল্পকাল পর্যন্তই চালু ছিল। পরে লোকেরা যখন নিজেদের আচরণ ঠিক-ঠাক করে নিল তখন এ বাধ্য-বাধকতা প্রত্যাহার করা হয়।

১৪ নম্বর আয়াত হতে সূরার শেষ পর্যন্ত মুসলিম সমাজের লোকদের– যাদের মধ্যে নিষ্ঠাবান ঈমানদার, মুনাফিক এবং না-ঈমানদার না-বেঈমান প্রভৃতি সকল রকমের লোকই শামিল ছিল- অকাট্য ও স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হ'ল সেই মানদন্ডের কথা যার ভিত্তিতে দ্বীন ইসলামে প্রকৃত নিষ্ঠাবান লোক কে তা যাচাই করা হয়। এক ধরনের মুসলমান এমন যারা দ্বীন-ইসলামের দুশমনদের সাথে আন্তরিক বন্ধুতা পোষণ করে। তারা যে দ্বীন-ইসলামের প্রতি ঈমানদার হওয়ার দাবী করে নিতান্ত স্বার্থপরতার দরুণ সেই দ্বীনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতেও একবিন্দু দ্বিধা বা কুণ্ঠা বোধ করে না এবং ইসলাম সম্পর্কে নানা প্রকারের সন্দেহ-সংশয়ের ধূম্রজালের কুন্ডলি সৃষ্টি ক'রে লোকদের মনে নানা ধরনের ভুল ধারণার উদ্রেক ক'রে, আল্লাহর বান্দাহদের আল্লাহর পথে আসতে ও চলতে দেয় না– কঠিন বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু তারা যেহেতু মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত এ কারণে ঈমানের মিথ্যা অংগীকার তাদের জন্যে বিশেষ রক্ষাকবচ হয়ে দেখা দেয়। এদের বাইরে ছিল আর এক ধরনের মুসলমান। তাঁরা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে অন্যকারো পরোয়া করা তো দূরের কথা, নিজেদের পিতা, ভাই, সন্তান ও বংশ-পরিবারের প্রতিও একবিন্দু ভ্রূক্ষেপ করতেন না– পরোয়া করতেন না। আল্লাহ, রসূল ও ইসলামের দুশমনদের প্রতি তাঁদের মনে ছিলনা একবিন্দু ভালোবাসা। এ পর্যায়ের আয়াতসমূহে আল্লাহতা'আলা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, প্রথমোক্ত ধরনের লোকেরা নিজেদের মুসলিম হওয়ার কথা যতই কসম খেয়ে বলুক না কেন, মূলতঃ তারা শয়তানের দলের লোক। আর আল্লাহর দলে গণ্য হবার সৌভাগ্য কেবল দ্বিতীয় পর্যায়ের মুসলমানদের জন্যই নির্দিষ্ট। সত্যিকার মুসলমান হওয়ার গৌরব কেবল তাদেরই। আল্লাহও তাদেরই প্রতি রাজী ও খুশী এবং প্রকৃত কল্যাণ ও সাফল্য কেবল তারাই পেতে পারে।

১.আল্লাহ [১] শুনতে পেয়েছেন সেই মেয়েলোকটির কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপার নিয়ে তোমার সাথে তর্ক-বিতর্ক করছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করতে থাকছে। আল্লাহ তোমাদের দুজনেরই কথাবার্তা শুনেছেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

২. তোমাদের মধ্যে যে সব লোক নিজেদের স্ত্রীর সাথে 'যিহার' করে[২], তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারা যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে।

১। এই আয়াত এক মহিলা খাওলা-বিনতে সালাবার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাঁর স্বামী তাঁকে যিহার (মায়ের সংগে তুলনা) করেছিলেন। এই মহিলা নিজে প্রশ্ন করতে এসেছিলেন– ইসলামে এ সম্পর্কে হুকুম কি? সে সময় পর্যন্ত আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ পাওয়া যায়নি। সে জন্যে হুযুর (সঃ) বলেছিলেন যে– 'আমার মনে হয় তুমি তোমার স্বামীর পক্ষে হারাম হয়ে গিয়েছো'। এ কথায় মহিলাটি অভিযোগ করতে থাকেন যে– 'আমার ও আমার সন্তানদের জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে'। এই অবস্থায় যখন তিনি কেঁদে কেঁদে হুযুরের নিকট নিবেদন করেছিলেন যে– "এরূপ কোন বিধান দেয়া হোক যাতে তাঁর ঘর ভাঙন থেকে রক্ষা পায়– আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ করে সমস্যার হুকুম বর্ণনা করা হয়"।

২। আরবে অনেক সময় এরূপ ঘটনা ঘটতো যে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদে স্বামী ক্রোধান্বিত হয়ে বলতো– "তুই আমার পক্ষে আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের মত হারাম।" এ কথার প্রকৃত মর্ম ছিল– "তোর সঙ্গে যদি আর সংগম করি তবে আমার পক্ষে নিজের মায়ের সংগে সংগম করার সমতুল্য হবে"। এ যুগেও অনেক নির্বোধ লোক স্ত্রীর সংগে ঝগড়া-বিবাদ করে তাকে মা, ভগ্নী ও কন্যার সংগে তুলনা দিয়ে থাকে। এর পরিষ্কার মর্ম হচ্ছে– এখন থেকে সে যেন স্ত্রীকে স্ত্রী নয় বরং সেই সব স্ত্রীলোকের মত জ্ঞান করবে যারা তার পক্ষে হারাম। এই কাজকে 'যিহার' বলা হয়। প্রাক ইসলামী মূর্খতার যুগে আরববাসীদের কাছে একে তালাক বরং তার থেকেও অনেক কঠিন সম্পর্ক-ছেদের ঘোষণা বলে মনে করা হতো।

وَ اِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَ زُوْرًا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ

এবং | তারা নিশ্চয় | বলে অবশ্যই | অতিঘৃণ্য | কথা | ও | মিথ্যা | এবং | নিশ্চয় | আল্লাহ

لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝ وَ الَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ

অবশ্যই মার্জনাকারী | ক্ষমাশীল | এবং | যারা | যিহার করে | সাথে | তাদেরস্ত্রীদের

ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ

এরপর | ফিরেযায় | (তা হতে) যা | তারা বলে ছিল | মুক্ত করতে হবে | একজন দাস | পূর্বে

يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

পরস্পরকে স্পর্শ করার | এসব | তোমাদের উপদেশ দেওয়াহচ্ছে | এদ্বারা | এবং | আল্লাহ | ঐ বিষয়ে যা | তোমরা কাজকর

خَبِيْرٌ ۝

খুবঅবহিত

এই লোকেরা একটা অতীব ঘৃণ্য ও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলে। আর আসল কথা এই যে, আল্লাহতা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল ও মার্জনা দানকারী[৩]।

৩. যে সব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে, পরে নিজেদের সেই কথা হতে ফিরে যায় যা তারা বলেছিল[৪], পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তাদেরকে একটা দাস মুক্ত করতে হবে। এ কথা দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত[৫]।

৩। অর্থাৎ এ এরূপ কাজ যার জন্যে এক ব্যক্তির খুবই কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু আল্লাহতা'আলার মেহেরবানী-তিনি প্রথমতঃ তো যিহারের ব্যাপারে মূর্খতার যুগের নিয়মকে রহিত করে তোমাদের পারিবারিক জীবনকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন; দ্বিতীয়তঃ এরূপ কুকর্মকারীদের জন্যে তিনি সেই শাস্তি নির্ধারণ করেছেন এরূপ অপরাধের ক্ষেত্রে যা সব থেকে লঘু দন্ড হতে পারে।

৪। এর দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথম- তারা যা বলে ছিল তার সংশোধন করতে চায়। দ্বিতীয়- তারা এ কথা বলে যে জিনিষকে হারাম করতে চেয়েছিল তা নিজেদের জন্যে তারা হালাল চায়।

৫। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি চুপে চুপে নিজ গৃহের মধ্যে স্ত্রীর সংগে যিহার করে বসে এবং তারপর কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) স্বরূপ দন্ড আদায় না করে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পূর্বের মতো দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে থাকে, তবে দুনিয়ার কোন লোক তা না জানলেও আল্লাহ তো অবশ্যই সে কথা জানবেন। আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়া তার পক্ষে কোন প্রকারে সম্ভব হবে না।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

যে অতঃপর | না | পায়(কোন দাস) | তবে রোজা রাখবে | দু'মাস | ধারাবাহিকভাবে

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ

পূর্বে | পরস্পরে স্পর্শকরার | যে অতঃপর | না | সমর্থহবে | তবে খানা খাওয়াবে | ষাটজন

مِسْكِيْنًا ۚ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ۚ وَ تِلْكَ حُدُوْدُ

মিছকীনকে | এটা (এজন্যে) | যেন তোমরা ঈমানআন | আল্লাহরউপর | ও | তাঁর রসূলের (উপর) | এবং | এটা | সীমাসমূহ

اللّٰهِ ۚ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ④ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ

আল্লাহর | এবং | কাফেরদের জন্যে (রয়েছে) | শাস্তি | মর্মান্তিক | নিশ্চয় | যারা | বিরুদ্ধাচারণ করে

اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ قَدْ

আল্লাহর | ও | তার রসূলের | তাদের লাঞ্ছিত করাহবে | যেমন | লাঞ্ছিতকরা হয়েছিল | (তাদেরকে) যারা | তাদের পূর্বে (ছিল) | এবং | নিশ্চয়

اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۚ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ⑤

আমরা নাযিল করেছি | আয়াতসমূহ | সুস্পষ্ট | এবং | কাফিরদের জন্যে (রয়েছে) | আযাব | অপমানকর

৪.আর যে লোক দাস পাবেনা, সে যেন ধারাবাহিক ভাবে দু'মাস রোজা রাখে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে[৬]। আর যে লোক তা করতেও সমর্থ হবে না, সে যেন ষাট জন মিসকীনকে খাবার খাওয়ায়[৭]। এরূপ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এ জন্যে যেন তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো[৮]। বস্তুতঃ ইহা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা বিশেষ, আর কাফেরদের জন্য মর্মান্তিক আযাব রয়েছে।

৫.যে সব লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধীতা করে , তাদেরকে ঠিক এমনি ভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হবে, যেমন ভাবে তাদের পূর্ববর্তী লোকেদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়েছে। আমরা তো স্পষ্ট 'বয়ান'-সম্বলিত আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। আর কাফেরদের জন্যে অপমানকর আযাব।

৬। অর্থাৎ ক্রমাগত দুই মাস রোযা করে যাবে- এর মাঝে কোন দিন রোযা ত্যাগ করবে না।

৭। অর্থাৎ দুইবেলা পেট ভরে আহার দেবে, রন্ধন করা খাবার বা রন্ধন না করে আহারীয় বস্তুও দেয়া যাবে। ষাটজন লোককে একদিন খাওয়ালে চলবে অথবা একজন লোককে ষাট দিন খাওয়ালেও চলবে।

৮। এখানে ঈমান আনার অর্থ খাঁটি ও অকপট মু'মিনের ন্যায় চলা।

৬.(এই অপমানকর আযাব) সে দিন হবে, যখন আল্লাহতা'আলা এদের সকলকে পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন এবং তারা যা কিছু করে আসছে তা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। তারা তো ভুলে গেছে, কিন্তু আল্লাহতা'আলা তাদের যাবতীয় কৃত-কর্ম গুনে গুনে সংরক্ষিত করে রেখেছেন। আর আল্লাহ- এক এক জিনিষের ব্যাপারে সাক্ষী।

রুকুঃ২

৭.তুমি কি জাননা [৯] যে, পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের প্রত্যেকটা জিনিষই আল্লাহর জ্ঞানের আওতাভুক্ত? এমন কখনও হয় না যে, তিনজন লোকের মধ্যে কোন কান-পরামর্শ হবে, এবং তাদের মধ্যে আল্লাহ চতুর্থ হবেন না; কিম্বা পাঁচ জনের কান-পরামর্শ হবে, আর তাদের মধ্যে ষষ্ঠ আল্লাহ হবেন না। গোপন পরামর্শকারীরা এর কম হোক কি বেশী- যেখানেই তারা হবে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের সঙ্গে থাকবেন। পরে কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা কি কি কাজ করেছে।

৯। এখানে থেকে দশ আয়াত পর্যন্ত ক্রমাগত মুসলিম সমাজের মধ্যে মুনাফেকরা যে কার্যধারা অবলম্বন করেছিল তার সমালোচনা করা হয়েছে । তারা বাহ্যতঃ মুসলমানদের দলের মধ্যে শামিল হয়েছিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা মু'মিনদের থেকে পৃথক নিজেদের এক উপদল বানিয়ে রেখেছিল। মুসলমানরা যখনই তাদের দেখতো, তারা দেখা পেত- পরস্পরে একত্র হয়ে তারা কানে-কানে ফিসফাস করছে। এই গুপ্ত পরামর্শসমূহে তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে, ঝগড়া-বিবাদ বাধাতে এবং হতাশা বিস্তার করতে নানা রকম পরিকল্পনা তৈরী ও নূতন নূতন গুজব রচনা করতো।

আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে অবহিত।

৮. তুমি কি সেই লোকদের দেখনি যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল; কিন্তু তারা সে তৎপরতাই চালিয়ে যাচ্ছে,যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। এ লোকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে পরস্পরে পাপ, বাড়াবাড়ি ও রসূলের না-ফরমানীর কথাবার্তা বলছে। আর যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা তোমাকে এমন পদ্ধতিতে সালাম করে, যেভাবে আল্লাহ তোমার প্রতি সালাম করেন নি[১০], আর নিজেদের মনে মনে বলে, আমাদের এ সব কথাবার্তার দরুন আল্লাহ আমাদেরকে আযাব দেন না কেন? তাদের জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট। তারা তারই ইন্ধন হবে। –তা হবে তাদের অতীব দুঃখময় পরিণতি!

৯. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যখন পরস্পরে গোপন কথা বল,

১০। ইহুদী ও মুনাফেকদের এ ছিল সাধারণ গতি। কতিপয় রেওয়াতে একথা বর্ণিত হয়েছে –কয়েকজন ইহুদী নবী করীমের (সঃ) কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে বলে– আসসামু আলাইকা ইয়া আবাল কাসেম। অর্থাৎ তারা আসসামু আলাইকা এরূপ ধরনে উচ্চারণ করে যাতে শ্রোতার যেন মনে হয় যে তারা 'সালাম' বলেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা বলেছিল-'সাম' যার অর্থ হচ্ছে 'মৃত্যু'।

তখন গুনাহ, বাড়াবাড়ি ও রসূলের না- ফরমানীর কথা-বার্তা নয়– বরং সৎকর্মশীলতা ও খোদাকে ভয় করে চলার (তাক্ওয়ার) কথা-বার্তা বল এবং সেই খোদাকে ভয় করতে থাক যার দরবারে তোমাদেরকে হাশরের দিন উপস্থিত হতে হবে।

১০. কানা-ফুঁসি করা তো একটা শয়তানী কাজ। আর তা করা হয় এ জন্যে যে, ঈমানদার লোকেরা যেন তার দরুণ দুঃখিত ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। অথচ খোদার অনুমতি ভিন্ন তা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারে না। আর মু'মিন লোকদের কর্তব্য হল কেবল মাত্র আল্লাহরই উপর ভরসা রাখা।

১১. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদেরকে যখন বলা হবে নিজেদের সভাস্থলে প্রশস্ততার সৃষ্টি কর, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দেবে। আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন[১১]।

১১। আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুসলমানদের যে সমস্ত শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে– যখন কোন মজলিসে পূর্ব থেকে কিছু লোক উপবিষ্ট থাকে এবং পরে আর কিছু লোক উপস্থিত হয় তখন পূর্ব থেকে বসে থাকা লোকদের মধ্যে শিষ্টতা থাকা উচিত যে, তারা নিজেরা নূতন যারা এসেছে তাদের স্থান দেবে, এবং যতদূর সম্ভব কিছুটা সরে সরে সংকুচিত হয়ে তাদের জন্যে প্রশস্ততা সৃষ্টি করবে; এবং পরবর্তী আগমনকারীদের মধ্যে এতটা ভব্যতা থাকা দরকার যে, তারা যবরদস্তি তাদের মধ্যে ঢুকে যাবে না, এবং কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসার চেষ্টা করবে না।

وَ	إِذَا	قِيلَ	انشُزُوا	فَانشُزُوا	يَرْفَعِ	اللَّهُ
এবং	যখন	বলাহয়	তোমরা উঠেযাও	তোমরা তখন উঠে যেয়ো	উন্নত করবেন	আল্লাহ

الَّذِينَ	آمَنُوا	مِنكُمْ	وَ	الَّذِينَ	أُوتُوا	الْعِلْمَ	دَرَجَاتٍ
(তাদেরকে) যারা	ঈমান এনেছে	তোমাদের মধ্য হতে	এবং	যাদের	দেয়া হয়েছে	জ্ঞান	মর্যাদায় (উন্নতকরবেন)

وَ	اللَّهُ	بِمَا	تَعْمَلُونَ	خَبِيرٌ ⑪	يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا
এবং	আল্লাহ	সেবিষয়ে যা	তোমরা কাজ করছ	খুবঅবহিত	ওহে	যারা	ঈমানএনেছ

إِذَا	نَاجَيْتُمُ	الرَّسُولَ	فَقَدِّمُوا	بَيْنَ	يَدَيْ	نَجْوَاكُمْ
যখন	তোমরা একাকিত্বে কথাবলবে	রসূলের সাথে	তখন তোমরা পেশ করবে		পূর্বে	তোমাদের একাকিত্বে কথা বলার

صَدَقَةً	ذَٰلِكَ	خَيْرٌ	لَّكُمْ	وَ	أَطْهَرُ	فَإِن	لَّمْ	تَجِدُوا
সদকা	এটা	উত্তম	তোমাদেরজন্যে	ও	পবিত্রতর	যদি আর	না	তোমরাপাও (কিছুই)

فَإِنَّ	اللَّهَ	غَفُورٌ	رَّحِيمٌ ⑫	أَأَشْفَقْتُمْ	أَن	تُقَدِّمُوا	بَيْنَ يَدَيْ
নিশ্চয়তবে	আল্লাহ	ক্ষমাশীল	মেহেরবান	কি তোমারা ভয় পাও	যে	তোমরা দিবে	পূর্বে

نَجْوَاكُمْ	صَدَقَاتٍ
তোমাদের একাকিত্বে কথাবলার	সদকা

আর যখন তোমাদেরকে বলা হবে উঠে যাও, তখন তোমরা উঠে যাও[১২]। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত।

১২. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যখন রসূলের সাথে গোপনে একাকিত্বে কথাবার্তা বলবে, তখন কথা বলার পূর্বে কিছু সাদ্‌কা দাও[১৩]। তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর ও পবিত্রতর। অবশ্য সাদ্‌কা দেবার মত যদি কিছুই তোমরা না পাও, তা হলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

১৩. তোমরা কি ভয় পেয়ে গেলে এজন্যে যে একাকী কথা বলার পূর্বে তোমাদেরকে সাদ্‌কা দিতে হবে?

১২। অর্থাৎ যখন বৈঠক সমাপ্তির কথা ঘোষণা করা হবে, তখন উঠে চলে যাওয়া উচিৎ, তখনো জমে বসে থাকা উচিত নয়।

১৩। হযরত আবদুল্লা-বিন আব্বাস(রাঃ) এই আদেশের কারণ বর্ণনা করে বলেছেন- লোকে অত্যাধিকভাবে ও বিনা প্রয়োজনে রসূলুল্লাহর সংগে একাকীত্বে সাক্ষাৎ করার জন্যে আবেদন করতে আরম্ভ করেছিল।

فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا
যদি অতঃপর না তোমরাকরতে পার আর মাফ করে দিলেন আল্লাহ তোমাদেরকে তবে তোমরা কায়েমকর

الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ
নামাজ এবং তোমরা দাও জাকাত ও তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও তাঁর রসূলের

وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ
এবং আল্লাহ খুবঅবহিত ঐ বিষয়ে যা তোমরা কাজকর নাই কি তুমি দেখ প্রতি (তাদের) যারা

تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ
বন্ধুবানায় (এমন) লোকদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন আল্লাহ যাদের উপর না তারা তোমাদের অন্তর্ভূক্ত

وَ لَا مِنْهُمْ ۙ وَ يَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۴﴾
এবং না তাদের অন্তর্ভূক্ত এবং তারা কসমখায় উপর মিথ্যার যখন তারা জানেও

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا
প্রস্তুত রেখেছেন আল্লাহ তাদেরজন্যে আযাব কঠোর তারা নিশ্চয় অতিমন্দ যা কিছু

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۵﴾
তারা কাজ করে আসছে

ঠিক আছে, তোমরা যদি তা না কর– আর আল্লাহ তোমাদেরকে তা হতে ক্ষমা করে দিলেন– তা হলে নামায কায়েম করতে থাক, যাকাত দিতে থাক এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে থাক। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে বিষয়ে পুরাপুরি অবহিত[১৪]।

রুকূঃ৩

১৪. তুমি কি দেখ নাই সেই লোকদেরকে, যারা এমন লোকদেরকে বন্ধু বানিয়েছে যারা আল্লাহর অভিশপ্ত? তারা না তোমাদের লোক, না তাদের। আর তারা জেনে বুঝে মিথ্যা কথার উপর কসম খায়।

১৫. আল্লাহতা'আলা তাদের জন্যে কঠোর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তারা যা কিছু করে, তা অতীব মন্দ কাজ।

১৪। এ দ্বিতীয় আদেশ উপরোক্ত আদেশের কিছু সময় পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। এর দ্বারা সাদকা দেয়ার বাধ্যতা রহিত করা হয়। সাদকার এই হুকুম কতদিন কার্যকরী ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কাতাদা বলেন– এক দিনের থেকে কম সময়ও হুকুম জারি ছিল, তারপর রহিত করে দেয়া হয়। মুকাতিল বিন হাইয়ান বলেন– দশ দিন জারী ছিল। এই হুকুমের স্থায়ীত্বকাল সম্পর্কে যত বর্ণনা পাওয়া যায় তার মধ্যে দশ দিন হচ্ছে সব থেকে বেশী পরিমাণ।

اتَّخَذُوٓا	أَيْمَانَهُمْ	جُنَّةً	فَصَدُّوا	عَنْ	سَبِيلِ
তারা গ্রহণ করেছে	তাদের শপথ গুলোকে	ঢালস্বরূপ	তারা অতঃপর বাধা দেয়	হতে	পথ

اللَّهِ	فَلَهُمْ	عَذَابٌ	مُّهِينٌ ⑯	لَنْ	تُغْنِيَ
আল্লাহর	তাদের অতএব জন্যে (রয়েছে)	আযাব	অপমানকর	কক্ষণই না	কাজে লাগবে

عَنْهُمْ	أَمْوَالُهُمْ	وَ	لَآ	أَوْلَادُهُمْ	مِّنَ	اللَّهِ	شَيْـًٔا ط
তাদের জন্যে	তাদের মালগুলো	আর	না	তাদের সন্তানাদি (বাঁচার জন্যে)	হতে	আল্লাহ	কিছুমাত্র

أُولَٰٓئِكَ	أَصْحَٰبُ	النَّارِ ط	هُمْ	فِيهَا	خَٰلِدُونَ ⑰	يَوْمَ
ঐ সব লোক	অধিবাসী	দোজখের	তারা	তারমধ্যে	চিরকাল থাকবে	যেদিন

يَبْعَثُهُمُ	اللَّهُ	جَمِيعًا	فَيَحْلِفُونَ	لَهُ	كَمَا	يَحْلِفُونَ	لَكُمْ
তাদের উঠাবেন	আল্লাহ	সকলকেই	তারা তখনও শপথকরবে	তাঁরকাছে	যেমন	তারা শপথকরে	তোমাদের কাছে

وَ	يَحْسَبُونَ	أَنَّهُمْ	عَلَىٰ	شَيْءٍ ط	أَلَآ	إِنَّهُمْ	هُمُ	الْكَٰذِبُونَ ⑱
ও	তারা মনেকরে	যে তারা	(প্রতিষ্ঠিত) উপর	কোন কিছুর	সাবধান	তারা নিশ্চয়	তারাই	মিথ্যাবাদী

اسْتَحْوَذَ	عَلَيْهِمُ	الشَّيْطَٰنُ	فَأَنسَىٰهُمْ	ذِكْرَ	اللَّهِ ط	أُولَٰٓئِكَ	حِزْبُ
প্রভূত্ব বিস্তার করেছে	তাদের উপর	শয়তান	তাদের অতঃপর ভুলিয়েদিয়েছে	স্মরণ	আল্লাহর	ঐসব লোক (অন্তর্ভূক্ত)	দলের

الشَّيْطَٰنِ ط	أَلَآ	إِنَّ	حِزْبَ	الشَّيْطَٰنِ	هُمُ	الْخَٰسِرُونَ ⑲
শয়তানের	সাবধান	নিশ্চয়ই	দল	শয়তানের	তারাই	ক্ষতিগ্রস্ত (হবে)

১৬. তারা নিজেদের 'কসম'গুলোকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে। এর সাহায্যে তারা লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রাখে। এ কারণে তাদের জন্যে অপমানের আযাব রয়েছে।

১৭. আল্লাহ হতে বাঁচাবার জন্যে না তাদের ধন-মাল কোন কাজে আসবে, না তাদের সন্তানাদি। তারা দোজখের বন্ধু, সেখানেই তারা চিরদিন থাকবে।

১৮. যে দিন আল্লাহ তাদের সকলকে উঠাবেন, তারা তাঁর সামনেও ঠিক সে রকম কসম করবে, যেভাবে তারা তোমাদের সামনে করছে। আর মনে মনে ভাববে যে, এ দিয়ে তাদের কিছুটা কাজ সমাধা হয়ে যাবে। ভালভাবে জেনে নাও, তারা প্রথম শ্রেণীর মিথ্যাবাদী।

১৯. শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে বসেছে এবং সে খোদার স্মরণ তাদের দিল হতে ভুলিয়ে দিয়েছে। এরা শয়তানের দলের লোক। জেনে রাখ, শয়তানের দলের লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾

নিশ্চয় যারা বিরোধিতা করে আল্লাহর ও তাঁর রসূলের ঐসব লোক অন্তর্ভুক্ত অধিক লাঞ্ছিতদের

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

লিখে দিয়েছেন আল্লাহ বিজয়ীহব অবশ্যই আমি ও আমাররসূলরা নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান পরাক্রমশালী

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ

না তুমি পাবে লোকদেরকে (এমন যে) বিশ্বাস করে আল্লাহর উপর ও উপর শেষ দিনের (আবার তারা) বন্ধুত্বও করে

مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ

(তাদের সাথে) যারা বিরোধীতা করে আল্লাহর ও তাঁর রসূলের এবং যদিও তারাহয় তাদের পিতা বা তাদের পুত্র

أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ

বা তাদের ভাইয়েরা বা তাদের বংশ-পরিবার ঐসব লোক (আল্লাহ) দৃঢ়মূল করেদিয়েছেন মধ্যে তাদের অন্তরসমূহের

الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

ঈমান ও তাদের শক্তিশালী করেছেন রূহ দিয়ে তাঁর পক্ষ হতে এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে প্রবাহিত হয়

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

যার পাদদেশে ঝর্ণাধারাসমূহ তারা চিরকাল থাকবে তারমধ্যে সন্তুষ্ট হয়েছেন আল্লাহ তাদেরপ্রতি ও তারাসন্তুষ্ট হয়েছে

عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾ ع

তাঁরপ্রতি ঐসব লোক (অন্তর্ভুক্ত) দলের আল্লাহর জেনেরাখ নিশ্চয় দল আল্লাহর তারাই সফলকাম

২০. নিঃসন্দেহে লাঞ্ছিততম লোক হল তারা যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সাথে বিরোধিতা করে।

২১. আল্লাহতা'আলা লিখে দিয়েছেন যে, আমি এবং আমার রসূলরাই নিশ্চিতরূপে বিজয়ী থাকব। বস্তুতঃ আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী সর্বজয়ী।

২২. তোমরা কখনও এমন দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার লোকেরা কখনো তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের বিরুদ্ধতা করেছে- তারা তাদের পিতাই হোক, কিংবা তাদের পুত্রই হোক বা ভাই-ই হোক অথবা হোক তাদের বংশ পরিবারের লোক। এরা সেই লোক যাদের দিলে আল্লাহতা'আলা ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজের তরফ হতে একটা 'রুহ্' দান করে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদেরকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করাবেন যে সবের নিম্নদেশে ঝর্ণা ধারা প্রবহমান হবে। তাতে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও সন্তুষ্ট হয়েছে তাঁর প্রতি। এরাই আল্লাহর দলের লোক। জেনে রাখ, আল্লাহর দলের লোকেরাই কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।

معانى الفاظ
القرآن المجيد
المجلد الثامن
عربى - بنغالى
المترجم
مطيع الرحمن خان